মাসুদ রানা

কুউউ !

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা
প্রকাশনী

কুউউ!

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭৭

এক

হোটেল ইম্পিরিয়াল। এককালে এটাই ছিল রিজ সিটির সবচেয়ে অভিজাত হোটেল। আগের সেই জৌলুস এখন আর নেই। দেয়ালের এখানে সেখানে প্লাস্টার খসে গিয়ে বেরিয়ে আছে লাল ইট। মুখ ব্যাদান করে আছে যেন। ভাঙা দেয়ালের যত্রতত্র সাঁটানো রঙবেরঙের ছায়াছবির পোস্টার। ওয়েস্টার্ন ছবির দাড়িওয়ালা বন্দুকবাজ ভিলেনদের পাশে প্রায় উলঙ্গ কোমর বাঁকানো নায়িকাগুলোর রঙ মাখা চেহারা দেখতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উঠতি বয়সের ছোকরার দল। লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে WANTED লেখা পোস্টারগুলো সাঁটা হয়েছে দেয়ালের অপেক্ষাকৃত অক্ষত জায়গা বেছে। WANTED শব্দটা বাংলাদেশে সচরাচর চাকুরির নোটিশ বোঝালেও রিজ সিটিতে ব্যাপারটা তা নয়. এখানে বোঝানো হয় চোরছ্যাঁচড়, গুণ্ডা-বদমাশ, খুনে-ডাকাতকে খোঁজা হচ্ছে, খুঁজে দিলে পুরস্কার দেয়া হবে। নগদ টাকার গন্ধ থাকায় ভিড় জমে এগুলোর সামনেই বেশি।

হোটেলের কেবিন বারটায় আজকাল আর লোকজন তেমন ভিড় জমায় না। পরিবেশটা নোংরা, অস্বাস্থ্যকর। এখানে সেখানে পড়ে আছে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ। ধুলোবালিও ঠিকমত পরিষ্কার করা হয় না। কড়িকাঠের সাথে টাঙানো পুরানো আমলের ঝুল-বাতিগুলো এখনও জ্বলে, তবে কতদিন পরিষ্কার হয়নি তা ওরা নিজেরাও বলতে পারবে না। এত বড় বারটায় আলোর চেয়ে আবছা অন্ধকারেরই প্রাধান্য বেশি।

বাঁধা কিছু খদ্দের এখনও আছে বটে, তবে তাদের বেশির ভাগই রিজ সিটির মাস্তান। গুণ্ডা পাণ্ডাদের সর্দার গেরিটি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই আসর জমায় আজকাল এখানে নিয়মিত। বারম্যান, এককালে সে ছিল এই রাজকীয় হোটেলের মালিক, বহুদিন লন্ড্রির ছাপ না পড়া বুক সমান উঁচু একটা অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। সচ্ছলতার দিন হলে হয়তো সে কলপ লাগাত, এমন ধূসর বাদামী রঙে পরিণত হতে দিত না চুলগুলোকে।

ময়লা, ছেঁড়া একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে গ্লাসগুলো এক এক করে মুছছে বারম্যান আর ঘন ঘন তাকাচ্ছে বারের এক কোণায় বসা নতুন মুখগুলোর দিকে। ছয়জন হোমরা-চোমরা চেহারার মানুষ দুটো টেবিল দখল করে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। সাথে আবার আশ্চর্য সুন্দরী একটা মেয়ে। কারা ওরা? ভাবছে বারম্যান। এমন তো ঘটে না ইদানীং! হোটেল ইম্পিরিয়ালে এত

উঁচুদরের ভদ্রলোক তো ঢোকে না আজকাল! ঢোকে না গেরিটির ভয়ে। কখন যে কাকে সে অপমান করে বসবে ঠিক নেই কোন। রোজকার মত ওই যে, আজও সে দলবল নিয়ে বসেছে জুয়া খেলতে।

হোটেলটা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের সাথেই। হোটেলের মতই করুণ চেহারা স্টেশনেরও। মার্কিন সেনাবাহিনীর ছাপ মারা লক্কড়মার্কা ট্রুপট্রেনটাকে এই স্টেশনে মানিয়েছে ভালই। চার বছর পেরোয়নি এখনও স্টেশন বিল্ডিংটার বয়স। এরি মধ্যে ভগ্নদশায় পৌঁছে গেছে। রোদ, বৃষ্টি, বরফ আর বাতাস কুরে কুরে খেয়েছে বিল্ডিংটাকে। গেটের মাথায় 'রিভ্র সিটি' লেখাটার অক্ষরগুলো এখন আর চেষ্টা করেও পড়া যায় না।

মান্ধাতা আমলের কলে ইঞ্জিন, কর্ড কাঠের জ্বালানি দিয়ে চলে। সাতটা কামরার পিছনে লাগানো ব্রেকভ্যানটা। ইঞ্জিনের দিক থেকে তিনটে কামরা চলাচলের জন্যে গ্যাঙ-ওয়ে দিয়ে জোড়া লাগানো। প্রথম গ্যাঙ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট নিকোলাস পেন্সিলের খোঁচা মেরে টিক চিহ্ন দিচ্ছে জিনিসপত্রের তালিকায় আর মাঝে মধ্যে মুখ তুলে দৃষ্টি ফেলছে হোটেলটার প্রবেশ পথের দিকে।

বেশ ক'দিন ধরে ট্রেনের ওপর সওয়ার হয়ে রয়েছে গোটা দলটা। আরও ক'দিন থাকতে হবে এর ভিতর বন্দী হয়ে। রিভ্র সিটিতে জ্বালানি অর্থাৎ কর্ড কাঠ ও পানি সংগ্রহের জন্যে থেমেছে ওরা, সেই সুযোগে তাজা কিছু খাবারের লোভটা দমন করতে পারেননি কর্নেল কভেন্ট। সাথীদের নিয়ে হোটেলে গিয়ে বসেছেন তিনি।

ছয় ফুটের ওপর লম্বা, তেমনি মোটাসোটা শরীর কর্নেলের। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে গায়ের রঙ। চকচকে কালো চোখের মণি থেকে থেকেই ঝিলিক দিয়ে উঠছে। পরনে ইউনাইটেড স্টেটস ক্যাভালরির পোশাক। ব্যাকব্রাশ করা চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ চেহারায়। ওজনদার ব্যক্তিত্বের একটা ফ্রেম দিয়ে যেন বাঁধানো চেহারাটা।

বারের আরেক প্রান্তে ঘটছে অপ্রীতিকর ঘটনাটা। হৈ-হল্লা হচ্ছে। গেরিটি সঙ্গীদের নিয়ে মেতে আছে খেলায়, অন্য কোনদিকে তার খেয়াল নেই। এটা তার নিজের এলাকা, বহিরাগত কোন লাট সাহেব এখানে উপস্থিত থাক বা না থাক, সে গ্রাহ্য করে না।

ভারী বুটের আওয়াজ তুলে বারে ঢুকল এই সময় একজন লোক। দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল, সরু করে ছাঁটা গোঁফ। পরনে কালো ইউনিফর্ম, বুকে আর কাঁধে লাগানো ইউ. এস. মার্শালের ব্যাজ। হাতে একটা ব্রীফকেস। রিভ্র সিটির মার্শাল লোকটা, জন ডেভিড।

বারের দু'দিকে তাকিয়ে বেখাপ্পা পরিবেশটা দেখে নিল মার্শাল। গেরিটিকে দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল সামান্য। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, সোজা এগোল সে কর্নেলের দিকে।

চামচ ভরা সুপ ঠোঁটের কাছে তুলেছেন কর্নেল, বুট জুতোর আওয়াজ পাশে এসে থামল। ঘাড় ফেরালেন, চামচটা বাড়ি খেল গোঁফের সাথে। পাশে

বসা মেয়েটার মাথায় গরুর গাড়ির চাকার সাইজের ব্রিম হ্যাটটা নড়ে উঠল বেয়াড়া ভাবে।

মার্শালের আপাদমস্তক দেখলেন কর্নেল।

লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিল মার্শাল, 'মার্শাল, জন ডেভিড।'

প্রশস্ত থাবা মেলে দিয়ে মার্শালের হাতটা ধরলেন কর্নেল, 'খুশি হলাম। আপনার জন্যে একটা এনভেলাপ আছে আমার কাছে।'

মার্শালের পাঁজরে ঠেকে আছে মেয়েটার ব্রিম হ্যাটের কিনারা, একটু চাপ বা ধাক্কা লাগলেই মাথা থেকে স্থানচ্যুত হবার আশঙ্কা। দেহটাকে বাঁকা করে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করছে মার্শাল। কিন্তু কর্নেল তার হাত ছাড়ছেন না। ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন তিনি মার্শালের দু'কোমরে দুটো পিস্তলের দিকে। তারপর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হাতের ব্রীফকেসটার উপর।

হাসল মার্শাল। 'খবর না দিলেও আসতাম। আপনাদের সাথে আমিও যাচ্ছি ফোর্ট হ্যাঙ্কোতে।'

মার্শালের হাত ছেড়ে দিলেন কর্নেল। ধারাল গলায় জানতে চাইলেন, 'জানা আছে আপনার ফোর্ট হ্যাঙ্কোতে কেন যাচ্ছি আমি?'

সিধে হয়ে দাঁড়াল মার্শাল। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যুবটা। সুন্দরী মেয়েটার ব্রিম হ্যাটের কিনারা এখন আর ঠেকে নেই পাঁজরে। চট করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

ছোট্ট একটা ভূমিকা করার সুযোগটা ছাড়ল না মার্শাল, 'এই রেল রাস্তাটার ওপর কুখ্যাত সিম্পসন খুন আর রাহাজানির মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। বন্দুক আর মদ বিক্রি করছে সে পিউটী ইন্ডিয়ানদের কাছে। নরক একেবারে গুলজার। সে এখন ফোর্ট হ্যাঙ্কোতে বন্দী, খবর পেয়েছি। আপনি ফোর্ট হ্যাঙ্কোর জন্যে রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে যাচ্ছেন। আমি যাচ্ছি সিম্পসনকে বেঁধে নিয়ে আসতে।'

'হুঁ।' একটুও উৎসাহিত হলেন না কর্নেল। চেয়ারে পিঠ দিয়ে পা দুটো টেবিলের নিচে লম্বা করে দিলেন। ডান হাতটা ট্রাউজারের পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। মট মট করে আওয়াজ তুলে ফুটল কোমরের হাড়, বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন ক'বার। হাঁপিয়ে সংগ্রাম করে পকেট থেকে বের করলেন একটা সীল করা এনভেলাপ। 'কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছে এটা, আপনাকে দেয়ার জন্যে।'

হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নিল মার্শাল। এরকম এনভেলাপ মাঝেমধ্যেই দায়িত্বশীল কারও মাধ্যমে পাঠানো হয় তার কাছে, ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। সীল ভেঙে খুলল সে এনভেলাপটা। এক গাদা কাগজ-পত্র, ফটোগ্রাফ ও নিউজপেপার কাটিং ভিতরে। WANTED হেডিং যুক্ত নোটিশ সব। দ্রুত প্রত্যেকটায় একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে এনভেলাপে ভরে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সেটা মার্শাল।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' কর্নেল তার ডান পাশে বসা সুঠাম দেহের অধিকারী ভারিক্কি চেহারার লোকটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ইনি নেভাডার

গভর্নর।' বাঁ পাশে বসেছে যুবতী মেয়েটি। 'এ আমার বন্ধু আশরাফ চৌধুরীর মেয়ে, স্বাতী চৌধুরী।' পাদরীর পোশাক পরা গোবেচারা টাইপের লোকটা বসে আছে কর্নেলের পাশের টেবিলে। 'ইনি রেভারেন্ড জোসেফ কানাহান।' ওই টেবিলেই রেভারেন্ডের পাশে বসে আছে হাসিখুশি চেহারার আর এক লোক। কর্নেল বললেন, 'হাসিটা দেখছেন ওর? ওই হাসি দেখেই কি ধরে নেয়া যায় না ও একজন ডাক্তার? ডা. মলিনেক্স।' ডা. মলিনেক্সের পাশে বসা লোকটা স্মার্ট! মুচকি মুচকি হাসছে মার্শালের দিকে চেয়ে। 'চেনো নাকি মার্শালকে, জোনাথন?'

'এক মিনিট,' বলল মার্শাল, 'মনে পড়ছে সম্ভবত, রাতুসা ক্যাম্পে তুমি না লেফটেন্যান্ট ছিলে, জোনাথন?'

'কিন্তু এখন মেজর জোনাথন। ধীরে হলেও প্রমোশন পায় লোকে।' হাসিটা বিস্তৃত হলো মেজরের। 'রাতুসা ক্যাম্পে তুমিও তো সার্জেন্ট ছিলে, জন ডেভিড। কিন্তু এখন মিস্টার সিটির মার্শাল।'

ঠিক সেই সময় বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল গেরিটি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে চেয়ারটা। মানুষ নয়, প্রকাণ্ড একটা গরিলা যেন। বুনো জন্তুর মত দেখাচ্ছে তাকে। কফরের চামড়ার প্যান্ট আর জ্যাকেট পরনে। ডান হাতটা পৌঁছে গেছে কোমরে ঝোলানো কোল্টের বাঁটে। বাম হাত দিয়ে টেবিলের কাছে চেপে ধরে রেখেছে মুখোমুখি বসা লোকটার কব্জি।

কোণাটায় আলো কম বলে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল। ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি উঁচু কলারওয়ালা কোট গায়ে, কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো স্টেটসন ক্যাপ।

মুখ ভর্তি লাল দাড়ি নেড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে গেরিটি বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, ধরা পড়ে গেছ বাপ। খুড়বো এখন তোকে।'

নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মার্শাল। দৃঢ় পায়ে এগোল ভিড়টার দিকে। 'কি হলো, গেরিটি?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল গেরিটি। রক্তচক্ষু স্থির হয়ে রইল মার্শালের মুখের ওপর কয় সেকেন্ড। তারপর বলল, 'আপনি এখানে? তা ভালই হলো, মার্শাল। একটা পুচকে চোরকে পাকড়াও করেছি।'

'চোর?' গেরিটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল মার্শাল। 'নাকি ভাল খেলে? কিছু টাকা জিতে নিয়েছে বুঝি তোমার কাছ থেকে?'

বীভৎস, ভয়ংকর হাসি ফুটল গেরিটির মুখে। 'খেলে ভাল তা স্বীকার করতেই হবে, এ খেলায় জোচ্চুরিটাই ভাল খেলার লক্ষণ!'

কব্জি মুক্ত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে লোকটা। গেরিটির একজন সহকারী চেপে ধরে রেখেছে তার গর্দান। কব্জিতে চাপ দিয়ে লোকটার হাতের তালু ঘুরিয়ে আনল গেরিটি। কয়েকটা তাস দেখা গেল সেখানে। চমৎকার কৌশলে আটকে রেখেছে। সবচেয়ে ওপরেরটা হরতনের টেক্কা।

এক পা এগিয়ে টেবিলের ওপর থেকে বাকি তাসগুলো তুলে নিল

মার্শাল। উল্টো করা ছিল, চিৎ করে দিল সবগুলো। তর্জনী দিয়ে এলোমেলো করে দিতেই বেরিয়ে পড়ল ওগুলোর মধ্যে থেকে আর একটা হরতনের টেক্কা।

দুটো হরতনের টেক্কা উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করল মার্শাল। দুটোরই পেছন দিকে প্রায় অস্পষ্ট একধরনের চিহ্ন রয়েছে। 'হুঁ। কি এগুলো?' তাস দুটো দেখিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল মার্শাল।

'পুরানো কায়দা,' বলল লোকটা। 'কেউ ঢুকিয়ে রেখেছে ওটাকে তাসগুলোর সাথে। এমন কেউ যে জানে আমার হাতে আছে টেক্কাটা।'

'হুঁ। নাম কি তোমার? কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।'

লোকটার তীক্ষ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি তিন সেকেন্ডের জন্যে স্থির হলো মার্শালের চোখের উপর। তারপর মুচকি হেসে বলল, 'নাম শুনে চিনবেন না। নতুন এসেছি, দেখেননি কোনদিন। রানা··আমার নাম মাসুদ রানা।'

অনেকটা আপন মনে মার্শাল বলল, 'চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে দেখেছি কোথাও। যাই হোক,' হাত পাতল মার্শাল, 'পিস্তলটা দাও।'

'নেই। ওসব জিনিস আমি সাথে রাখি না।'

'বিশ্বাস হয় না, সার্চ করব তোমাকে।'

অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে রানা বলল, 'দেখুন, অযথা ঝামেলা পছন্দ করি না আমি।'

বাড়ানো হাতটা ফট করে ঢুকিয়ে দিল মার্শাল রানার কোটের ডান দিকের পকেটে। আছে। তবে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নয়। হাতটা বের করতেই দেখা গেল সেখানে হরেক রকম সব তাসের টেক্কা।

'বাহ্!' মুচকি হাসল মার্শাল। 'কায়দাটা জানে এমন কেউ বুঝি এগুলো তোমার পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল?' মাসুদ রানার সামনে গাদ করে রাখা টাকাগুলো ঠেলে দিল মার্শাল গেরিট্রির দিকে।

কিন্তু গেরিট্রি সেদিকে তাকাল না। 'সব টাকা এখানে নেই, মার্শাল।'

'জানি আমি,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল মার্শাল, 'কিন্তু ওতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। খেলায় চুরি করা একটা ফেডারেল অফেন্স। কাজেই ওসবে আমি নাক গলাতে যাচ্ছি না। কিন্তু তুমি যদি বাড়াবাড়ি করো··'

'তার মানে আপনার সামনে ঝামেলা করি তা চাইছেন না, ঠিক আছে, ওকে নিয়ে বাইরেই যাচ্ছি।' গলায় খুশির আমেজ গেরিট্রির। তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সহকারী রানার গর্দানে তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল।

রানার উদ্দেশে বুড়ো আঙুল বাঁকা করে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল গেরিট্রি।

একচুল নড়ল না রানা। আবার অস্থির ভঙ্গিতে আঙুল নেড়ে হুকুম করল গেরিট্রি। অসম্মতি জানাল রানা মাথা নেড়ে। আচমকা প্রচণ্ড এক চড় কষাল গেরিট্রি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রানার গালে। একটু নুয়ে ডান হাতের কনুই দিয়ে গুঁতো মারল নাকের পাশে। রানার ঠোঁটের কোণ থেকে সরু একটা রক্তের ধারা বেরিয়ে এল সাথে সাথে।

গর্জে উঠল গেরিট্টি, 'বেরো, শালা।'

'আগেই বলেছি,' অদ্ভুত শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল রানা, 'অযথা ঝামেলা আমি পছন্দ করি না।'

মুহূর্তে রক্ত চড়ে গেল গেরিট্টির মাথায়। রাগটা সামলাতে না পেরে দড়াম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানার বুকের ওপর। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা চেয়ারসহ মেঝেতে। খসে পড়ল মাথা থেকে হ্যাটটা। একটা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো সে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনেকেই ঘিরে দাঁড়াল দু'জনকে।

দূর থেকে ঘটনাটা দেখছেন কর্নেল। অসন্তোষের ছাপ চোখেমুখে।

হাস্যকর রকম অসহায় আর দুর্বল লাগছে মেঝের ওপর পড়ে থাকা রানাকে গেরিট্টির পাশে। নেংটি ইঁদুর যেন পড়ে গেছে সিংহের খপ্পরে। পরিণতিটা কি হবে জানা আছে সবার।

ফুঁসছে গেরিট্টি রানার নির্লিপ্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে। বাধা দিচ্ছে না কেন ব্যাটা? বাধা না পেলে মেরে সুখ আছে? বীর বিক্রমে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে রানার মাথার কাছে। ডান পা তুলল। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে নেমে এল পা'টা রানার মাথায়। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল দুর্বল চিত্তরা। কিন্তু যারা চোখ খোলা রেখেছিল তারা দেখল পলক পড়তে না পড়তে মাথা সরিয়ে নিয়ে নিজেকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে রানা। স্প্রীঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন সিধে হয়ে, সরে দাঁড়িয়েছে কয়েক হাত তফাতে।

'গেরিট্টি, বারণ করছি, অযথা ঝামেলা পছন্দ করি না আমি।'

ঝড়ের বেগে ছুটে এল গেরিট্টি। রানার দু'হাতের আওতায় পৌঁছেই হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিদ্যুৎ খেলে গেছে রানার শরীরে। ডান পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড বেগে নাভি বরাবর ও গেরিট্টির তলপেট লক্ষ্য করে। আর্তনাদ বেরুল গরিলার অন্তস্তল থেকে। দেখা গেল দু'হাতে পেট চেপে ধরে শিরদাঁড়া বাঁকা করে কুঁজো হয়ে পড়েছে গেরিট্টি। টলছে। সিধে হয়ে দাঁড়াবার জন্যে সময় দিল তাকে রানা। টলতে টলতে সিধে হলো গেরিট্টি। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই হাতের উল্টো পিঠের পাওনা চড়টা ফিরিয়ে দিল রানা গেরিট্টিকে। টাশ্‌ করে পিস্তলের আওয়াজ তুলল চড়টা। পরমুহূর্তে কনুই দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল গেরিট্টির বুকে, সেই সাথে পা বাড়িয়ে দিল ল্যাঙ মারার ভঙ্গিতে। দড়াম করে মেঝের উপর পড়ল তিনমণী বস্তা। মাথা ঠুকে গেল ভয়ানক ভাবে, চেষ্টা করেও উঠতে পারল না আর। অন্ধকার দেখছে সে চোখে।

একে একে সকলের দিকে তাকাল রানা। মার্শালের দিকে চেয়ে রইল আড়াই দশ সেকেন্ড। নিস্তব্ধ, দম বন্ধ করা পরিবেশ। তিন পা এগোল রানা। তারপর ঝুঁকে পড়ে সামনে থেকে তুলে নিল ক্যাপটা। তোবড়ানো ভাঁজগুলো হাত দিয়ে সিধে করল ধীরে ধীরে। তারপর ওটা মাথায় পরে নিয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

নড়ল না কেউ। কথা ফুটল না কারও মুখে। এই মুহূর্তে ঠিক কি যে করা

দমকায় বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। জুতোর উচ্চকিত শব্দ তুলে ধীরে সুস্থে চলে যাচ্ছে রানা। মার্শালের চোখ দুটো কুঁচকে উঠেছে, এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার পিছন দিকে। হঠাৎ কি মনে করে কোটের পকেটে ঢুকে গেল তার ডান হাত। তক্ষুণি বেরিয়ে এল হাতটা সীল ভাঙা এনভেলপটাসহ। ভিতর থেকে পেপার কাটিংগুলো বের করে দ্রুত দেখতে শুরু করল মার্শাল। WANTED লেখা নোটিশের নিচে ছাপা পাসপোর্ট সাইজের ছবি। হঠাৎ স্থির হলো চোখের দৃষ্টি একটা ছবির উপর।

'দাঁড়াও!' হুকুম করল মার্শাল বাজখাঁই গলায়।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, কানে আওয়াজ ঢুকতেই মুহূর্তে স্থির একটা মূর্তি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে।

ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানাকে মার্শাল। এতক্ষণে যেন লোকটার বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে বিঁধছে তার। দীর্ঘ, ঋজু একটা শরীর। চালচলনে স্মার্ট, সাবলীল। চোখের দৃষ্টিতে ড্যাম কেয়ার ভাব। নিজের চারপাশে আশ্চর্য একটা ভারী ও দুর্ভেদ্য আবহাওয়া সৃষ্টি করার অদ্ভুত গুণ আছে এই লোকের। অন্তর্ভেদী, নিষ্পলক চোখ, আত্মবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট। শিরদাঁড়া সোজা রেখে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে মার্শালের দিকে। যেন চোখের দৃষ্টি দিয়েই কাবু করে ফেলবে রিজ সিটির দোর্দণ্ড প্রতাপ মার্শাল জন ডেভিডকে।

কাটিংটার উপর চোখ ফিরিয়ে আনল মার্শাল। তারপর আবার তাকাল রানার দিকে। না, কোন ভুল হচ্ছে না।

দ্রুত পা বাড়াল মার্শাল। দাঁড়াল গিয়ে কর্নেল ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের কাছাকাছি, রানার কাছ থেকে তিন হাত দূরে।

'নামটা আবার বলো তো হে?'

'মাসুদ রানা।'

'নিবাস?'

'ইউনাইটেড স্টেটস।'

'আদি নিবাস?'

'ভারত।'

মিষ্টি একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর, আগ্রহে ভরপুর, জানতে চাইল মাঝখান থেকে, 'বাঙালি নাকি?' বাংলা ভাষায় করল সে প্রশ্নটা।

কর্নেলের পাশে বসা মেয়েটির দিকে চাইল রানা। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ওর মধ্যে, যেন বোঝেনি সে প্রশ্নটা।

মার্শালের ডান হাতটা ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে সামনে চলে এল কোমরের এক পাশ থেকে পিস্তলসহ। 'হ্যান্ডস আপ!' বাটীর দিকে তাকাল সে। 'আপনি বোধ হয় জানতে চাইছেন, ও বাঙালী কিনা, তাই না? না, বাঙালী নয় ও, ওর জন্ম কেরালায়।'

ঘটনাটা নাটকীয় মোড় নিয়েছে, উঠে দাঁড়িয়েছেন কর্নেল রুজভেল্ট। 'চেনেন তাহলে ওকে?'

রানার চোখে চোখ রেখে মার্শাল বলল, 'আরও আগেই চিনতে পারা উচিত ছিল।' পিস্তলটা একটুও নড়ল না রানার বুকের দিক থেকে।

ভারী দেহটা নিয়ে কর্নেল এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন মার্শালের পাশে। পিস্তলটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল মার্শাল। বাঁ হাতের কাটিংটা দেখাল। কম দামী ক্যামেরায় তোলা হলেও ছবিটা যে রানার তাতে সন্দেহ নেই। কপালে ঝুলে পড়া চুলের কয়েকটা গোছা তর্জনী দিয়ে সরিয়ে গ্রীবা উঁচু করে তাকালেন কর্নেল রানার দিকে। শ্যেন দৃষ্টি ফুটল চোখে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালেন মার্শালের দিকে। বললেন না কিছু। কানের নিচে ঢোকানো হাতের ছড়িটা চেপে ধরলেন শুধু।

পেপার কাটিংয়ে লেখা নোটিশটা পড়তে শুরু করল মার্শাল। 'বেআইনী জুয়া খেলা, চুরি, জালিয়াতি, খুন আর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের জন্যে খোঁজা হচ্ছে।'

মেজর জোনাথন তিক্ত মন্তব্য করল, 'কেন যে এই এশিয়ানগুলোকে জায়গা দেয় সরকার—দেশটাকে নরক করে ছাড়ল এরাই।'

মার্শাল পড়তে শুরু করল আবার। 'জয়ন্ত সিং ওরফে মিরানা ঘুনচী ওরফে আফতাব মির্জা আর এখন মাসুদ রানা। আর ক'টা ওরফে আছে হে তোমার?' ঘুরে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকাল মার্শাল। 'নেভাডা ইউনিভার্সিটিতে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের লেকচারার ছিলে তুমি, তাই না?'

'ইউনিভার্সিটি!' স্পষ্ট বিস্ময় প্রকাশ পেল কর্নেলের কণ্ঠস্বরে। 'হতচ্ছাড়া এই পাথুরে এলাকায় ইউনিভার্সিটিও আছে নাকি আবার?'

'উন্নতির হাওয়া লেগেছে এদিকেও একটু একটু।' বলেই পড়তে শুরু করল আবার মার্শাল কাটিংটা। 'ইউনিভার্সিটির চত্বরে আন্দোলন পাকানোর জন্যে ওকে বরখাস্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল, তার আগেই ফাণ্ড থেকে মোটা অঙ্কের টাকা চুরি করে হাওয়া হয়ে যায় এক দিন। ফাঁদে পড়ে রেলক্রসিংয়ের কাছে এক লোহালক্কড়ের দোকানে। কেরোসিনের ড্রাম উপুড় করে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় স্টোরে। গোলমালের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করে। ওকে দেখতে পেয়ে বাধা দিয়েছিল যারা, মোট সাতজন, খুন হয়ে যায় সবাই ওর হাতে।' মুহূর্ত থেমে রানাকে দেখে নিয়ে আবার পড়ে গেল মার্শাল। 'এরপর ওর খোঁজ পাওয়া যায় শার্পের রেলরোড রিপেয়ার শপে। ঘেরাও করা হয়। কিন্তু ওয়াগন ভর্তি এক্সপ্লোসিভে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এলাকাটা ধ্বংস করে দেয়। পালিয়ে যায় সেখান থেকেও। সেই শেষ, এরপর আর টিকিটিও দেখা যায়নি কোথাও ওর।'

ভাঙা নড়বড়ে গলায় মার্শালের পিছন থেকে কথা বলে উঠল গেরিটি। 'এই সেই লোক, রেল ক্রসিংয়ের দোকান পুড়িয়েছিল?' এখনও তলপেট খামচে ধরে আছে গেরিটি, কোন মতে উঠে এসেছে এইমাত্র।

'হ্যাঁ,' বলল মার্শাল, 'গেরিটি, আজ তোমার ভাগ্য ভাল যে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। তা না হলে ও তোমাকে কয়েক হাজার ফড়িংয়ে রূপান্তরিত করে চারদিকের দেয়ালে গেঁথে ফেলত।' কর্নেলের দিকে তাকাল মার্শাল।

'কেমন বুঝলেন, কর্নেল রুজভেল্ট?'

'ওর ফাঁসি হওয়া উচিত!' মিলিটারিসুলভ সোজা-সাপটা রায় দিলেন কর্নেল।

'সবটা তো এখনও পড়িনি,' বলল মার্শান। 'নোটিশটা অনেক বড়।' একটা প্যারাগ্রাফের উপর কড়ে আঙুল রাখল সে। 'শার্পের এমপ্লোসিভ ওয়াগনটা যাচ্ছিল সেক্রেমেনটোতে, ক্যালিফোর্নিয়ায়। ইউ.এস. আর্মি অর্ডন্যান্স ডিপোর সম্পত্তি ছিল ওটা।'

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো কর্নেলের মধ্যে। কোমরের বাতের ব্যথা ভুলে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ছড়িটা বগল থেকে নামিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারলেন নিজের পায়ে, তারপর সেটা মানার দিকে তুললেন সবেগে। 'আমি গ্রেফতার করছি ওকে! মিলিটারি কোর্টে বিচার হবে ওর!' মার্শানের দিকে তাকালেন। 'আপনার কিছু বলবার আছে?'

'না না! বলবার কি থাকতে পারে! আর্মির একজন অফিসার ওকে মুঠোয় পেয়ে ছাড়তে চাইবেন না, এ তো জানা কথা!'

'কিন্তু মার্শান, হেডকোয়ার্টারে ওকে পাঠাব কিভাবে এখন?'

মার্শাল মাথা দোলান, 'তাই তো, একটা সমস্যাই বটে।'

মার্শান থামতেই কর্নেল বিরক্তির সাথে বললেন, 'কি আশ্চর্য! এটাকে আবার সমস্যার রূপ দিতে চাইছেন কেন? ওকে আমরা সাথে করে নিয়ে যাব ফোর্ট হ্যান্ডেলে।' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন তিনি দৃঢ় কণ্ঠে। 'ওখান থেকে যারা ফিরে আসবে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেব হেডকোয়ার্টারে।'

মার্শান তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান, 'হ্যাঁ, তাই করলেই হবে।'

'কিন্তু!' কর্নেল দু'কোমরে হাত রেখে মুখ বিকৃত করলেন। হঠাৎ উত্তেজনাবশত বেকায়দা ভাবে নড়াচড়া করায় কোমরের ব্যথাটা চেগিয়ে উঠেছে তাঁর। 'চোর-ছ্যাঁচড়দের বন্দী করে রাখার কলা-কৌশল জানা নেই আমাদের, মার্শান। আমাদের কাজকর্ম হচ্ছে—ধরো তক্তা মারো পেরেক। আপনি যখন সাথে যাচ্ছেন, ওকে সামাল দিয়ে রাখার দায়িত্বটা আপনাকেই নিতে হবে।'

একগাল হাসল মার্শান। 'সে আর বলতে! ঠিক ধরেছেন, এই কাজেই তো হাত পাকিয়েছি গত পাঁচটা বছর।' ফেটে পড়ার হাত থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলেন কর্নেল। 'সব জায়গায়?' পুরোপুরি অবিশ্বাস তাঁর কণ্ঠে। 'সব জায়গায় খুঁজে দেখেছ তুমি?'

অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট নিকোলাস। এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামছে সে, 'ইয়েস, স্যার।'

'এ হতেই পারে না,' গর্জে উঠলেন কর্নেল। 'দু'দুজন ইউ.এস. সি-র অফিসার পালের ভেড়া নাকি যে হারিয়ে যাবে, আর কেউ তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না?'

'সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, স্যার। কেউ দেখেনি ওদের।' গোটা

এলাকাটা...'

'অসম্ভব।' ছড়ি দিয়ে নিজের হাতের তালুতে কষে বাড়ি মারলেন কর্নেল। সাথে সাথেই গাল কুঁচকালেন ব্যথায়।

কর্নেলের চোখে চোখ রেখেছে সার্জেন্ট অতি কষ্টে। গলা কেঁপে গেল তার। 'গোটা এলাকায় কোথাও ওরা নেই, স্যার।'

সামনে এগিয়ে এল মার্শাল। 'অনুমতি দিলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি, কর্নেল। পঁচিশ ত্রিশ জন লোককে নামিয়ে দিই; শহরের প্রত্যেকটি গলি ঘুপচি চেনে ওরা।'

ঝট্ করে তাকালেন কর্নেল মার্শালের দিকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ধমক খাবার ভয়ে পিছিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে মার্শাল।

আর্মিকে সাহায্য করতে চাইছে সিভিল ফোর্সের একজন মার্শাল। ভাবতেই পারছেন না কর্নেল। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন, 'দেখুন চেষ্টা করে। যাত্রার সময় বিশ মিনিট পিছিয়ে দিচ্ছি আমি। এর মধ্যে পাওয়া না গেলে ওদের ফেলেই রওনা হব আমরা।'

পাশে দাঁড়ানো হাত বাঁধা মাসুদ রানার বুকের দিকে আঙুল তুলল মার্শাল। 'আসামীটাকে ট্রেনে তোলার ব্যবস্থা করুন আপনি। ততক্ষণ আমি দেখছি কি করা যায়। এর ব্যাপারে কিন্তু খুব সাবধান...চার পাঁচজন গার্ড থাকা দরকার...'

'মাত্র চার পাঁচজন কি পারবে ওকে সামলাতে?'

মার্শাল বলল, 'পুরো ট্রেনের সবাই মিলে ওকে সামলাতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে, কি জানেন, স্যার, খবরের কাগজের লোকেরা ছোট্ট একটা ব্যাপারকে যে রঙ মাখিয়ে এত বড় করে তোলেনি তাই বা বুঝব কিভাবে? তবু, সাবধানের মার নেই। কড়া পাহারায় রাখতে হবে ওকে।'

সার্জেন্ট নিকোলাসের দিকে তাকালেন কর্নেল। এই তাকানোটাই হুকুম। গট গট করে এগিয়ে গেলেন তিনি প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ইঞ্জিনের দিকে। ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে ইঞ্জিনটা আকাশের দিকে।

'কোন হদিস পেলেন, স্যার?' মাথা বের করে সবিনয়ে জানতে চাইল ড্রাইভার।

'নাহ্।'

'স্টীম কি পুরোপুরি চালু রাখব, স্যার?'

'না রাখার কারণ?'

'না...মানে, বলছিলাম কি স্যার, ক্যাপ্টেন আর লেফটেন্যান্টকে রেখেই কি আমরা রওনা হব?'

'পনেরো মিনিট দেখব আর। এর মধ্যে না ফিরলে ওদের ফেলেই যেতে হবে। পরের ট্রেন ধরতে পারবে ওরা পনেরো বিশ দিন পর।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা দিলেন কর্নেল রেকভ্যানের দিকে। ট্রেনের গা ঘেঁষে হাঁটছেন, ছড়িটা দিয়ে মৃদু ঘা মারছেন হাতের তালুতে।

ইঞ্জিনের দিক থেকে প্রথম কোচটার এক তৃতীয়াংশ জায়গা অফিসারদের

বসবার জন্যে। মাঝের অংশটুকু দু'ভাগে বিভক্ত, গভর্নর আর স্ত্রীর বেডরুম। শেষভাগটা অফিসারদের ডাইনিংরুম। দ্বিতীয় কামরার একটা অংশ কিচেন আর বাকিটা অফিসারদের বেড। কিচেনেই ঘুমায় স্টুয়ার্ড হেনরী আর কুক রোলো। তৃতীয় কোচটা সাপ্লাই ওয়াগন। চতুর্থ আর পঞ্চমটা ঘোড়ার বগী। ছ'নম্বর কোচটার চার ভাগের এক ভাগ রাখা হয়েছে সিপাইদের রান্না-বান্নার জন্যে। অবশিষ্ট এবং সপ্তম কোচটায় ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা। পুরো গাড়িটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন কর্নেল। তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন সব কিছু। পিছনে হাসির শব্দ হতেই ফিরে তাকালেন চট্ করে।

সাড়ম্বর সতর্কতার সাথে মানাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে সার্জেন্ট নিকোলাস। দড়ির একটা প্রান্ত সার্জেন্টের হাতে ধরা। অন্য প্রান্ত ছাগলের গলায় পরানোর মত করে মানার গলায় বাঁধা। হাত দুটো বাঁধা রয়েছে পিছমোড়া করে। হাস্যকর ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে মানা সার্জেন্টের পিছু পিছু। ওদেরকে ঘিরে ধরে এগোচ্ছে কৌতুকপ্রিয় কয়েকজন সিপাই। হাসছে তারা মানার দুর্দশা উপভোগ করে। কিন্তু মানা পুরোপুরি নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি, হাসির কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে এর মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ড ধরে দৃশ্যটা দেখলেন কর্নেল। মুচকি হেসে এগিয়ে গেলেন ব্রেকভ্যানের দরজার দিকে।

খানিকপর ব্রেকম্যান টমাস রিচার্ডের সাথে কথা বলে ট্রেন থেকে নামতেই কর্নেল মুখোমুখি হলেন মার্শালের। 'ইজ দেয়ার এনি নিউজ?'

'দুঃখিত, কর্নেল। অন্তত রিজ সিটিতে নেই ওরা।' মার্শালকে ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে।

মনে মনে খুশি হলেন কর্নেল ক্লডভেন্ট। সিভিল ফোর্সের কাছে মাথা নত করতে হয়নি, যা হোক।

'কোর্টমার্শাল করব আমি ওদের। বরখাস্ত করব চাকরি থেকে।'

সশব্দে পা ঠুকলেন কর্নেল শক্ত প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে। বেকায়দা অবস্থায় পা পড়ায় ব্যথা পেলেন গোড়ালিতে, ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। 'অবশ্য কাজের লোক ছিল—সবচেয়ে করিৎকর্মা অফিসার ছিল ওই দুজনই। যাকগে, চলুন, মার্শাল, আর দেরি করা যায় না, সময় হয়ে গেছে রওনা দেবার।'

এগিয়ে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ল মার্শাল। পিছনে ফিরে তাকালেন কর্নেল। সৈনিকরা উঠে পড়েছে সবাই। ঘোড়ার ওয়াগনের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সব ঠিকঠাক।

ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে তাকালেন কর্নেল। মাথা বের করে এদিকেই চেয়ে আছে ক্রিস্টোফার। হাত নেড়ে নির্দেশ দিলেন তাকে কর্নেল। ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ড্রাইভারের মাথাটা। স্টীম রেগুলেটার খোলার দরুন পরমুহূর্তে শোনা গেল স্টীম উদ্গিরণের চাপা হিস্ হিস্। গড়াতে শুরু করল চাকাগুলো। ক্যাচ-ক্যাচ, ক্যাচ—কুউউ—ঝিক-ঝিক, ঝিক-ঝিক, ঝিক-ঝিক...

ট্রেনের পাশে পাশে কয়েক কদম হাঁটলেন কর্নেল, তারপর উঠে

পড়লেন।

ক্রমশ গতি বাড়তে লাগল ট্রেনের। কুউউ…

দুই

সাঁই সাঁই বাতাসের শব্দ আর একটানা চাকার ঘড়ঘড়ানিতে হারিয়ে গেছে ইঞ্জিনের হুস হুস। বন্ধ শার্সিতে অবিরাম হামলা চালাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। শেষ হয়ে গেছে সমতল ভূমি, ট্রেন এখন পুরোপুরি পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করেছে। সূর্যাস্ত দেখা যাচ্ছে না মেঘ আর পাহাড়ের আড়ালে। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বরফ, বরফ আর বরফ।

মনোরমভাবে সাজানো ড্রয়িংকোচে আরাম করে বসে আছে সবাই। প্রকাণ্ড দুটো হাতলওয়ালা আর্ম চেয়ারের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো সবুজ মখমলে মোড়া চেয়ার। জানালার এমব্রয়ডারী করা ভারী পর্দাগুলো সিল্কের দড়ি দিয়ে টাঙানো। নরম কার্পেটে পায়ের গোড়ালি অবধি ডুবে যায়। পালিশ করা ঝকঝকে মেহগনির টেবিলটার চারদিকে দাঁড় করানো আরও ক'টা চেয়ার। ডান পাশের লিকার কেবিনেটে পর্যাপ্ত মদের বোতল। গোটা কামরাটা সদ্যস্নাত আলোয় ম্লান করছে।

দু'জন বাদে সাতজনের হাতেই মদের গ্লাস। মার্শালের পাশে বাতী, তার হাতে মদের বদলে অরেঞ্জ-জুসের গ্লাস। আঁটো প্যান্ট আর জ্যাকেটের বদলে এখন পরেছে হলুদ শিফন, মাথায় চমৎকার খোঁপা। তবে দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে বাঁ হাতের প্রকাণ্ড ব্রেসলেটটা। কপালে মস্ত একটা টিপও পরেছে যত্ন করে। তার সামনে একটা কাউচে বসে আছেন কর্নেল। পাশে আর একটা কাউচ। তাতে গভর্নর জ্যাকসন। দুটো আর্ম চেয়ার দখল করে আছে ডা. মলিনেক্স আর মেজর জোনাথন। তৃতীয় চেয়ারটায় রেভারেন্ড জন কালাহান। হাতে এক গ্লাস পানি, চিনি মেশানো। কামরার একমাত্র লোক যার হাতে কোন গ্লাসই নেই—সে হলো রানা।

নাইট কমপার্টমেন্টের প্রবেশ পথের ঠিক মুখটায় অত্যন্ত বেকায়দা অবস্থায় পড়ে আছে ও। কারও খেয়াল নেই ওর দিকে। ও যে একটা মানুষ তা জোর করে, ইচ্ছা করে সবাই ভুলে আছে—একজন ছাড়া। বাতী মাঝে-মধ্যে, তাও যেন ভুলক্রমে, তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ঠোঁটের কাছে গ্লাস তুলল মার্শাল। 'কল্পনাও করিনি আর্মি অফিসাররা এমন বিলাসিতার মধ্যে ভ্রমণ করেন। আপনাদের সাথে যাবার সুযোগ পেয়ে সত্যি গর্ব অনুভব করছি।' বাতীর দিকে তাকান সে। 'কিন্তু ভার্জিনিয়া সিটি অত্যন্ত দুর্গম আর…খোলাখুলি বলাই ভাল…বিপজ্জনক জায়গা। ফোর্ট হাম্বোল্ডকে বিস্ফোরক পদার্থ বললেও কম বলা হয়। ওখানে আপনি কি মনে করে…?'

কুউউ!

স্বাতীর হয়ে উত্তর দিলেন কর্নেল রুসডেল্ট, ফোর্ট হাম্বোল্ডের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জনসনের বিশিষ্ট বন্ধু ওর বাবা আশরাফ চৌধুরী। আমারও বন্ধু। চৌধুরী এখন ফোর্ট হাম্বোল্ডে কর্নেল জনসনের আতিথ্যে আছে। বাবার সাথে দেখা করতে চাইল, তাই সাথে করে এনেছি স্বাতীকে।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে স্বাতী মার্শালের দিক থেকে। হোক মার্শাল, লোকটাকে পছন্দ হয়নি তার।

'তা গভর্নর, আপনি কি মনে করে...?'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল নেভাডার গভর্নর। সুঠাম দেহ, এক মাথা সাদা চুল, গোঁফ আর দাড়ি নিয়ে এই লোক ইউ.এস. সিনেটের জেনারেলের পদ অধিকার করে বসলেও বেমানান হবে না! 'ভিজিট দিতে যাচ্ছি ভার্জিনিয়া সিটিতে।' হাসছে গভর্নর। 'হাফ ইয়ার্লি ট্রিপ।'

গভর্নরের উল্টোদিকে বসা ডাক্তারের দিকে তাকান এবার মার্শাল।

কেউ কিছু বলার আগেই লোকটা কথা বলে উঠল। চওড়া শরীর, একটু বেঁটে, চেক স্যুট পরা হাসিখুশি চেহারা। 'ডাক্তার এডওয়ার্ড মলিনেরো, আপনার খেদমতে হাজির, মার্শাল।'

'নিশ্চয়ই ভার্জিনিয়া সিটিতে ঢুঁ মারতে যাচ্ছেন? ভাল, ভাল! একটাই কাজ সারাক্ষণ ধরে করার সুযোগ পাবেন আপনি ওখানে।'

'কি সেটা?' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকল ডাক্তার।

'ডেথ সার্টিফিকেট লেখার কাজ। এত বেশি লিখতে হবে যে আধ ঘণ্টাও বিশ্রাম পাবেন কিনা সন্দেহ। ভয় পাবেন না, চিকিৎসার পিছনে সময় নষ্ট করতে হবে না—স্বাভাবিক মৃত্যু একটাও পাবেন না আপনি ওখানে।'

হাসিখুশি ডাক্তারের চেহারা এতটুকু মলিন হলো না। 'কি জানেন, আসলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। ফোর্ট হাম্বোল্ডের ডাক্তারের অবস্থা আমার জানা আছে।' চেহারা হাসিখুশি হলেও, ভিতরে এই লোক যে কংক্রিটের মত শক্ত, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে একচুলও নড়ানো যায় না তা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যায়।

ডাক্তারের পাশে বসেছে রেভারেন্ড। খর্বকায়, ছোটখাট চেহারা। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়বার মত ঠোঁট নাড়ছে, কখনও চোখ বুজে থাকছে, কখনও চোখ মেলে অদ্ভুত মিষ্টি হাসছে। মার্শালের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জিভের ডগা দিয়ে, ঢোক গিলল একবার। নার্ভাস, গোবেচারা টাইপের লোক।

কর্নেল তার হয়ে কথা বললেন, 'ওর চাচাতো ভাই প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি। বড় রকমের একটা পদবী পেয়ে যাচ্ছে রেভারেন্ড শিগগিরই ভার্জিনিয়া সিটিতে।'

'তাই নাকি!' মার্শাল অবাক হলো, না ব্যঙ্গ করল বোঝা গেল না। 'কিন্তু উনি কি পিউটী ইন্ডিয়ানদের মাঝখানে টিকতে পারবেন? আমার তো ভরসা হয় না।'

আর একবার ঢোক গিলল রেভারেন্ড। 'শুনেছি সাদা চামড়া দেখামাত্র

নাকি খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠে ইণ্ডিয়ানরা, সত্যি নাকি?'

'কারেক্ট। হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট। তবে, একটু ভুল হয়েছে আপনার,' বলল মার্শাল। 'দেখা মাত্র খুন আগ্রকান করে না ওরা। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে, অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে প্রাণ কবচ করে।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না।

কিভাবে যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে পরিবেশটা এরই মধ্যে। গাঢ় নীরবতা সেই যে নামল, তা আর ভাঙার কোন লক্ষণ দেখা গেল না দীর্ঘক্ষণ।

এক কোণে শুধু জ্বলছে কর্ড কাঠের গনগনে লাল কয়লা। মারার মাথাটা ঝুঁকে এসেছে বুকের কাছাকাছি। চোখের পাতা দুটো মোড়া। ঘুমায়নি সম্ভবত ও, কারণ, ওই বেকায়দা অবস্থায় বসে কুম্ভকর্ণেরও ঘুমুতে পারার কথা নয়। গলা খাঁকারি দিয়ে স্টুয়ার্ড হেনরী একবার ঢুকল ভিতরে। গ্লাস আর বোতল নাড়াচাড়া করার শব্দ হলো খানিকক্ষণ, তারপর আবার থেকে সেই।

নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠতে বাডী রীতিমত চিৎকার করে জানতে চাইল, 'কর্নেল, ট্রেন এত জোরে ছুটছে কেন?'

'ইউ.এস. আর্মি ঢিলেমি পছন্দ করে না, মা। তাছাড়া এমনিতেই দু'দিন পিছিয়ে আছি আমরা।' পদশব্দ শুনে তাকালেন দরজার দিকে।

কামরায় দ্বিতীয়বার প্রবেশ করছে স্টুয়ার্ড। 'ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে, স্যার।'

গভর্নর বসল আগে, কিন্তু মহীরুহের মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্নেল ক্লডভেল্ট না বলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল আর সবাই। দুটো টেবিলে চারটে করে চেয়ার পাতা। চাকচিক্যের দিক থেকে ডাইনিংরুমটা ডে-সেলুনটার মতই। খানাপিনার আয়োজনেও বিলাসিতার কমতি নেই। কর্নেলের সাথে বসল বাডী, গভর্নর আর মেজর ফোনহেন। বাকি তিনজন অন্য টেবিলটায়।

সদাহাস্যময় ডাক্তারকে হঠাৎ কেন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মাথাটা নিচু, কারও দিকে খেয়াল নেই। ফোড়ন কাটল মার্শাল তার পাশ থেকে। 'ডাক্তারের আবার অসুখবিসুখ হলো নাকি?'

মুখ তুলল ডাক্তার মলিনেক্স। তাকাল এমনভাবে যেন মার্শালের কথা পরিষ্কার শুনতে পায়নি। কিন্তু কথা বলল এমন একটা বিষয়ে, যার সাথে প্রসঙ্গের কোন মিলই নেই। 'আমি আর রেভারেন্ড সুদূর ওহিয়ো থেকে আসছি, মার্শাল। ওখানেও আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।'

কালো হয়ে গেল মার্শালের মুখ। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। ডাক্তার কোটের বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে ঠোঁটের কোণা মুছছে, আসলে ওটা বাঁকা হাসি আড়াল করার চেষ্টা।

'আমার সম্পর্কে ভাল কিছু শুনেছেন, মনে হয় না,' বলল মার্শাল। 'লোকে খারাপ দিকটাই সব সময় তুলে ধরতে পছন্দ করে।'

ডাক্তার সবিনয়ে বলল, 'শান্তিরক্ষার জন্যে আপনি অসংখ্য মানুষ খুন করেছেন, কিন্তু সেগুলোকে বোধ হয় মার্ডার বলা চলে না, তাই না? এই

ইণ্ডিয়ানগুলো...'

'থামুন, ডাক্তার। খুন যে দু'একটা করিনি তা নয়। কিন্তু তার মধ্যে ইণ্ডিয়ান নেই একটাও। আসলে কি জানেন, খুনেও মানুষের বিতৃষ্ণা আসে। এখন ওসব আর ভাল লাগে না। একসময় আর্মি স্কাউট ছিলাম, ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধেও লেগেছি—তখনকার কথা ভুলে যেতে চাই। শান্তির জন্যে কাজ করতে চাই আমি এখন।'

ডাক্তার শব্দ করে হাসতে শুরু করল। মাথাটা হেলে পড়ল পিছনে। মার্শাল যেন মহা কৌতুককর কোন কথা বলেছে, হাসি থামতে চাইছে না তাই।

কটমট করে চাইল মার্শাল ডাক্তারের দিকে। মুখোমুখি বসা রেভারেণ্ড কালাহান বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, চিবুক ঠেকে আছে তার বুকের কাছে। আস্তে জাগছে অবস্থান পাদরী সাহেবের।

হাসি থামিয়ে ডাক্তার মার্শালের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'শান্তি চান? কোমরে তাহলে দুটো পিস্তল কেন আপনার?'

'ওহ্ হো।' মার্শাল সবজান্তার মত ভঙ্গি করল। 'বুঝেছি, এদুটো দেখেই ভয় আর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে আপনার।' অকারণ দোষারোপ, ডাক্তারের মধ্যে ভয় পাবার বা সন্দেহ করার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায়নি। 'আমার হাতে ধরা পড়ে যারা জেলে গিয়েছিল তাদের অনেকেই ছাড়া পেয়েছে—এই খবর পাবার পর দুটো পিস্তল সাথে না রেখে করি কি বলুন?' দু'কোমরের পিস্তলে আদর করে হাত বুলাতে লাগল মার্শাল।

ডাক্তার মনিনেস্ত্র মাথার পিছনটা চুলকে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মুখ তুলল রেভারেণ্ড কালাহান। পবিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। বলল, 'যাক এতদিনে সত্যিকার একজন শান্তিপ্রিয় লোক খুঁজে পেলাম তাহলে।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল ডাক্তার। হাত তুলে ফেলেছিল সে রেভারেণ্ডের কাঁধে চাপড় মারার জন্যে, কিন্তু সামলে নিল সময় থাকতে।

মার্শাল নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে। 'ব্যঙ্গ করছেন করুন। আপনারা জানেন কিনা জানি না, সরকারের কাছে আমি অনুমতি চেয়েছি আমাকে এই এলাকার ইণ্ডিয়ানদের এজেণ্ট বানিয়ে দেবার জন্যে। দেখা যাক কি উত্তর আসে। আমি চাই ওদের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছুতে।' কথার ফাঁকে ফাঁকে কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছে মার্শাল। 'একমাত্র আমাকেই এদিককার ইণ্ডিয়ানরা একটু যা বিশ্বাস করে। তাই বলছি, একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব মধ্যস্থতা করা। আপনি কি বলেন, কর্নেল?'

আলোচনার প্রসঙ্গ সম্পর্কে কোন রকম ধারণা না দিয়ে মতামত জানতে চাওয়াটা যে শালীনতা বিরুদ্ধ এই জ্ঞানটুকুও কি তোমার নেই—ঠিক এই প্রশ্নটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েও কর্নেল নিজেকে সংবরণ করলেন। বললেন, 'বাজে কথা বলা বন্ধ করা উচিত আমাদের। বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকছি এখন আমরা।'

মুখ শুকিয়ে গেল ডাক্তারের। 'বিপজ্জনক এলাকা মানে? পিউটীদের

এলাকা নাকি?'

'হ্যাঁ,' মার্শাল তির্যক দৃষ্টি হানল ডাক্তারের দিকে। 'ওরা বিপজ্জনক হিসেবেই পরিচিত বটে।'

ডাক্তার হাসতে আরম্ভ করল। 'আপনি যখন আমাদের সাথে রয়েছেন, চিন্তার কিছু নেই নিশ্চয়ই? ওরা আপনাকে বিশ্বাস করে শুনেছি।'

'একটু,' মার্শাল নখের উপর সিগারেট ঠুকে ঠোঁটে তুলল সেটা। 'পুরোপুরি বিশ্বাস করে তা কি দাবি করেছি?'

'চিন্তার কথা তাহলে!' কথাটা বলল বটে, কিন্তু এতটুকু চিন্তিত দেখাল না ডাক্তারকে। অভ্যাসবশত পা নাচাতে লাগল সে।

সেলুনে ফিরে এসে বসল আবার সবাই। বাতি সার্ভ করল হেনরী। জানালাগুলো বন্ধ করে ফিরে গেল সে। কামরার সবুজাভ আলোর সাথে যোগ দিয়েছে কয়লার লাল আভা। গাঢ়, থমথমে হয়ে উঠেছে পরিবেশটা। তাপমাত্রা উঠে এসেছে আশি ডিগ্রিতে।

একটা কনুইয়ের ওপর প্রায় সম্পূর্ণ দেহটা চাপিয়ে উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়ে আছে রানা। চোখ দুটো আধবোজা: আগের চেয়ে আরও বিদঘুটে রূপ ধারণ করেছে ওর অবস্থা।

রেভারেন্ডের সাথে নিচু গলায় কথা বলছিল ডাক্তার। মার্শালের সাথে চোখাচোখি হতেই শিরদাঁড়া সোজা করে বসল, তাকাল কর্নেলের দিকে অনুমতির দৃষ্টিতে, 'বহুত খাটাখাটনি আছে কাল। কর্নেল, যদি কিছু মনে না করেন...'

এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ কাত হলো কর্নেলের মাথা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

'কিসের আবার খাটাখাটনি ডাক্তারসাহেব?' বাতী জানতে চাইল কর্নেলের পাশ থেকে।

হাসিটা লেগে আছে ডাক্তারের ঠোঁটে। 'মাত্র গতকালই তো বেশির ভাগ ওষুধপত্র তোলা হয়েছে ট্রেনে। ফোর্টে পৌঁছুবার আগেই সব ভাল করে গুছিয়ে নিতে হবে না?'

ডাক্তারের জবাবদিহি দেবার ভঙ্গি লক্ষ করে ভুরু কুঁচকে উঠল বাতীর। 'কি ব্যাপার, ডাক্তার? কি একটা রোগের কথা বলতে গিয়েও বললেন না আপনি। ফোর্টের খবর কি? রোগটা কি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে?'

হাসিটা দপ্ করে নিভে গেল ডাক্তারের ঠোঁট থেকে। বোকার মত তাকাল একবার সে কর্নেলের দিকে। হাত কচলাতে শুরু করল বাতীর দিকে চেয়ে। 'না, মানে...'

'ডাক্তার!'

শেষ ভরসাস্থল কর্নেল। সেদিকেই ফের তাকাল ডাক্তার। দেখাদেখি আর সবাইও।

প্রশান্ত মুখটা থমথম করছে কর্নেলের। চেহারার দিকে তাকিয়ে সাহস হলো না কারও কোন প্রশ্ন উচ্চারণ করতে। ধীরে ধীরে নিজেই মুখ তুললেন

কর্নেল। সরাসরি তাকালেন স্বাতীর দিকে। গাম্ভীর্যের রেখাগুলো মিলিয়ে গেল মুখ থেকে, স্নেহ ও সহানুভূতি ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। 'ফোর্ট হাম্বোল্ডে শুধু রিলিফ নিয়ে যাচ্ছে না এই ট্রেন। গত ক'দিনে ওখানে যারা মারা গেছে তাদের জায়গা দখল করতে যাচ্ছে সেনাবাহিনীর লোকেরা। ফোর্ট হাম্বোল্ডে কলেরা দেখা দিয়েছে মহামারী আকারে।'

'কলেরা!' আঁৎকে উঠল স্বাতী। 'বাবা···!'

এক হাত দিয়ে টেবিলের কিনারা চেপে ধরলেন কর্নেল, আরেক হাত রাখলেন কোমরের ক্ষতর ওপর, পায়ের উপর ভর দিয়ে দশাসই দেহটাকে অতি কষ্টে দাঁড় করালেন।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্বাতী, কর্নেল তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা হাত রাখলেন তার কাঁধে। 'ভয়ের কিছু নেই, মা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তোমার বাবা নিরাপদেই আছেন জানি।'

গভর্নর, ডাক্তার ও জোনাথন আগে থেকেই জানে ব্যাপারটা। চমকে উঠেছে রেভারেন্ড। চোখ কপালে উঠে গেছে তার। হতভম্ব দেখাচ্ছে মার্শাল ডেভিডকেও।

রেভারেন্ড প্রতিবাদের সুরে বলল, 'এটা অনুচিত।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন কর্নেল। চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

কুঁকড়ে গেল রেভারেন্ড। আমতা আমতা করে বলল, 'মানে বলছিলাম কি, ওইটুকুন একটা মেয়েকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহামারী এলাকায়, এটা ঠিক উচিত হচ্ছে না। এখনও যদি ফিরে যাওয়া যায়···'

'স্বাতীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াটা অনুচিত হচ্ছে তা আমি এই মুহূর্তে স্বীকার করতে রাজি নই,' ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বললেন কর্নেল, গম গম করতে লাগল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'কাজটা ভুল হয়েছে কিনা তা আমি পরে ভেবেচিন্তে দেখব। কিন্তু দয়া করে কেউ প্রলাপ বকবেন না। আমি সামনে এগুচ্ছি ব্যাক করার জন্যে নয়। তাছাড়া এত ভয় পাবার কি আছে? ডাক্তার এলাকাটাকে রোগ-মুক্ত ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমরা এই ট্রেন থেকে নামব না। ফোর্ট হাম্বোল্ডের মত এই ট্রেনও একটা নিরাপদ দুর্গ, পুরো একমাস কাটাতে পারব আমরা এর মধ্যে।'

কর্নেল থামতেই মার্শাল ফুট কাটল, 'কিন্তু, ডাক্তার তো রুগীদের চিকিৎসা করার জন্যে নেমে যাবেন। তিনিই যদি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন তোলেন, কি হবে আমাদের দশা?'

ডাক্তার তাকান স্বাতীর দিকে। অভয় দিয়ে বলল, 'মার্শালের কথায় ভয় পেয়ো না, স্বাতী, কলেরা আমার কিছু করতে পারবে না। কলেরায় একবার আক্রান্ত হয়ে কলেরা-প্রুফ হয়ে গেছি আমি, আর কখনও ধরবে না রোগটা আমাকে।'

হাস্যকর বেকায়দা অবস্থা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করল রানা, 'কোথায় রোগটা ধরেছিল আপনাকে, ডাক্তার?'

চমকে উঠে ঘাড় ফেরান সবাই ওর দিকে।

উঠে দাঁড়াতে গেল মার্শাল চোখমুখ লাল করে, হাত নেড়ে নিষেধ করল তাকে ডাক্তার। 'ভারতে। রোগটা সম্পর্কে ওখানেই জ্ঞানার্জন করি আমি,' বেশ গর্বের সাথে, সহাস্যে বলল ডাক্তার। 'কেন?'

'এমনি। জ্ঞানার্জন করেন, না? কবে?'

স্তম্ভিত সবাই রানার ব্যঙ্গ করার স্পর্ধা দেখে।

হাসিটা ধরে রাখতে পারল না ডাক্তার মুখে। অপ্রতিভ দেখাচ্ছে তাকে। 'আট দশ বছর আগে। কিন্তু কেন?'

'আপনি আমার ওয়ান্টেড নোটিশটা শুনেছেন। মেডিসিন সম্পর্কে অল্পবল্প জানি। সেজন্যেই কৌতূহল হচ্ছিল, আর কোন কারণ নেই।' কিন্তু রানার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখে কারও বুঝতে বাকি রইল না, ডাক্তারকে ডাক্তার বলেই মনে করছে না ও।

অবিশ্বাসের ও বিদ্রূপ দৃষ্টিতে রানাকে ক'সেকেন্ড দেখল ডাক্তার, কর্নেলের দিকে তাকাতে গিয়েও তাকান না, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোন দরজার দিকে।

পিছন থেকে মৃদু শব্দ হলো হাসির।

ডাক্তার অদৃশ্য হয়ে যেতে হাসিটাও অদৃশ্য হলো মার্শালের। 'ব্যাপার সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।' কপালে চিন্তার রেখা ফুটল তার। 'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ক'জন মারা গেছে, কর্নেল?'

কর্নেল অত্যন্ত নিচু গলায় লক্ষ্মী-মা, সোনা-মা ইত্যাদি বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মার্টাকে। মার্শালের প্রশ্ন তার কানেই যায়নি যেন।

উত্তর দিল মেজর জোনাথন, 'ছয় ঘণ্টা আগে শেষ খবর পেয়েছি। পনেরোজন নেই। হিসাবের ঘণ্টার পনেরোজন; পরবর্তী ছয় ঘণ্টায় আরও ক'জন কমেছে ধারণা করতে পারছি না। ডাক্তারের ধারণা, তিনভাগের দু'ভাগ কিংবা চারভাগের তিনভাগ অথবা এর কাছাকাছি কিছু সংখ্যক লোক বেঁচে নেই।'

মার্শাল বলল, 'ফোর্ট পাহারা দিতে সক্ষম লোকের সংখ্যা তাহলে দশ পনেরোজনের বেশি হবে না। চমৎকার একটা সুযোগ এটা দাওর জন্যে। সে যদি জানতে পারে...'

'দাও?' জানতে চাইল জোনাথন। 'কুখ্যাত রক্তখেকো সেই পিউটী-চীফ দাওর কথা বলছ?'

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল।

'দাওর খেতাঙ্গ বিতৃষ্ণার কথা সবাই জানে, বিশেষ করে ইউ.এস. সি-র লোকদের দু'চোখে দেখতে পারে না সে। কিন্তু সাময়িক ভাবে ফোর্ট অরক্ষিত হয়ে পড়লেই যে সে ওটাকে দখল করার জন্যে মেতে উঠবে, অত বড় বোকা সে নয় বলেই মনে করি আমি।' মেজর মাথা দোলাল এদিক ওদিক। 'আগপিছু চিন্তা করে দেখবে সে। তা যদি দেখে, ফোর্টের দিকে এক পা-ও বাড়াবে না এই অবস্থায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে দাও ভীতু। সে বুদ্ধিমান, এই

কথাই বোঝাতে চাইছি আমি।'

কর্নেল স্বাতীকে বসিয়ে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলেন। 'ভোর হোক, সর্বশেষ খবর জানার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'কিভাবে?' এক মিলিমিটার উপরে উঠল মার্শালের একদিকের ভুরু। 'তা কিভাবে সম্ভব?'

'ট্রেনে একটা পোর্টেবল ট্রান্সমিটার আছে। লাইনের পাশে টেলিগ্রাফের তারে ট্রান্সমিটারের তার ক্লিপ দিয়ে আটকে দিলেই হবে, পশ্চিমের শেষ দুর্গ, এমন কি ওগডেনের সাথেও যোগাযোগ করতে পারব আমরা এইভাবে।' স্বাতীর দিকে মুখ তুললেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আবার সে। 'স্বাতী!'

'আমি...আমি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছি, কর্নেল।' দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরাল স্বাতী, সরাসরি তাকাল মার্শালের দিকে। চিবুক নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল রানাকে। 'মার্শাল, ও কি সারারাত এখানে এ ভাবে পড়ে থাকবে, কিছু খাওয়া-দাওয়া করবে না?'

'বহুত বড় বজ্জাত ব্যাটা, একটু শাস্তি পাক না,' বলল মার্শাল। 'সকাল বেলা না হয় ওর বাঁধন কেটে দেয়া যাবে।'

'স-কা-লে!'

স্বাতীর কথায় কান না দিয়ে মার্শাল বলতে শুরু করল, 'সকালে এমন একটা ভয়ঙ্কর এলাকায় পৌঁছে যাব আমরা, পিউটদের ভয়ে আজরাইলও যেখানে সাহস পাবে না ট্রেন থেকে নামতে। বরফ আর পিউট, এই দুটো জিনিস ছাড়া খোদার দুনিয়ার আর কিছু নেই ওখানে। ট্রেন থেকে বদমাশটা নরকে যেতেও রাজি হবে, কিন্তু মুক্তি দিয়ে ওখানে নামিয়ে দিতে চাইলেও নামতে রাজি হবে না।'

'কিন্তু ওকে আপনি সারাটা রাত এখানে ফেলে রাখবেন এভাবে?' সবাইকে অবাক করে দিয়ে জবাবদিহি চেয়ে বসল স্বাতী। 'কেন?'

চেয়ে রইল মার্শাল স্বাতীর দিকে। শান্ত চোখে দেখছে।

কারও দিকে না তাকিয়েও অনুভব করছে স্বাতী, সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে। রানার মত একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের জন্যে বেশি দরদ দেখানো হয়ে যাচ্ছে তার।

মুচকি হাসি ফুটল মার্শালের ঠোঁটে। 'একটা কুকুরের ওপর এত কেন মায়া, মিস স্বাতী? ওর পরিচয় কি আপনি জানেন না?'

'জানি,' জোর দিয়ে বলল স্বাতী। 'আইনের চোখে ওর পরিচয় ও একটা মানুষ। আইনের লোক হয়ে আপনি আইনের মুখে চুনকালি দিচ্ছেন, মার্শাল।' নিজের উত্তেজনা অনুভব করে এবং উচ্চকিত গলা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল স্বাতী। কিন্তু যা একবার শুরু করেছে সে, তা শেষ না করে থামাও যায় না। 'আমি যতদূর জানি, ইউনাইটেড স্টেটস-এর আইন অত্যন্ত মানবিক। আদালতে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেয়া বা দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। মার্শাল, আপনি বেআইনী কাজ করছেন।' কথা শেষ করে রানার

দিকে একবার তাকাল রাতী, তারপর হাইহিলের শব্দ তুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

করতালিতে চারদিক মুখর করে তুলতে ইচ্ছা করলেও সুযোগ না থাকায় ইচ্ছাটাকে দমন করতে বাধ্য হলো রানা।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কোন কথা যোগাল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল জোনাথন, মুচকি হেসে বলল সে, 'বুঝতে পেরেছ তো, ডেভিড, আইন সম্পর্কে জ্ঞানদান করে গেল মেয়েটা তোমাকে? বলবার মত কিছু নেই তোমার, স্বভাবতই, তাই না?'

ঘাড় ফিরিয়ে মেজরের দিকে তাকাল মার্শাল। লম্বা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মদের বোতল ধরতে ধরতে কি বলল বিড় বিড় করে ঠিক বোঝা গেল না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার সাদা বরফে প্রতিফলিত হয়ে ফিকে হয়ে গেছে। দূরের বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ের চূড়াগুলো সাদা ভালুকের মত দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এক পাশে পাইনের বন, আরেক পাশে নদীটা। যদিও বরফে ঢাকা নদীটাকে চেনার যো নেই এখন। ধবধবে সাদা বরফের মোড়কে আবৃত পাইন গাছগুলোর উপর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসছে। ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়ের কোল বেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছে রিলিফ ট্রেন।

ডে-কম্পার্টমেন্টটা সবচেয়ে আরামদায়ক হলেও আরামটা উপভোগ করার মত অবস্থায় নেই রানা। দেহটা কাত হয়ে আছে ওর। রশিগুলো আরও চেপে বসেছে বডিতে। বেশ জোর দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে গেল একবার, তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরের শিরায় শিরায়। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার খায়েশ হলো না আর। ঘুমুতে যে চেষ্টা করবে, তারও উপায় নেই। তন্দ্রা মত এলে শরীরটা একটু হালকা হয়, সাথে সাথে তীব্র ব্যথায় কপাল পর্যন্ত চমকে ওঠে, কুঁচকে ওঠে মুখ।

ঘুম নেই আরও একজনের চোখে। বাঙ্কের নরম বিছানায় পা ঝুলিয়ে পিঠ খাড়া করে বসে আছে রাতী। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে অসহিষ্ণুভাবে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে দরজার দিকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল হঠাৎ। বাঙ্ক থেকে নামল গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে থামল।

দরজা খুলে প্যাসেজ-ওয়েতে বেরিয়ে এল রাতী। গভর্নরের কামরার দরজায় কান রাখতে ভিতর থেকে ভেসে এল নাসিকা গর্জনের একটানা আওয়াজ। পা বাড়াল নিশ্চিন্ত মনে।

ডে-কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে ভিতরে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ধরা পড়ে গেল রাতী। ঘাড় বাঁকা করে ওরই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানা। যেন জানত, আসবে রাতী। কষ্টের বিন্দুমাত্র নেই চেহারায়।

সঙ্কোচ বোধ করল রাতী। অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বোকার মত বলে ফেলল, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?'

'না-না! অসুবিধে কিসের, অসুবিধে হবে কেন?' মুচকি হেসে পরিষ্কার

কুউউ!

বাংলায় বলল রানা।

থতমত খেয়ে অবিশ্বাস ভরা চোখে চেয়ে রইল স্বাতী।

'আপনি বাঙালী?'

'এবং বাংলাদেশী,' বলল রানা। 'কিন্তু কথাটা বোলো না কাউকে। আমি জানি, নিষেধ করলে তুমি বলবে না কাউকে।'

'আপনার নিষেধ মানব ভাবছেন কেন?'

'তা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু ব্যাখ্যাটা শুনে ভীষণ লজ্জা পাবে তুমি,' বলল রানা হাসতে হাসতে। 'সে যাক। এত সাহস পেলে কোত্থেকে তুমি? মার্শাল যদি টের পায়...'

'পাক!' রাগ চাপল না স্বাতী। 'আমার কথা আপনাকে অত ভাবতে হবে না।'

'কি ভাবতে হবে তাহলে আমাকে?'

'কিছুই ভাবতে হবে না!' রানার উপরই চটে উঠল স্বাতী। 'এত দুর্ভোগের পরও তেজ দেখেছি এতটুকু কমেনি।'

'ভুল,' বলল রানা। 'এতই ভেঙে পড়েছি যে কান্নাকাটি করছিলাম এতক্ষণ। তবে এখন একটু আরাম বোধ করছি তা অস্বীকার করব না।'

'আরাম বোধ করছেন? এই জঘন্য অবস্থায় থেকেও?'

বলল রানা, 'হ্যাঁ—এই কথা ভেবে যে একজন অন্তত আছে যে আমার কষ্টের কথা ভেবে ঘুমুতে পারছে না।'

চমকে উঠল স্বাতী, প্রতিবাদ করল সাথে সাথে, 'মিথ্যে কথা! কে বলল আপনার জন্যে আমি ঘুমুতে পারছি না? জাস্ট মানবতার খাতিরে জানতে এসেছি...'

'ওই হলো।'

'মানে?' ফোঁস করে উঠল স্বাতী সাপের মত।

'মানে যাহা বাহান্ন তাহা তেপ্পান্ন আর কি,' বলল রানা। 'বাঙালী মেয়েদের শ্রদ্ধা করি আমি, স্নেহও এক ডিগ্রি বাড়ল সেটা। কিন্তু সে যাক। জাস্ট মানবতার খাতিরে দেখতে এসেছ—তারপর?'

চুপ করে রইল স্বাতী।

'মার্শালের ভয়ে গলা শুকিয়ে থাকলে কেটে পড়াই বরং ভাল।'

'মার্শালের কথা আমার এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে,' বলল স্বাতী। 'আপনার জন্যে কিছু করবার থাকলে বলুন আমাকে।' রানার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। দেখেও দেখল না স্বাতী। 'কিচেনে কিছু খাবার আছে এখনও।'

'দু'একদিন অভুক্ত থাকলে মানুষ মরে না। ধন্যবাদ!' গম্ভীর হলো রানা।

'ড্রিঙ্ক?'

খসে পড়ল গাম্ভীর্যের খোলস। 'কী অদ্ভুত শব্দ! মধুবর্ষণ করল যেন কানে।' বলল রানা। 'কিন্তু খাব কিভাবে? তুমি যদি যত্ন করে চামচ দিয়ে গলায় ঢেলে দিতে রাজি হও...'

'যন্ত্র শব্দটা প্রত্যাহার করুন।'

'কি?' ঠিক যেন বুঝতে পারল না রানা বার্তীর কথা।

'লাই পেয়ে মাথায় উঠুন তা আমি চাই না,' বলল বার্তী।

'সেক্ষেত্রে যন্ত্র না করে বাঁধনটা খুলে দেবে কি আমার?'

'তারপর হাত খোলা পেয়ে…!'

'তোমার অমন সুন্দর গলাটা পেঁচিয়ে ধরার লোভ সামলাতে পারব না, এই ভাবছ? বিশ্বাস করো, সে রকম ইচ্ছা আর আমার নেই। হাত দুটো দেখছ তুমি আমার?' কোনমতে পিঠ ঘুরিয়ে হাত দুটো দেখাল রানা বার্তীকে। নীল হয়ে গেছে বাঁধনের চারদিকের চামড়া। বেয়াড়াভাবে কেটে বসে গেছে মাংসের সাথে রশি। 'তোমার সাথে আমি একমত, মার্শাল বড় নিষ্ঠুর লোক।'

হাত দুটোর অবস্থা দেখে রাগে লাল হয়ে উঠেছে বার্তীর মুখ। কিন্তু রানার আচরণে বিস্ময়ের মাত্রাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার। 'আপনাকে কিন্তু সাধারণ চোরটোর মনে হয় না।'

'নইও তো সাধারণ!' বলল রানা, 'শোনোনি মার্শাল কি বলেছে আমার সম্পর্কে? খুনী, ডাকাত…'

'থামুন,' বলল বার্তী। 'বড্ড বেশি কথা বলেন আপনি। শুনুন, খুলে দিতে পারি রশি, কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা করুন যে…'

পাঁচ সেকেন্ড মাথা নিচু করে রাখল রানা। তারপর মাথা উঁচু করে বলল, 'অনেক কষ্টে অট্টহাসিটা দমন করলাম। এরপরও যদি হাস্যকর কোন কথা বলো, চেপে রাখতে না পেরে হেসে উঠব, সে-হাসির শব্দে মার্শাল পিস্তল উঁচিয়ে ছুটে এলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

'যাচ্ছে তাই!' বিরক্তির সাথে বলল বার্তী। 'মার্শালের ভয় কত দেখাবেন আর?' এগিয়ে এল সে।

এক মিনিটের মধ্যে বাঁধনমুক্ত করল রানাকে বার্তী। হাত দুটোর শিরায় রক্ত চলাচল চালু করার জন্যে ম্যাসেজ করতে হলো ঝাড়া চার মিনিট। এক গ্লাস হুইস্কি এনে দিল ওকে বার্তী। এক চুমুকে গ্লাসের অর্ধেকটা খালি করে ফেলল ও। টেবিলে সেটা নামিয়ে রেখে পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল নিজেই।

লাফ দিয়ে সরে গেল বার্তী। হাত মুঠিবদ্ধ করে দিশেহারার মত চাইল এদিক ওদিক। তারপর কি মনে করে সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। প্রায় তখুনি ফিরে এল সে। তখনও পায়ের বাঁধন খোলা হয়নি রানার। পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলতেই ও দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বার্তী, হাতে উদ্যত পিস্তল।

হাসি হাসি মুখটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার। 'কষ্ট করে ওটা আবার আনতে যাবার কি দরকার ছিল?'

'কর্নেল বলেছেন ইন্ডিয়ানরা যদি কখনও আমাকে ধরতে আসে…!' হঠাৎ থামল বার্তী, চেঁচিয়ে উঠল রাগে, 'তুমি একটা মিথ্যেবাদী! প্রতিজ্ঞা করোনি আমার কাছে যে…?'

'ওগা-বদমাশদের বিশ্বাস করার মত বোকামি কেউ করে?' পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ধরল স্বাতীর। টেনে এনে দাঁড় করাল একটা চেয়ারের কাছে। দু'হাত স্বাতীর কাঁধে রেখে চাপ দিয়ে বসাল তাকে চেয়ারটায়। নিজেও বসল মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

'শান্ত হও। পালাব না আমি। পা দুটোকে একটু আরাম দিচ্ছি শুধু। হাঁটুটা দেখতে চাও আমার?'

'না!' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল স্বাতী।

'সত্যি কথা বলতে কি, আমিও দেখাতে চাই না,' বলল রানা। 'তোমার মা কি বেঁচে আছেন এখনও?'

'কি বললে?' চমকে গেল স্বাতী।

'সব কথা জেনে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছি। বেঁচে আছেন তিনি?'

নিস্পৃহ কণ্ঠে স্বাতী জবাব দিল, 'আছেন।'

'কিন্তু খুব সুস্থ নেই বোধ হয়।'

'মানে? তুমি জানলে কেমন করে? তাছাড়া…'

'ও কিছু না, সন্দেহটা মিটিয়ে নিতে চাইছি শুধু।'

'সন্দেহ?'

'হবে না? তোমার মায়ের অবস্থা ভাল হলে কি তিনিও তোমার সাথে আসতেন না? তিনি নেই দেখেই বুঝতে পেরেছি, তাঁর অবস্থাও ভাল নয়। ভুল করেছ, স্বাতী। বাবাকে দেখতে যাবার চেয়ে তোমার উচিত ছিল মায়ের পাশে থাকা। আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে কর্নেল আর পিটার, দুই বিপদের মধ্যে মাথা গলাবার পারমিশন দিল কে তোমাকে? কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে। ভাল কথা, কর্নেল, গভর্নর, মেজর জোনাথন—এদের সবাইকে তুমি ভালভাবে চেনো?'

'অবশ্যই।'

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করল রানা। টেবিলে সেটা নামিয়ে রেখে রশি তুলে নিয়ে আবার পায়ে বাঁধতে শুরু করল আগের মত করে। 'চিনলেই ভাল। আর কিছু জানতে চাই না আমি।' উঠে দাঁড়াল রানা। রশির আরেক টুকরো ধরিয়ে দিল স্বাতীর হাতে। হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে একটার উপর রাখল আরেকটা কোনাকুনিভাবে। 'আরও একটু নারীত্বের পরিচয় দাও এবার। ঢিলে করে বেঁধো আগের চেয়ে।'

বাঁধতে বাঁধতে মৃদু কণ্ঠে স্বাতী বলল, 'নিজের ব্যাপার ছাড়াও অন্য কারও ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ, ভাবতে আশ্চর্য লাগছে!'

'নেই কাজ তো খৈ ভাজ!' বলল রানা, 'একটু গবেষণা করার চেষ্টা করছিলাম আর কি মেজেন্ডে পড়ে পড়ে।' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল রানা বাঁধা কজি দুটো। দেখতে পেল না।

শেষ গেরোটা দিয়ে রানার সামনে চলে এল স্বাতী। বসতে সাহায্য করল ওকে আগের জায়গায়। তারপর ধরে ধরে শুইয়ে দিল। চলে গেল একটা কথাও না বলে।

নিজের কামরার দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাক্সের উপর উঠে বসল রাউী। চোখ বন্ধ করে বসেই রইল। কেমন লোকটা! আজ রাতে আর ঘুম আসবে না ওর।

রোগা পটকা শরীর, কালি আর তেলে একাকার, অস্বাভাবিক লম্বা দুটো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নাকের ডগা চুলকাচ্ছে ফায়ারম্যান চার্লস জ্যাকসন। এই হিমশীতল ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামছে। সারাক্ষণ ফায়ার-বক্সের খোলা মুখটার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রাক্ষুসে ইঞ্জিনটার পেটে অবিরত কাঠ ঠাসতে ঠাসতে শীতকে তাড়িয়েছে সে গায়ের ত্রিসীমানা থেকে। শেষবারের মত আরও কিছু কাঠ ভরে দিল সে উজ্জ্বল লাল কয়লাগুলোর ওপর। তারপর ঝটকা মেরে ফায়ার-বক্সের মুখটা বন্ধ করে দিল। লাল আভার অনুপস্থিতিতে অন্ধকার হয়ে গেল ইঞ্জিনরুম। একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখ মুছল জ্যাকসন।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টোফার। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। রুমটা অন্ধকার হয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল সে, এগিয়ে এল জ্যাকসনের কাছে। শব্দটা ভেসে এল হঠাৎ এই সময়। প্রচণ্ড একটা যান্ত্রিক খটখটানি শুরু করে দিল ইঞ্জিনের স্থির হিসকে। শব্দের উৎসের উদ্দেশেই সম্ভবত, খিস্তি করল ক্রিস্টোফার।

জ্যাকসন উত্তেজিত। 'কি হচ্ছে?'

উত্তর দেবার সময় নেই তখন ক্রিস্টোফারের। ব্রেক হ্যাণ্ডেলটার উপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। লাইনের ওপর থেকে যাওয়া চাকার বিকট ঘষটানি আর বাম্পারে বাম্পারে বাড়ি লাগার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সব মিলিয়ে আকাশ ভেঙে পড়তে শুরু করল যেন মাথার উপর।

প্রথমে তীব্র ঝাঁকুনি খেল, তারপর কয়েকবার ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল থরথর করে গোটা ট্রেনটা। যে যেখানে ছিল, পড়ে গেল ওলট-পালট খেয়ে। ঘুম ভেঙে যাবার পর হাতের কাছে যে যা পেল ধরে ফেলে তাল সামলাল কোনমতে।

'হতচ্ছাড়া স্টীম রেগুলেটরটা গোলমাল শুরু করেছে আবার,' মিনমিনে সুরে বলল ক্রিস্টোফার, 'আমার মনে হচ্ছে, নাটগুলো ঢিলে হয়ে খুলে গেছে। রিচার্ডকে বেল বাজিয়ে বলে দাও ব্রেকটা শক্ত করে চেপে ধরে থাকতে।' টিমটিমে লণ্ঠনটা হুক থেকে নামিয়ে নষ্ট রেগুলেটরটায় মন দিল সে। 'ফায়ার-বক্সের মুখটা খুলে দাও। লণ্ঠনের আলোর চেয়ে কয়লার আলোয় সব দেখা যাবে ভাল করে।'

মুখটা খুলে দিয়ে বাইরে তাকাল জ্যাকসন উঁকি দিয়ে। 'সবাই আসছে!' কথাটা বলেই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল সে।

'মরুক গে!' বিড়বিড় করে বলল ক্রিস্টোফার।

লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নামল একটা ছায়ামূর্তি। এদিক ওদিক দেখল সে। এই ফাঁকে পরে নিল মাথায় মাকি ক্যাপটা। ইঞ্জিনরুমের দিকে নয়, লোকটা

তীব্রবেগে ছুটল টেলিগ্রাফের লাইন ধরে নিকটবর্তী পোস্টটার দিকে।
অত্যন্ত গাঢ় ঘুম কর্নেলের। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিলেন তিনি মেঝের উপর। ভয়ানক ব্যথা পেয়েছেন কোমরে। কোনমতে ইঞ্জিন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে টেনে তুললেন নিজেকে পাদানির উপর।
'ক্রিস্টোফার!' বজ্রকণ্ঠে হাঁক ছাড়লেন তিনি।
'ইয়েস, স্যার? সরি, স্যার।'
অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল ক্রিস্টোফার। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে তার।
'এত রাতে তামাশা পেয়েছ নাকি?' গমগম করে উঠল কর্নেলের ভরাট গলা, 'এমন ভাবে কেউ ব্রেক কষে?'
'দুঃখিত, স্যার,' বলল ক্রিস্টোফার, 'কন্ট্রোল ফেলিওর, রিটেইনিং নাটগুলো...'
'চুলোয় যাক তোমার রিটেইনিং নাট!' উত্তেজনার আধিক্যে সিধে হয়ে দাঁড়াতে গেলেন তিনি, কোমরে ব্যথাটায় টান পড়তে ককিয়ে উঠলেন, বাঁকা হয়ে গেলেন আবার একটু সামনের দিকে। 'কতক্ষণ লাগবে ঠিক হতে?'
'মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে, স্যার।'
ওদিকে মাঙ্কি ক্যাপ পরা লোকটা টেলিগ্রাফ পোস্টের কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার। ব্রেকভ্যানের কাছ থেকে ষাট গজের মত দূরে চলে এসেছে সে। নিরাপদ দূরত্বই বলা যায়। সন্তুষ্টির ছাপ ফুটল তার চোখেমুখে। ওভারকোটের পকেট থেকে বের করে আনল একটা চামড়ার ব্যাগ। বানরের মত তর তর করে উঠে গেল থামটার শেষ মাথায়। ব্যাগ থেকে দ্রুত তার কাটার প্লায়ার্সটা বের করে কচ্ করে কেটে দিল টেলিগ্রাফের তার। তারটা মাটিতে ঝুলে পড়তেই নেমে পড়ল সে নিচে। ছুটল ট্রেনের দিকে।
ইঞ্জিনকক্ষে কাজ শেষ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল ক্রিস্টোফারও।
'হয়েছে?' হুইস্কেল বাজার শব্দ হলো কর্নেলের প্রশ্নে।
'হয়েছে।' মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফার।
'বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব তো?' কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় গ্যারান্টি দাবি করছেন কর্নেল। 'নাটবল্টুগুলো ফিচলেমি শুরু করবে না তো আবার তোমার লাই পেয়ে?'
ক্রিস্টোফার ঢোক গিলল। তাকাতে সাহস পেল না কর্নেলের চোখের দিকে। বলল, 'আর কোন অসুবিধে হবে না, স্যার, কথা দিচ্ছি আমি। স্যার, দয়া করে যদি আপাতত কৈফিয়ৎ তলব না করেন...'
'সকালে বিবেচনা করা যাবে।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে কোনমতে পাদানি থেকে নিচে নামলেন কর্নেল। কোমরের ব্যথা সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তাঁর। ধীর ভঙ্গিতে ফিরে এলেন নিজের কামরায়।
ট্রেন চলতে শুরু করল আবার।
মাঙ্কি ক্যাপ পরা লোকটা ট্রেনের পাশ ধরে দৌড়ুচ্ছে তখনও। একটা লাফ দিয়ে চট্ করে উঠে পড়ল সে তৃতীয় কোচটার পিছনের অংশে।

তিন

ভোর হতে দেখা গেল আগের দিনের আবছা পাহাড়ের চূড়াগুলো কাছে এসে পড়েছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কয়েক মাইল পশ্চিমে তুষার পড়ছে হু হু করে। পাইন বন ছুঁয়ে আসা ভোরের বাতাসে তাজা হয়ে যাচ্ছে শরীর মন। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে নদীর ধারের ছোট্ট ছোট্ট বাড়িগুলোকে।

স্টুয়ার্ড স্টোভ নিয়ে ব্যস্ত। প্যাসেজ-ওয়ে পেরিয়ে কামরায় ঢুকলেন কর্নেল। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা রানার দিকে খেয়ালই করলেন না। কোমরের ব্যথাটা বিশ্রাম পেয়ে সেরে গেছে, মনেই নেই তাঁর ব্যথা পেয়েছিলেন।

'ব্রেকফাস্ট রেডি, স্যার।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন শার্সির ভিতর দিয়ে। 'পরে। মনে হচ্ছে যখন-তখন তুষার পড়া শুরু হবে এদিকটাতেও। খেতে বসার আগে রিভ সিটি আর ফোর্ট হ্যালেকের সাথে যোগাযোগ করতে চাই আমি। টেলিগ্রাফিস্ট ম্যাকডসনকে খবর দাও, যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে চলে আসুক।'

বেরোতে গিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াতে হলো স্টুয়ার্ড হেনরীকে। কামরায় প্রবেশ করছে গভর্নর, জোনাথন আর মার্শাল ডেভিড।

মার্শাল থমকে দাঁড়াল রানার কাছে। জুতোর ডগা দিয়ে ওর পাঁজরে মৃদু খোঁচা মারল। নড়ল না রানা। ঝুঁকে বসল মার্শাল। নিঃশব্দে খুলে দিতে শুরু করল রশির বাঁধন।

'গুড মর্নিং,' কর্নেল বললেন। 'টেলিগ্রাফিস্ট আসছে, যোগাযোগ হবে এখুনি ফোর্ট হ্যালেক আর রিভ সিটির সাথে।'

'ট্রেন থামাতে হবে, তাই না, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

দরজা খুলে সামনের প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল জোনাথন। পেছনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাথার উপরের চেনটা ধরে টেনে দিল। দু'সেকেন্ড পরই জানালা দিয়ে মাথা বের করে পিছন দিকে তাকাল ক্রিস্টোফার। দেখল, ডান হাতটা উপরে-নিচে দোলাচ্ছে জোনাথন। মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল ক্রিস্টোফার, পরমুহূর্তে হ্রাস হতে শুরু করল গতি।

'বাপরে, কী হাড় কাঁপানো শীত বাইরে!' কামরায় ঢুকে বলল জোনাথন।

কর্নেল তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে বাইরে। সকৌতুকে বললেন, 'শীতের এখন দেখেছ কি, এখনও তো ঠিকমত শুরুই হয়নি।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বাঁধন মুক্ত রানাকে দেখতে পেলেন, হাত দুটো ম্যাসেজ করছে। 'এর

উপস্থিতি এখানে বড় বেখাপ্পা, মার্শাল,' বললেন কর্নেল, 'সার্জেন্ট নিকোলাসের ঘাড়ে ওকে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হতে পারেন আপনি ইচ্ছে করলেই।'

মার্শাল গম্ভীর হলো। 'কি জানেন, স্যার, এই লোকটাকে আমি এক হাজার পিউটীর চেয়ে বেশি ভয় করছি। বারুদ, কেরোসিন আর ম্যাচ এই তিনটেতে ওর পি.এইচ. ডি ডিগ্রী আছে, সেজন্যেই ভয়। তিনটের কোনটারই অভাব নেই এই ট্রেনে।'

নক করে দু'জন সিপাই ঢুকল কামরার ভিতর। পিছনে টেলিগ্রাফিস্ট ফারগুসনের হাতে একটা কোনাপসিবল টেবিল, এক কয়েল তার আর ছোট একটা বাক্স। ওয়্যারিঙের যন্ত্রপাতি আছে বাক্সটায়। সকলের পিছনে ওর সহকারী, অল্পবয়েসী ব্রাউনের হাতে ট্রান্সমিটারটা।

কর্নেল বললেন, 'অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল, ফারগুসন।' দু'মিনিট লাগল ফারগুসনের তৈরি হতে। একটা আর্ম চেয়ারের হাতলের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে গলিয়ে দিল সে তারের একটা মাথা জানালার ফাঁক দিয়ে। কর্নেল তাকালেন কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরে।

ব্রাউন উঠে গেল একটা টেলিগ্রাফ পোলের মাথায়। ট্রান্সমিটারের তার লাইনের তারের সাথে জোড়া লাগিয়ে হাত নাড়ল সে।

কর্নেল বললেন, 'ঠিক আছে, আগে ফোর্টের সাথে যোগাযোগ করো।'

সিগন্যাল বোতামটায় তিনবার চাপ দিল ফারগুসন। সাথে সাথেই এয়ারফোনের মাধ্যমে ভেসে এল মোর্সের সাংকেতিক শব্দ। এয়ারফোনটা একটু সরিয়ে কর্নেলের দিকে তাকাল ফারগুসন, 'এক মিনিট, স্যার। কর্নেল ফ্যাক্সনকে ডাকতে গেছে ওরা।'

কামরায় ঢুকল রেভারেন্ডের সাথে বাডী। ম্লান, নির্জীব দেখাচ্ছে রেভারেন্ডকে। রাতে ভাল ঘুমুতে পারেনি বোঝা যায়।

ঢুকেই মনাকে দেখে নিল বাডী। মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। চোখ ফিরিয়ে নিল প্রায় তখুনি, ফিরল কর্নেলের দিকে।

'ফোর্ট হাম্বোল্ডকে পেয়ে গেছি আমরা, না,' কর্নেল বললেন, 'এক্ষুণি ওখানকার শেষ খবর পেয়ে যাচ্ছি আমরা।'

মোর্স সংকেত আসতে শুরু করেছে আবার। দ্রুত হাতে মেসেজটা লিখে নিচ্ছে ফারগুসন প্যাডের পৃষ্ঠায়। লেখায় পৃষ্ঠাটা ভরে যেতে টান মেরে পাতাটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল সে কর্নেলের দিকে।

ফোর্ট হাম্বোল্ড।

টেলিগ্রাফরুমের ভিতর আটজন লোক। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। চামড়ায় বাঁধানো একটা মেহগনি টেবিলের উপর নোংরা বুট পরা পা তুলে দিয়ে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে ভয়ঙ্কর দর্শন এক লোক। অস্বাভাবিক দীর্ঘ শরীর, চওড়া কাঁধ, শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। জ্যাকেটের উপর দিয়ে কোনাকুনি চলে গেছে দুটো রিভলভারের খাপের বেল্ট। খাড়া নাকের নিচে

উঁচু চোয়াল ঘন দাড়িতে ঢাকা। আধহাত লম্বা একটা কালো রঙের চুরুট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে। দুর্ধর্ষ খুনী সিম্পসনের চেহারাটা যেমন ভয়ঙ্কর, স্বভাবটাও তেমনি উগ্র।

সিম্পসনের সামনের চেয়ারে ইউ.এস.সি-র পোশাক পরা কর্নেল জ্যাকসন। কুঁকড়ে আছেন ভদ্রলোক। ম্লান মুখ, চোখ নামিয়ে চেয়ে আছেন মেঝের দিকে।

লাল মুখটা হাসিতে জ্বলজ্বল করছে সিম্পসনের। কর্নেলকে গ্রাহ্যই করছে না সে। ট্রান্সমিটারের সামনে বসা লোকটা একজন সিপাই। তার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইউ.এস. ক্যাভালরির ইউনিফর্ম পরা আর এক লোক।

সিম্পসন বলল, 'ওহে কার্টার, দাও মেসেজটা। টেলিগ্রাফিস্টকে যা পাঠাতে বলেছিলাম ঠিক তাই পাঠিয়েছে কিনা দেখি পরখ করে।'

সিপাইয়ের ঘাড়ের কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল কার্টার নাক দুলকাতে দুলকাতে। মেসেজটা সিম্পসনের হাতে ধরিয়ে দিল সে। পুরো মেসেজটায় নিঃশব্দে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুচকি হাসল সিম্পসন। তাকাল কর্নেল জ্যাকসনের দিকে।

'পড়ছি, শুনুন!' হুকুমের সুরে বলল সিম্পসন। মেসেজটা পড়তে শুরু করল সে উচ্চকণ্ঠে। 'আরও তিনজন আক্রান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু মারা যায়নি আর একজনও। আশা করছি, রোগটাকে দমন করা গেছে। আপনাদের পৌঁছানোর অপেক্ষায় আছি।' অপারেটরের দিকে তাকাল সে। 'বুদ্ধিমান লোক তুমি হে, তাই অতি চালাকির চেষ্টা করোনি—গুড, ভেরি গুড।'

হুবহু ওই একই মেসেজ পড়ে প্যাডটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে কর্নেল ক্লডেন্ট বললেন, 'খবর শুভ। কতক্ষণ লাগবে আর আমাদের পৌঁছুতে?'

জোনাথন পাশ থেকে বলল, 'ইঞ্জিনের যা অবস্থা, স্যার, ছত্রিশ ঘণ্টার আগে পৌঁছুতে পারব বলে মনে হয় না। ক্রিস্টোফারের সাথে আলোচনা করলে সঠিক হিসাবটা জানা যাবে।'

কর্নেল ছড়ি ঘুরিয়ে নির্দেশ দিলেন ফারগুসনকে, 'ওদেরকে বলে দাও, খুব একটা দেরি হবে না...'

'আমার বাবা...!' স্বাতী কর্নেলের দিকে চোখ রেখে এক পা এগিয়ে এল।

'ঠিক, মা।' কর্নেল একটা হাত ধরল স্বাতীর। ফারগুসন চেয়ে আছে তখনও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে। কর্নেল তার দিকে চোখ তুলে মাথা দোলালেন।

কমুহূর্ত পর হেড ফোনটা নামিয়ে রাখল ফারগুসন। 'কাল বিকেলের মধ্যে আশা করছে ওরা আমাদের। কর্নেল জ্যাকসন এবং তাঁর বন্ধু আশরাফ চৌধুরী দিব্যি আছেন।'

কর্নেল চাপ দিল স্বাতীর হাতটায়। 'কই, হাসছ না যে?'

গালে টোল পড়ল স্বাতীর।

মার্শাল বলল, 'ফারগুসন, কর্নেল জ্যাকসনকে আমার কথা বলো। বলো, আমিও যাচ্ছি এই ট্রেনে। সিম্পসনকে এবার জেলের ঘানি টানাবই।'

ফোর্ট হ্যাগোভের টেলিগ্রাফরুমে হাহ্ হাহ্ করে হাসছে সিম্পসন। হেঁট মাথাটা উঁচু করার লক্ষণ নেই কর্নেল জ্যাকসনের। হাসি থামিয়ে সিম্পসন কালো চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। চুরুটের ধোঁয়া চোখে লাগতে ডান চোখটা বন্ধ করে মাথা সরিয়ে নিল সে পিছন দিকে। লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে কর্নেলের মুঠোর ভিতর গুঁজে দিল সে মেসেজটা। 'ওরা আসছে আমাকে জেলের ঘানি টানাতে, কর্নেল! ধরে নিন খতম হয়ে গেছি আমি। হাহ-হাহ-হাহ-হাহ্...!'

মেসেজটা পড়লেন কর্নেল জ্যাকসন। কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। টিপ টিপ করে বার কয়েক লাফ মারল বাঁ কপালের পাশের শিরাটা। গ্রিপ ধরা আঙুল দুটো ফাঁক হলো একটু। খসে পড়ল গ্রিপটা।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সিম্পসন। কটমট করে তাকাল কর্নেলের দিকে। পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল তার সর্বশরীর, গলা ছেড়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

দোরগোড়ায় চারজন রাইফেলধারীর ঠোঁটে শান দেয়া ধারাল হাসি ফুটল। দুজন শ্বেতাঙ্গ, দুজন ইন্ডিয়ান। রাইফেল চারটে কর্নেল জ্যাকসনের বুকের দিকে তাক করা।

সিম্পসন হাসি থামিয়ে চুরুটে টান মারল কষে। কথা বলার সময় ধোঁয়া বেরুতে লাগল মুখের ভিতর থেকে, পেটের ভিতর আগুন ধরে গেছে যেন তার। 'অইনিংয়েরে নিয়ে যাও তো হে মান্যবর কর্নেলকে। আর কোন কাজ নেই যখন, পেট পুজো করুক অন্তত।'

পরমুহূর্তে অশ্রাব্য হাসিতে খান খান হয়ে ফেটে পড়ল সিম্পসন।

'ব্রিজ সিটির সাথে যোগাযোগ করো,' ছড়িটা বগলে চেপে ধরে বাঁ হাত উল্টো করে কোমরে রেখে চাপ দিয়ে মট মট করে আঙুল মটকালেন কর্নেল। 'ক্যাপ্টেন ওকল্যান্ড আর লেফটেন্যান্ট নিউম্যানের কোন খবর আছে কিনা দেখো।'

'ডিপোতে, স্যার?' জানতে চাইল ফারগুসন। 'স্টেশন মাস্টারের কাছে? কে যেন বলছিল ব্রিজ সিটিতে এখন আর কোন টেলিগ্রাফ অফিস নেই। একজন মাত্র টেলিগ্রাফিস্ট যাও ছিল চলে গেছে সে বিগ বোনক্রানায়।'

'ডাকো স্টেশন-মাস্টারকেই,' কোমরের কাছটা এক হাতে চেপে ধরে বললেন কর্নেল ক্লারভেস্ট।

বিড়বিড় করে ফারগুসন বলল, 'লোকটা নাকি হোটেলের পিছনের একটা কামরায় রাতদিন মদ খেয়ে পড়ে থাকে...'

'দেখো চেষ্টা করে।'

বারকয়েক কল সাইন দিয়ে দেখল ফারগুসন। ফিরে চাইল কর্নেলের দিকে। 'ওদেরকে জাগাতে পারছি না, স্যার।'

'সুইচটা হয়তো ইমপেরিয়াল হোটেলে নিয়ে গিয়ে রেখেছে।'

মেজরের কথায় কান না দিয়ে কর্নেল বললেন, 'আবার চেষ্টা করো।' শক্ত হয়ে গেছে তাঁর মুখ। কোমর ছেড়ে দিয়ে কাঁধে চেপে ধরা ছড়িটার আগা চেপে ধরেছেন শক্ত করে।

আবার চেষ্টা করল ফার্গুসন। ওয়্যারফোন নির্জীব, নিঃসাড়। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। কর্নেলের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠল।

'কোন সাড়া নেই। না?'

ঢোক গিলল ফার্গুসন। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। 'স্যার...স্যার, লাইনটাই অচল মনে হচ্ছে, কাজ করছে না। ডেড। একটা কিলে রিপিটার বরবাদ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

'কিভাবে?' ব্যাখ্যা দাবি করে বসলেন কর্নেল। 'বজ্রপাত পড়েনি। ঝড়ো হাওয়াও ছিল না। তাছাড়া, গতকাল ক্রিস্ট সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি।' বগল থেকে ছড়ি নামিয়ে হাতের তালুতে আঘাত করলেন সশব্দে। 'ফার্গুসন, লাইন চাই আমি। আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করে যাও তুমি।' চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালেন, সামনেই দেখতে পেলেন রানাকে। তিন সেকেন্ড স্থির হয়ে রইলেন রানার দিকে তাকিয়ে, তারপর মুখ তুললেন মার্শালের দিকে। 'কি যেন নাম ছোকরার? মোর্টন না কি যেন, ও কি আমাদের সাথে খাবে?'

বাঁধন মুক্ত করে দেয়া হয়েছে রানার। এতক্ষণ একপাশে বসে ছিল বিরস বদনে, ওর প্রসঙ্গ উঠতেই মুখ খুলল।

'রানা, মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'মোর্টন-ফোর্টন কিছু না; মা-সু-দ রা-না।'

'শাটাপ!' ধমক দিয়েই তাকাল মার্শাল কর্নেলের দিকে। 'ওকে না খাইয়ে রাখতে পারলেই খুশি হতাম আমি। তবে আপনি যখন বলছেন, ঠিক আছে, আমার টেবিলেই বসুক। অবশ্য ডাক্তার আর রেভারেন্ডের যদি আপত্তি না থাকে।' এদিক ওদিক তাকাল সে। 'ডাক্তারের পাত্তা নেই দেখছি এখনও?' এক পা এগিয়ে রানার চুল ধরে টান মারল, 'চলো, ওঠো! কিছু মুখে দিয়ে দয়া করে উদ্ধার করো আমাদের।'

রানা শুধু চোখ তুলে তাকাল একবার। সাথে সাথেই চুল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল মার্শাল দুই পা। ডান হাতটা চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে।

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'দয়া করে মনে রাখবেন, অযথা ঝামেলা আমি পছন্দ করি না।'

জবাব না দিয়ে কর্নেলের পিছন পিছন বেরিয়ে গেল মার্শাল দ্রুতপায়ে।

দরজার কাছে তখন বাতী, বেরিয়ে যাচ্ছে, ওর পিছনে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে মৃদু চাপড় দিল রানা ওর কাঁধে। ঝট করে ফিরে তাকাল বাতী। মুহূর্তে রাগে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। কিছু বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডাক্তার কোথায়, জানো?' থতমত খেয়ে গেল বাতী রানার প্রশ্নের ধরন দেখে।

মৃদু কণ্ঠে বলল, 'না তো!'

'ঠিক আছে!' বলেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাতজন বসল আগের রাতের মতই, ব্যতিক্রম শুধু এই যে ডাক্তারের জায়গায় বসেছে রানা। ওর পাশেই ভাল মানুষ রেভারেন্ড, উসখুস করছে সে থেকে থেকে, বারবার তাকাচ্ছে রানার দিকে। লক্ষ্যই করল না তাকে রানা। তাকে বলে নয়, কারও দিকেই তাকাল না ও। একাগ্র মনোযোগ ওর খাবার প্লেটের দিকে।

খাওয়া শেষ করে পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে পকেট থেকে টোবাকো পাউচ, পাইপ আর গ্যাস লাইটার বের করে কোলের উপর রাখলেন কর্নেল। গা ছেড়ে দিলেন চেয়ারের পিঠের উপর। ধীরে সুস্থে পাইপে টোবাকো ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন তাতে। 'বহুত কাজ আছে বলে কাল রাতে ডিনার খেয়েই কেটে পড়ল ডাক্তার। কত বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে, দেখো! হেনরী, দেখে এসো তো বাবা, ঘুম ভাঙে কিনা।' দেহটা চেয়ারের ভিতরই প্রায় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে ফেলে হাঁক ছাড়লেন, 'ফারগুসন!'

'পাচ্ছি না, স্যার। সম্পূর্ণ ডেড।'

চেয়ারের হাতলে অন্যমনস্কভাবে আঙুল বাজালেন কয়েক সেকেন্ড কর্নেল, মনস্থির করে নিয়ে বললেন, 'যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নাও তোমার।' ঘাড় ফেরালেন মেজরের দিকে। 'ওর কাজ শেষ হলেই রওনা দেব আমরা। ড্রাইভারকে বলো...।' দমকা বাতাসের মত ঢুকল ভিতরে হেনরী। 'হেনরী! কি ব্যাপার, হেনরী?' হুড়মুড় করে চেয়ার ছেড়ে মুহূর্তে ভালগাছে রূপান্তরিত হলেন কর্নেল।

নিগ্রো হেনরীর আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। চওড়া বুকটা হাপরের মত উঠছে নামছে তার। অজগরের মত শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। কোটর থেকে আধ ইঞ্চি বেরিয়ে এসেছে যেন চোখের মণি দুটো। 'মারা গেছেন, স্যার। মরে পড়ে আছেন নিজের কামরায়।'

দম আটকে গেল সকলের।

'কি বলছ? মারা গেছে? ডাক্তারের কথা বলছ তুমি, হেনরী?'

'ইয়েস, স্যার, বেঁচে নেই...।'

'অসম্ভব!' অস্ফুটে বলল গভর্নর।

'জেসাস, ওহ জেসাস!' রেভারেন্ড কালাহান তার স্বভাব অনুযায়ী দু'চোখ বন্ধ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে উঠল।

'ভাল করে দেখেছ তুমি?' নিজেকে সামলে নিয়েছেন কর্নেল।

মাথা ঝাঁকাল হেনরী, শিউরে উঠল শরীরটা একবার। জানালার দিকে তাকিয়ে বরফ দেখল সম্ভবত। 'ঠাণ্ডা বরফের মত, স্যার। গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি। যেন ঘুমাচ্ছেন।'

'নো...নো...।' পায়চারি করছেন কর্নেল, মাথা দোলাচ্ছেন এদিক ওদিক। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মেনে নিতে পারছেন না। প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করছেন বুকে।

রেভারেন্ড এখন আর প্রার্থনা করছে না। বিচলিত কর্নেলের পিছু পিছু ব্যাকুল ভঙ্গিতে কয়েক পা এগোল সে। সান্ত্বনা দিতে চায়। ধমক খাবার

সম্ভাবনাটা মনে উঁকি দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, অপ্রতিভ ভাবে তাকাল সবার দিকে। সবাই নির্বাক, হতচকিত। গম্ভীর, অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে শুধু একজনকে। দ্রুত তার সামনে গিয়ে দাঁড়ান রেভারেন্ড। 'মহান পিতা যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। মার্শাল, আপনি বিশ্বাসী। আপনি বাস্তববাদী। এদেরকে প্রবোধ দেবার দায়িত্ব তাই আপনারই...।'

'আহ্ থামুন,' চাপা কণ্ঠে ধমকে উঠল মার্শাল।

কামরায় ঢুকল মেজর জোনাথন। কোন ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে লক্ষ করেনি কেউ। তাকে দেখে সেদিকে এগোন রেভারেন্ড। কর্নেলকে নাটকীয় ভঙ্গিতে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াতে দেখে আবার থমকে গেল সে।

মেজরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছেন কর্নেল।

'ঘুমের ভেতরেই বোধ হয় মারা গেছে, স্যার!' বলল মেজর। 'হার্ট অ্যাটাকের মত মনে হচ্ছে। মুখের চেহারা দেখে বোঝা যায়, টেরই পাননি ঘটনাটা।'

সকলের সমস্ত মনোযোগ নিজের দিকে টেনে নিল রানা। 'লাশটা একবার দেখতে পারি আমি?' ওর মুখের কথাগুলো যেন কামরার ভিতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে আরম্ভ করল।

'তুমি?' কর্নেল টেবিল থেকে ছড়ি তুলে নিলেন, 'কিন্তু কেন?'

'মৃত্যুর আসল কারণ জানার জন্যে, ওয়ান্টেড নোটিশটা দেখেছেন সবাই, এককালে ডাক্তার ছিলাম।'

'হাতুড়ে, না ডিগ্রিপ্রাপ্ত?'

'হাতুড়েরা চাকরি পায় না, কর্নেল,' বলল রানা। 'আপনি জানেন, আমি চাকরি করতাম...'

'সে তো অনেকদিন আগের কথা।' বললেন বটে, কিন্তু গলাটা ইতোমধ্যেই নরম হয়ে এসেছে কর্নেলের।

মৃদু হেসে রানা বলল, 'একবার যে ডাক্তার, সব সময়েই সে ডাক্তার।'

কারও দিকে তাকালেন না কর্নেল। পায়চারি শুরু করলেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা তাঁর দিকে। এত কথা জেনে নিয়ে এমনভাবে এড়িয়ে গিয়ে নিরাশ করবেন কর্নেল, ভাবতে পারেনি ও।

রানার দিকে না তাকিয়ে, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি সুরে কর্নেল বললেন, 'যাও, যাও। নিয়ে যাও ওকে, হেনরী।'

ওরা কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার পরও কেউ নড়ল না বা কথা বলল না। হেনরী খানিকপর নতুন করে কফি নিয়ে এল। পায়চারি থামিয়ে চেয়ারে বসেছেন তখন কর্নেল। রানাকে ঢুকতে দেখেও কোনরকম প্রতিক্রিয়া হলো না তাঁর মধ্যে।

'হার্ট অ্যাটাক?' জানতে চাইল গভর্নর।

সরাসরি চেয়ে আছে রানা কামরায় ঢোকার পর থেকে মার্শালের দিকে। বলল, 'তাই মনে হয় বটে। কিন্তু আসলে তা নয়। ভাগ্য ভাল যে আইনের লোক আমাদের সাথে রয়েছে।'

'কথাটার তাৎপর্য?' রাগ, বিরক্তি, ব্যঙ্গ তিন রকম ভাবই প্রকাশ পেল কর্নেলের কণ্ঠে।

'কেউ খুন করেছে ডাক্তারকে। ওর সার্জিক্যাল কিট থেকে একটা প্রোব খুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে বিবের ফাঁক দিয়ে, ঠিক হৃৎপিণ্ডের ভেতর। প্রায় তক্ষুনি মারা গেছেন ডাক্তার।' একে একে সকলের দিকে একবার করে তাকাল রানা। 'ডাক্তারী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান বিশেষ করে অ্যানাটমি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে খুনীর। অ্যানাটমি কে জানে আপনাদের মধ্যে? যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করছি না, জানি, সে উত্তর দেবে না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কর্নেল ঝাড়া দশ সেকেন্ড, ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া, তারপর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।'

'ডাক্তারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে,' কর্নেলের চোখে চোখ রেখে বলল রানা। দৃষ্টিটা চট্ করে একবার ঘুরে এল মার্শাল ডেভিডের কোমরে ঝোলানো রিভলভার ছুঁয়ে। বলল, 'পিস্তল বা ওই ধরনের কিছু দিয়ে প্রবলে আঘাত করা হয়েছে মাথার পেছনে। কিন্তু জায়গাটা কালো হয়ে ফুলে ওঠার আগেই মৃত্যু হয়েছে তার। রিবের ঠিক নিচে ছোট্ট একটা লাল-নীল ফুটো, ইচ্ছে করলে আপনি নিজের চোখেই দেখে আসতে পারেন, কর্নেল। কোন সন্দেহ নেই—খুন করা হয়েছে ডাক্তারকে।'

হাতের টোবাকো পাইপটা গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারলেন কর্নেল নিজের প্যানের কাছে। ধোঁং ধোঁং করে আওয়াজ করে দরজার দিকে এগোলেন তিনি। পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সবাই, তারপর অনুসরণ করল কর্নেলকে। কামরার মধ্যে রইল শুধু রানা আর স্বাতী।

'মার্শালের কথাই ঠিক।' ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বাতী রানাকে সামনের চেয়ারটায় বসতে দেখেই। 'খুনী নরকে গিয়েও তার খুন করার অভ্যাস ছাড়তে পারে না! কৌশলে আমাকে দিয়ে রশি খোলাখুলি করিয়ে নিয়েছিলে তুমি তাই। টাইট করে বেঁধে রেখেছিলাম তোমারই পরামর্শে, আমি চলে যেতে···'

পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে সহাস্যে রানা বলল, 'রাইট, মিস প্রাইভেট ডিটেকটিভ! ডাক্তারের চাবিটা দরকার ছিল কিনা, তাই মাঝরাতে পরিকল্পনাটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে খুন করি ওকে। সবাই ভাবুক মৃত্যুটা স্বাভাবিক, এই চেয়েছিলাম। তারপর সকালে মনে ইচ্ছে জাগে, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসব। তাই সবাইকে জানালাম, ডাক্তারের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, এটা খুন। খুন করে ফিরে এসে নিজের হাত পিছমোড়া করে নিজেই আবার বাঁধি, যা পৃথিবীর আর কারও পক্ষে সম্ভব না হলেও, আমি সম্ভব বলে প্রমাণ করেছি।' হাত বাড়িয়ে স্বাতীর কব্জি ধরল রানা, ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সিধে হয়ে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও এক পা এগিয়ে, ছেড়ে দিল স্বাতীর হাত। তুষারে ভেজা কাঁচ মুছতে শুরু করল। 'দেখছ, বরফ পড়তে শুরু করেছে আবার? আশপাশ কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে? দূরে তাকাও, ওই যে

পাহাড়ের পিছনে, ঐ কালো রঙের ওটা কি, জানো?'

রাভী রানার দিকে চেয়ে আছে।

'ঝড়। ঝড় এগিয়ে আসছে, রাভী। ডাক্তারকে আজ বোধহয় কবর দেয়া সম্ভব হবে না।'

মৃদু কণ্ঠে রাভী বলল, 'মৃতদেহ ওরা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সল্ট লেকে।'

'কি?'

'ডা. মলিনেস্ত্র আর ফোর্ট হামোন্ডে যারা মারা গেছে তাদের লাশ তাদের আত্মীয়রা ফিরে পেতে চাইবে না?'

চেয়ে রইল রানা রাভীর দিকে। বিদ্রূপ দেখাচ্ছে ওকে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রাভী। 'সে-কথা ভেবেই ত্রিশটা খালি কফিন নেয়া হয়েছে ট্রেনে।'

'তাই নাকি?' কি এক দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল রানা সাথে সাথে।

'তাই। আমাদেরকে অবশ্য বলা হয়েছিল কফিনগুলো যাচ্ছে অন্য এলাকাতে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, ফোর্ট হামোন্ডেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওগুলো।' পিঠের উঠে ঢোক গিলল রাভী। 'কপাল ভাল, এই ট্রেনেই ফিরে যেতে হবে না আমাকে। আচ্ছা, কে দায়ী, জানো তুমি?'

চোখ তুলল রানা। 'কিসের জন্যে কে দায়ী? ওহ্, খুনের কথা। একজন খুনীকে আরেকজন খুনীর কথা জিজ্ঞেস করছ?'

'আচ্ছা, কে তুমি আসলে?' কৌতূহলের সুর রাভীর গলায়, 'তোমাকে খুনী-টুনী, মানে, অতটা খারাপ লোক বলে কেন যেন ঠিক মেনে নেয়া যায় না।'

'শুভ লক্ষণ!' বলল রানা। 'ভক্ত হতে চলেছ তুমি আমার। সে যাই হোক, খুনটা তাহলে আমি করিনি, মনে হচ্ছে, তুমিও না। তাহলে মার্শালকে নিয়ে মোট সাতজনকে সন্দেহ করা চলে। কিন্তু এই ট্রিপে কতজন লোক যাচ্ছে ঠিক জানা নেই আমার... কে যেন আসছে এদিকে!'

কানে হাড়ি, দু'হাত কোমরে, চোখমুখ ব্যথায় বিকৃত, প্রায় টলতে টলতে কামরায় ঢুকলেন কর্নেল। পিছনে মেজর ক্লোনাথন আর মার্শাল। কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে হাঁটু, কোমর ভাঁজ করে বসলেন তিনি চেয়ারে। হাত বাড়ালেন কফি পটটার দিকে।

বরফ পড়া বেড়েই চলেছে। বাতাসের চিমে তাল এখনও আগের মতই। তার মানে ঝড়টা এখনও দূরে আছে। তবে দেরিতে হলেও আসবে।

পুরোপুরি পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েছে ট্রেন। দু'পাশের পাহাড় এখন খাড়াখাড়ি উঠে গেছে। উপরে উঠে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে লাইনের উপর। অকৃত্রিম টানেলের ভিতর দিয়ে ছুটছে ট্রেনটা।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে রাভী। ট্রেন ব্রিজের উপর উঠছে, তারপর নামছে আবার। খানিক পরপরই একটা করে ব্রিজ। পাহাড়ের সারি কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জানালা থেকে দেখা যায় গভীর খাদ নেমে গেছে ঝপ করে সোজা নিচের দিকে, কিন্তু তলাটা যে কোথায়, কতদূর, তা বোঝা

যায় না।

আরেকটা ব্রিজ পেরিয়ে বাঁক নিল ট্রেন। উপর দিকে উঠে গেছে রেল লাইন এরপর। বাঁ দিকে অতল খাদ। বহু নিচে বরফে ঢাকা পাইন গাছের সাদা মাথা উঁকি মেরে দেখছে যেন ট্রেনটাকেই। হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে, চাকার সাথে লাইনের ঘষা খাবার কর্কশ আওয়াজ তুলে স্থির হয়ে গেল রেলগাড়িটা। ছিটকে পড়ে মাথা ফাটাত যাত্রী, জানালার ফ্রেম ধরে কোনমতে রক্ষা করল নিজেকে। ডাইনিংরুমের আর সবাইও ধাক্কাটা সামলে নিল, গতরাতের মত গড়াগড়ি খেতে হলো না কাউকে। চেয়ারটা মাতলামো থামাতেই সটান উঠে দাঁড়ান কর্নেল ক্রুজভেল্ট। তাঁকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল প্যাসেজ-ওয়েতে মেজর জোনাথন আর মার্শাল। ওদেরকে লক্ষ করল রানা। তিন সেকেন্ড অপেক্ষার পর সেও পিছু নিল।

ট্রেন থেকে নামতেই পা ডুবে গেল গুঁড়ো বরফের স্তরে। দৌড়ে আসছে এদিকে ক্রিস্টোফার। ভূতে পাওয়া বিকৃত চেহারা, চেনাই যাচ্ছে না। কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই দেখে মেজর 'কাণ্ড দেখো' বলে দু'পা এগিয়ে গেল এক পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলল ক্রিস্টোফারকে। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে শরীরটাকে বাঁকাচোরা করে তুলল ক্রিস্টোফার। 'ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন আমাকে।' হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে সে মেজরকে। 'গেছে! গেছে বেচারা...গড! ওহ্ গড!'

ক্রিস্টোফারের কানের কাছে মুখ রেখে চেঁচিয়ে উঠল, জোনাথন, 'কে? কে গেছে?'

'ফায়ারম্যান, আমার ফায়ারম্যান— চার্লস!' মেজরকে বেতাল করে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে প্রাণপণে দৌড়ল ক্রিস্টোফার ব্রিজের দিকে। ছুটল সবাই তার পিছু পিছু।

ব্রিজের উপর উঠে কিনারার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে চাইছে ক্রিস্টোফার। সাবধানে সামনে বাড়ল আরও এক পা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল যতটা সম্ভব, দেখতে চাইছে নিচেটা। স্থির হয়ে রইল ক্রিস্টোফার কয়েক সেকেন্ড। তারপর আরও ভাল করে দেখবার জন্যে উপুড় হয়ে পড়ল কিনারায়। সবাই পৌঁছুল ওর দু'পাশে। সাথে যোগ দিয়েছে কয়েকজন সার্জেন্টকে নিয়ে নিকোলাসও।

বাট সত্তর ফুট নিচে পাথরের ভাঁজে আটকে গেছে দেহটা। আরও একশো ফুট নিচে সাদা ফেনায় দু'পাড় ঢাকা পাহাড়ী নদী।

'চু-চু-চু-চু।' আফসোসের শব্দ বেরুল গভর্নরের ঠোঁটের ফাঁক থেকে। 'বাঁচবে কিনা সন্দেহ...।'

'ঠাট্টা করছেন নাকি, গভর্নর?' ঝাঁঝাল গলায় বলল রানা। 'ও যে বেঁচে নেই তা তো বোঝাই যাচ্ছে পরিষ্কার।'

ঘন ভুরুর ভিতর থেকে রানাকে ওজন করল গভর্নর তিন সেকেন্ড। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে বসে আছে। ফাঁক হতেই ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল। 'তাই কি? সত্যিই কি...?'

মার্শাল ডেভিড বিরক্তিসূচক শব্দ করল একটা, কর্নেলের দিকে এক পা এগোল, 'ওর মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার। আপনি কি মনে করেন, কর্নেল?'

আকাশের দিকে মুখ তুললেন কর্নেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি রাখলেন রানার মুখের দিকে, 'রানা... কিন্তু ওকে এ ধরনের কোন হুকুম করার অধিকার আমার নেই।'

'নেই মার্শালেরও,' বলল রানা। 'কিন্তু হুকুম না করলেও আমি নিচে নামতাম, মার্শাল যদি উপস্থিত না থাকত।'

কয়েকজনের মধ্যে আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটে গেল এক পলকে। মার্শালকে স্থির হয়ে উঠতে দেখল রানা, দেখল নিজেকে শান্ত রাখার জন্যে দাঁতে দাঁত চাপছে সে। গভর্নর একটু যেন পিছিয়ে গেল। সামনে এগিয়ে এসে মার্শালের পাশে দাঁড়াল মেজর ম্যোনাহন, অনেকটা নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে।

'কি বলতে চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ মার্শাল ডেভিডের কণ্ঠস্বর।

'ভয় পাবার কিছু নেই, মার্শাল। আমি শুধু বলতে চাইছি আমি নিচে নামলে লাইফ লাইনটা ছেড়ে দেবার চমৎকার সুযোগ পেয়ে যাবে তুমি। কে না জানে আমার প্রতি তোমার ভালবাসার কথা? নিচের ওই নদীর পাড়ে আমাকে চির নিদ্রায় শুইয়ে রাখার লোভটা কি সামলাতে পারবে তুমি? আমার মনে হয় না।'

মুখের টান টান সতর্ক ভাবটা একটু যেন ঢিলে হলো মার্শালের। কিন্তু চোখের পাতা নড়ল না। কথাও বলল না সে আর।

'দেখ ছোকরা।' গমগমে গলায় বললেন কর্নেল ফ্লজভেল্ট। 'পায়তারা কোষো না আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার চারজন সিপাই রশিটা ধরে থাকবে। আমিও ধরে রাখব শেষ প্রান্তটা। আমি নিজে। এর পরেও আর কিছু বলবার আছে তোমার?'

একজন সিপাইয়ের হাত থেকে রশিটা নিয়ে ফাঁস তৈরি করতে শুরু করল রানা। কারও দিকে তাকালও না। বলল, 'আর এক প্রস্থ রশি চাই।' ফাঁসটা মাথা দিয়ে গলিয়ে কোমরে নামাল রানা।

'আরও এক প্রস্থ?' জানতে চাইল মেজর ম্যোনাহন। 'কেন? ওটাই তো তোমার মত পঞ্চাশজন ঘোড়াকে আটকে রাখবে।'

টান মেরে কোমরে আটকে নিল রানা ফাঁসটা।

'বড় বেশি কথা বলছ তুমি, মাসুদ রানা।' কর্নেল গম্ভীর। 'যাও, নামো এক্ষুনি।'

'কিন্তু, কর্নেল, একটু ভেবে দেখুন, আপনি নিজেই যদি ওখানে মরে পড়ে থাকতেন এবং তারপর চিল শকুনে যদি আপনার দেহটা ঠুকরে ঠুকরে খেত—কেমন হত? চিন্তা করতে খুব ভাল লাগছে কি?'

কর্নেলের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রানার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন তিনি। যেন বুঝতে পারছেন না ওকে।

'হিউম্যানিটি, হাহ্?' ব্যঙ্গ করল মার্শাল ডেভিড।

নিকোলাসের দিকে হড়ি তুললেন কর্নেল। কিন্তু কিছু বললেন না। হুকুমটা বুঝতে পেরে ছুটল সার্জেন্ট। রশি নিয়ে ফিরে এল এক মিনিটেই।

দু'মিনিটও লাগল না রানার চার্লসের তোবড়ানো শরীরটার কাছে পৌঁছুতে। মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও। ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারছে। পত পত করে উড়ছে রানার শার্ট। উবু হয়ে বসল ও। বাঁধল মৃত চার্লসের শরীরটা দ্বিতীয় রশি দিয়ে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। উপর দিকে তাকাল না ও। হাত মাথার উপর তুলে ইঙ্গিত করেই উঠতে শুরু করল উপর দিকে।

উঠে আসতে বিস্মিত, কিছুটা বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কর্নেল, 'ওয়েল?'

কোমর থেকে রশি খুলছে রানা। মুখ না তুলেই বলল, 'গুঁড়ো হয়ে গেছে খুলিটা। প্রায় সব ক'টা মেজর রিব ভেঙে গেছে বুকের।' মুখ তুলে তাকাল সরাসরি ক্রিস্টোফারের চোখের দিকে। 'ওর হাতে কাপড় জড়ানো দেখলাম এক টুকরো—কেন?'

'বাইরে থেকে জানলার বরফ পরিষ্কার করছিল ও,' উত্তরটা যেন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ক্রিস্টোফার। মুখস্থ বুলির মত আউড়ে গেল। কিন্তু কর্নেলের দিকে আড়চোখে তাকাল একবার। কথাটা বলতে গিয়ে মাঝপথে ঢোক গিলল একবার। 'হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে নেয়াটা ফায়ারম্যানদের একটা অভ্যাস। এতে করে, ঝুলে থাকা সহজ হয়।'

'চার্লসের বেলায় তা হয়নি,' বলল রানা। তাকাল কর্নেলের দিকে। 'কেন হয়নি? যদি দেখতে চান, আপনাকে আমি কারণটা দেখাতে পারি। আসুন।'

কর্নেল নয়, রানাকে অনুসরণ করল মার্শাল, জোনাথন ও গভর্নর। সকলের অনেক পিছনে কর্নেল। চিন্তায় ভারী হয়ে উঠেছে যেন কর্নেলের মাথাটা, বুকে ছুঁই ছুঁই করছে চিবুক।

ইঞ্জিনরুমে ওঠার পাদানির পাশ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ড্রাইভার ও বয়লারের পাশে দুটো জানালা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বরফ। খুঁটিয়ে দেখল ব্যাপারটা। পিছিয়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ইঞ্জিনরুমের উপর।

মেজর আর মার্শালের সাথে উপরে উঠল ক্রিস্টোফারও।

কারও দিকে না তাকিয়ে নিজের চারদিকটা দেখে নিল রানা তীক্ষ্ণ চোখে। পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল কাঠ রাখার জায়গাটা তিনভাগের দু'ভাগ খালি। কিছু কাঠের একটা স্তূপ শুধু পিছন দিকটাতেই। ডান দিকে কিছু কাঠ থাকলেও তা ছড়ানো-ছিটানো, যেন হঠাৎ টান মেরে ফেলার পর সেগুলোকে আর গুছিয়ে তোলা হয়নি।

লম্বা শ্বাস নিল রানা। কিসের যেন গন্ধ নিতে চাইছে আরও পরিষ্কার ভাবে। অযত্নের সাথে ফেলে রাখা কাঠগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। তারপর হাত বাড়িয়ে কাঠের ভিতর থেকে বের করে আনল বোতলটা।

'টেকুইলা,' বলল রানা। 'দেশী মদ। পুরো বোতলটা গলায় ঢেলেছিল

চার্লস। ওর কাপড়েও গন্ধ পেয়েছি আমি,' তাকাল ক্রিস্টোফারের দিকে। 'জেনেও স্বীকার করোনি তুমি কথাটা।'

মার্শাল পারে তো ক্রিস্টোফারের ঘাড় মটকায়। হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'কি বলবার আছে তোমার, ক্রিস্টোফার?'

'ফর গডস সেক, মার্শাল। আমি বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না।' মিথ্যে কথা বললেও তা বোঝার উপায় নেই ক্রিস্টোফারের চেহারা দেখে। 'আমার নাকে ব্যারাম আছে, সবাই জানে। ছাগলের বিষ্ঠায় রঙ মাখিয়ে দোস্ত-বন্ধুরা পরিবেশন করে আমাকে বলত, ভারতীয় মিঠি, কালোজাম—গন্ধ শুঁকে কিছুই বুঝতাম না আমি, মুখে পুরতাম!' থোঃ থোঃ করে থুথু ফেলল ক্রিস্টোফার জানালার দিকে ফিরে। 'গন্ধ পাই না আমি, সবাই জানে। চার্লস যে মদ খেত, তাই জানতাম না আমি!'

'কিন্তু তুমি খাও!' উঁকি দিলেন কর্নেল ইয়্যিনজনের ভিতর। 'মিলিটারি আইনে বিচারের ব্যবস্থা করব তোমার আমি, বোলো!'

চোখ তুলে কর্নেলের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল ক্রিস্টোফার। কিন্তু তাকিয়েও চোখ নামিয়ে নিতে হলো, স্থির রাখতে পারল না দৃষ্টি। 'ডিউটির সময় মদ খাই না আমি, স্যার।'

'গত সন্ধ্যায় ক্রিক সিটির ডিপোতে মদ খেয়েছ তুমি।'

'মানে যখন ট্রেন চালাই···'

'থামো!' ধমক মেরে থামিয়ে দিলেন কর্নেল ক্রিস্টোফারকে, তাকালেন মার্শালের দিকে, 'আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'না, কর্নেল।'

'ঠিক আছে,' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল, ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

'স্যার!' তাড়াতাড়ি বলল ক্রিস্টোফার। 'দুটো ব্যাপার···জ্বালানি ফুরিয়ে এসেছে আমাদের···'

'মাইল খানেকের মধ্যে ডিপো আছে একটা, লোডিং পার্টি ঠিক করা আছে আমার। আর কি?'

'আর, কাজ করতে করতে খুব হাঁপিয়ে গেছি, স্যার। চার্লসের জায়গায় আর কাউকে, মানে ব্রেকম্যান রিচার্ডকে যদি···কয়েক ঘন্টার জন্যে আমাকে একটু বিশ্রাম···'

'দেখা যাবে।'

মাথাটা লোকোমোটিভের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল ক্রিস্টোফারের। তুমুল বরফ পড়ছে এখন। কাছে এসে গেছে সামনের ডিপোটা।

উঁকি মেরে দেখে নিয়েই মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফার। ফিরে এল কন্ট্রোল প্যানেলে। ডিপোর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। তিনদিক ঘেরা ছাউনি, উপরে টিনের শেড। গোটা ছাউনিটা কর্ড কাঠে ঠাসা।

এক্সদল লোক জড়োসড়ো হয়ে নামল ট্রেন থেকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার উপর ইন্ডিয়ানদের ভয়। ভয়চকিত মুখগুলো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সময়টা

দুপুর, কিন্তু ঘন হয়ে তুষার পড়াতে চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। বাতাসের দাপট আরও বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। তুষারে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি, কয়েক হাতের বেশি দেখা যায় না।

ইঞ্জিনের দরজা থেকে ছাউনি অবধি সরল রেখার উপর দাঁড়ান লোকগুলো হাড়াহাড়া ভাবে। হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে কাঠ। তাড়াতাড়ি করার কথা বলতে হলো না কাউকে। সবাই ক্ষিপ্র হাতে কাজটা শেষ করে আবার ট্রেনে উঠতে পারলে ধড়ে প্রাণ ফিরে পাবে।

ট্রেনের অন্য পাশে সেই সময় হাঁটছে রানা। দ্রুত। লাফ দিয়ে উঠল সে সাপ্লাই ওয়াগনের পাদানিতে। মাথায় ক্যাডানরি ম্যানের টুপি, গায়ে ভারী ওভারকোট। দরজার তালাটা পরীক্ষা করে দেখল, বের করল ওভারকোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের টুকরো, সন্দেহ হতে ঝট করে ঘাড় ফেরাল পিছন দিকে। কেউ আসছে না দেখে টুকরোটা ঢুকিয়ে দিল তালার ভিতর, বাঁকা করে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল তালাটা। চট্ করে ঢুকেই বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে দরজাটা।

ফস করে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে লণ্ঠনটা জ্বালল রানা। ওভারকোটের গা থেকে তুষার কণা ঝেড়ে ফেলল। এটা ও চুরি করেছে অফিসারদের র‍্যাক থেকে। লণ্ঠনের লালচে আলোয় ঘুরে ফিরে ওয়াগনটা দেখতে শুরু করল ও।

পিছন দিকে বড় সাইজের চারটে র‍্যাকে সাজানো বত্রিশটা কফিন। সবগুলো একই রকম দেখতে। ওয়াগনটার বাকি অংশও ভরাট নানারকম জিনিসে। ডান পাশের বস্ত্র আর ব্যাগের ভিতর খাদ্যদ্রব্য। বাঁ পাশে তেল চিটচিটে লোহার ফিতে দিয়ে আটকানো কাঠের বাক্স কয়েকটা, বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে সেগুলোর গায়ে লেখা: MEDICAL CORPS: SUPPLIES: UNITED STATES ARMY.

পড়ে থাকা একটা তারপুলিনের কোণা ধরে উপর দিকে টান মারল রানা। আছে বাক্সগুলো। লাল কালিতে গায়ে লেখা: DANGER! DANGER! DANGER!

সবচেয়ে নিচের ছোট তারপুলিনটা ওঠাতে পাওয়া গেল হাতলওয়ালা ছোট্ট ধূসর রঙের একটা বাক্স। এর গায়ে লেখা: U.S.ARMY POSTS & TELEGRAPHS. উঠিয়ে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা তারপুলিনটা। বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে নিভিয়ে দিল লণ্ঠন। দরজা খুলে মাথা বের করল বাইরে। দুটো দিক দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিচে নামল রানা। ভারী ট্রান্সমিটারটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল ও। এদিক ওদিক চেয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়া রাখার ওয়াগনটার সামনে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে বন্ধ করল সেটা।

লণ্ঠনের আলোয় নড়েচড়ে উঠল ঘোড়াগুলো। সামনে ফেলে রাখা খড় চিবুচ্ছিল সবগুলো, আলোয় ঠিক ঠাক করে নিল যে-যার পজিশন, যাতে

ধাক্কাধাক্কির কারণ না ঘটে। মোটেও গুরুত্ব দিল না রানাকে কেউ। দু'একটা অলস ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকালেও রানা ওদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না।

মেঝে থেকে পড়ে থাকা শাবলটা তুলে নিল রানা। ডান পাশের বাঙ্কটার পাশ থেকে তক্তাটা খুলে নিল শাবলের চাড় মেরে। পকেটের ভারপুলিনটা বের করে জড়িয়ে নিল ট্রান্সমিটারটা, প্রায় তিনফুট বড়ের নিচে ঢুকিয়ে রাখল প্যাকেটটা। চব্বিশ ঘণ্টা লুকিয়ে রাখতে চায় এটাকে রানা।

ঘোড়ার ওয়াগন থেকে নেমে পিছন দিক থেকে উঠে পড়ল রানা অফিসারদের কোয়ার্টারে। হুকে ঝুলিয়ে রাখল গা থেকে ওভারকোটটা খুলে। প্যাসেজ-ওয়ে ধরে এগিয়ে গেল ওয়াগনটার সামনের দিকে। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ডান দিকে তাকাল। তারপর ফিরে এসে ঢুকে পড়ল কিচেনে। নিকষ কালো নিগ্রোটা বাবুর্চির সাদা পোশাক পরে আছে। রানাকে দেখে মুখ তুলল, সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, জিভটা দেখা গেল লাল টকটকে। 'গুডমর্নিং, স্যার!'

'গুডমর্নিং। তুমি হেনরি না? হেড বাবুর্চি?'

'জী, স্যার।' হাসছে হেনরি। 'মি. মাসুদ রানা, তাই না, স্যার? শুনেছি আমাদের আপনি, নিশ্চয়ই ভুল করিনি আমি, স্যার? কফি খাবেন, স্যার?'

'খাব,' বলল রানা। 'তুমি বোবা হয়ে থাকতে পারো যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হয়। কথাবার্তা বেশি পছন্দ করি না আমি।'

ইঞ্জিনরুমের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল ক্লডভেন্ট। পাদানির উপর ক্রিস্টোফার।

'যথেষ্ট হয়েছে, স্যার। এতেই চলবে। ধন্যবাদ।'

নিচে হেসে উঁকি দিয়ে তাকান কর্নেলের দিকে সার্জেন্ট নিকোলাস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

'ছুটি দিয়ে দাও,' বললেন কর্নেল।

নিজের লোকদের ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দিল নিকোলাস। দেখতে দেখতে ছুটোছুটি করে হারিয়ে গেল ওরা অন্ধকারে। সবার আগে কে কোচে উঠবে সেই প্রতিযোগিতা।

'খোরাক পেয়ে ইঞ্জিনটা তাহলে আবার তৈরি হলো, কি বলো হে?' কর্নেল বেশ তৃপ্তির সুরে বলছেন, ভুলে গেছেন ক্রিস্টোফারের অপরাধের কথা। মস্ত দেহটা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে উপর থেকে দেখছেন বরফ পড়া। হাতের ছড়িটা দিয়ে বাড়ি মারছেন পায়ের গোড়ায়।

'তুষার ঝড়টা থামলেই রওনা দিতে পারব আমরা, স্যার।'

'ইঞ্জিনের ভার কিছুক্ষণের জন্যে ব্রেকম্যানকে দিতে বলছিলে, আমার মনে হয়, এটাই উপযুক্ত সময়।'

মাথা দোলান ক্রিস্টোফার। 'তখন বলেছিলাম বটে, স্যার। কিন্তু এখন ভাবছি, সামনের তিনটে মাইল রিচার্ড যেখানে আছে সেখানে থাকলেই ভাল

হত। তার চেয়ে যদি আপাচীকে পেতাম, কাজ হত।'

'পরবর্তী টিলাটা কি?' হর্নের উপর থেকে ক্রিস্টোফারকে ভাল করে দেখবার জন্যে একটু ঝুঁকে পড়লেন। পায়ে দাঁড় মারা বন্ধ করে ছড়িটা কানে চেপে ধরলেন 'কেন?'

'হংমানপাসের চূড়ায় উঠব আমরা, স্যার। সবচেয়ে খাড়া পাহাড়। লাইনটা গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে।'

'হুঁ। ঠিক আছে।' লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন হর্নেন। ব্রেকভ্যানেই থাকা দরকার ব্রেকম্যানের।

চার

ফোর্ট হ্যাঙ্কোক : সরু একটা পাথুরে উপত্যকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গ নির্মাণের জন্যে আদর্শ একটা জায়গা বেছে নেয়া হয়েছে। পিছনে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পুব-দক্ষিণ দিকটাকে ঘিরে রেখেছে গভীর একটা নালা। শীতের শেষে বরফ গলতে শুরু করলে এই নালাই হয়ে যায় নদী। দুর্গটার সামনে দিয়ে পুব-পশ্চিমে চলে গেছে রেল-লাইন নালাটাকে ডিঙিয়ে। ফোর্ট হ্যাঙ্কোককে ছাড়িয়ে আরও অনেক পশ্চিমে ভার্জিনিয়া সিটি।

কবে যে গোড়াপত্তন হয়েছিল দুর্গটার তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। ১৮৪১ সালে যখন এই ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলওয়ের জন্ম হয় তখনও ছিল ফোর্ট হ্যাঙ্কোক

বাইরের দেয়ালগুলো আর বিল্ডিংটার কাঠামোটা বাদ দিয়ে দুর্গটা তৈরি করা হয়েছে পাইন বা ওই জাতের গাছের গুঁড়ো দিয়ে। সিঁড়ি থেকে শুরু করে দোতলার মেঝে পর্যন্ত সব কাঠের। নদী আর রেলপথ পার্বত্য উপত্যকার একটা জায়গায় সমান্তরাল পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেই জায়গাটার দিকে সরাসরি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত, ভারী কাঠের গেটটা। শত বছরের প্রাকৃতিক অত্যাচার সহ্য করে কাঠগুলো লোহার চাইতেও শক্ত হয়ে গেছে। ভিতরে ঢুকে হাতের ডান দিকেই গার্ডরুম। বাঁ দিকে গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের গোডাউন। প্রকাণ্ড উঠানটার গোটা পুব দিক জুড়ে একটা টিনের দোচালা। আস্তাবল ওটা। পশ্চিমে সৈনিকদের কোয়ার্টার আর রান্নাঘর। অফিসারদের কোয়ার্টার দক্ষিণ দিকটায়। ওদিকেই প্রশাসন, টেলিগ্রাফ অফিস, সিক বে এবং গেস্ট-হাউস।

নিঃসঙ্গ ফোর্ট হ্যাঙ্কোকের চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। এলাকাটা নো ম্যানস ল্যাণ্ড হিসেবেই পরিচিত।

পশ্চিমের উপত্যকা বেয়ে এগিয়ে আসছে দলটা। ফোর্ট হ্যাঙ্কোকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। হাড় কাঁপানো শীত আর তুষার কণার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে প্রত্যেকের পায়ের নখ থেকে কান পর্যন্ত চামড়ার পোশাকে

ঢাকা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে পিউটী ইন্ডিয়ানগুলোকে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা ঘোড়াগুলোর। ঘুগাম্নে গোঁথে যাওয়া খুব বের করে নিতে কী হচ্ছে ওদের। থেমে থেমে, মন্থর গতিতে এগোচ্ছে পিঠে সওয়ার নিয়ে। পিউটীদের মধ্যে একটা লোকই এখনও প্রফুল্ল ও প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। গায়ের রংটা ফ্যাকাসে তার, চেহারার মধ্যে সৌন্দর্য আছে। পুরো দলটা থেকে এক পলকে তাকে আলাদা করে নেয়া যায়। শিরদাঁড়া সোজা রেখে ঘোড়ার পিঠে বসার কায়দাটা চমৎকার, রাজাধিরাজ মহাবীর আলেকজান্ডার দুর্গ জয় করতে আসছেন যেন। কিন্তু পিউটীরা বা তাদের দলপতি দাও আলেকজান্ডারের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ।

দুর্গের খোলা গেট দিয়ে দলটাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল দাও। বাধা এল না কোথাও থেকে। এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না কোন দিকে। হাত শূন্যে তুলে সবাইকে থামার নির্দেশ দিল দাও। ঘোড়া ও ঘোড়ার পিঠের সওয়ারগুলো মূর্তি হয়ে গেল মুহূর্তে। রঙ মাখা বীভৎস মুখ পিউটীদের, থমথম করছে। চারদিক নিস্তব্ধ। ঘোড়া থেকে নেমে একা এগিয়ে গেল দাও কাঠের তৈরি কামরাটার দিকে।

দরজায় ইংরেজী অক্ষরে লেখা: COMANDANT এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল দাও। তারপর ধাক্কা মেরে দরজা খুলেই ভিতরে ঢুকে পড়ল বন্ধ করে দিল সে দরজাটা ভিতর থেকে। তুষারবিহীন বাতাস মাথা কুটতে শুরু করল আবার দরজার গায়ে।

কর্নেল জ্যাকসনের ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে আর্মচেয়ারে বসে আছে সিম্পসন। এক হাতে কর্নেলের বাক্স থেকে নেয়া চুরুট, অন্য হাতে কর্নেলেরই বোতল থেকে ঢালা হুইস্কির গ্লাস।

শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল সিম্পসন। মুহূর্তে সিধে হয়ে গেল শিরদাঁড়া নেমে এল পা দুটো ডেস্ক থেকে। এমনিতে কাউকেই পরোয়া করার বান্দা সিম্পসন নয়। কিন্তু সদা জাগ্রত এই রেড ইন্ডিয়ান সর্দারকে সমীহ করে চলতে হয় তাকে। একে অসম্মান করার দুঃসাহস সে দেখাতে পারে না। 'এসো, এসো। খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছ দেখছি।'

সামনের টেবিলের উপর একটা পা রেখে দাঁড়াল দাও। হাত বাড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে তুলে নিল হুইস্কির বোতলটা। 'খারাপ আবহাওয়ায় আস্তে চলা মানেই তো বিপদ।'

'সব কিছু ঠিক আছে? সানফ্রান্সিসকোর দিকে লাইন ?'

'কেটে দিয়েছি,' পা নামিয়ে পাশের চেয়ারে বসল দাও 'অনিভোরা দুর্গের কেবল-ব্রিজটাও উড়িয়ে দিয়েছি।'

হাত লম্বা করে কালো চুরুটের গায়ে তর্জনী দিয়ে তিনটে টোকা মেরে ছাই ঝাড়ল সিম্পসন। 'চমৎকার, প্রশংসা করতে হয় তোমার। কতক্ষণ সময় আছে আর আমাদের হাতে?'

'কিসের সময়? ট্রেনে করে সৈন্য এসে পৌঁছুবার?'

উপর নিচে মাথা দুলিয়ে সিম্পসন বলল, 'হ্যাঁ।' তর্জনী তুলল সে নিজের

নাকের সামনে খাড়া থাকে। আমার ইচ্ছে, দাও, ফোর্ট মাথোসে কোন রকম গোলমাল আছে তা যেন ওরা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। কোন সুযোগ দিতে চাই না ওদের।'

'দরটা খুব চড়া হেঁকেছ তুমি, সিম্পসন,' খানিক চিন্তা করল দাও হাতের গ্লাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। 'কম করেও তিনদিন লাগবে। এর কমে পারব না।'

'লাগলই না হয়। অসুবিধে নেই। হিসেব করলে দাঁড়ায়, কাল দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে এসে পৌঁছবে ট্রেন।'

'ট্রেনের সিপাইরা?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সিম্পসন, একটু যেন চমকে উঠল। বলল, 'আর কোন কথা নয় এ প্রসঙ্গে।' বলেই ভুলটা ধরতে পারল, সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'খুব ধকল গেছে তোমাদের শরীরের ওপর দিয়ে, একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও এবার। অন্ধকার নামার আগেই তো আবার রওনা দিতে হবে তোমাদের।'

দাও কথা বলল না, কিন্তু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সরল না তার সিম্পসনের মুখ থেকে। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে সিম্পসন।

'অনেক সময় হাতে আছে, সিম্পসন। সময় থাকতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে চাই আমি। ফোর্ট দখল করার যে কথা হয়েছে তা আর একবার যাচাই করে নিতে না পারলে ঠিক যেন উৎসাহ বোধ করছি না। ফোর্টের কাছেপিঠে তোমার বিশ্বাসী বন্ধুর দল আছে কি নেই জানব কিভাবে আমি?'

'মানে?'

দাও হাসল, 'ধরো, হঠাৎ একদল লোক এসে রাতের জন্যে আশ্রয় চাইল ফোর্টে। বন্ধুদের সাদরে আশ্রয় দিলে তুমি। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তোমার মত দয়ার সাগরের কাছে সাহায্য চাইলে তুমি তাদেরকে নিরাশ করতে পারবে না, এ আমি জানি। তারপর কি হবে? গেটে পাহারা দেবে আমার যে দু'জন লোক তাদেরকে খুন করা খুব একটা কঠিন হবে না তাদের পক্ষে। বাইরে অপেক্ষারত মূল দলটা এরপর অনায়াসে ঢুকে পড়বে ফোর্টের ভিতর। ওদিকে আমার দলের সবাই তখন গভীর ঘুমে। পিঁপড়ে মারার মত মারবে তোমার বন্ধুরা ওদেরকে, ওরা টেরই পাবে না কোথা থেকে কোথায় চলে গেল ঘুমের ভেতর। কেমন শোনাচ্ছে?'

বুরবন বোতলটা তুলে নিল সিম্পসন।

'যতই ভাবছি ততই যেন সম্ভব বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা,' বলে চলল দাও। 'গার্ড দু'জনকে খুন করতে পারলেই জিতে যাবে তুমি। আমার গোটা দলটা নিমেষে নাশ হয়ে যাবে...'

'তোমার মাথা খারাপ...।'

'না,' গম্ভীর স্বরে বলল দাও; 'সিম্পসন, কোন বদ মতলব যদি থাকে, এই মুহূর্তে ত্যাগ করো। কথাটা তোমার ভালর জন্যেই বলছি। একটা কথা মনে

রাখলেই চলবে—দাওর সাথে কারবার করছ তুমি। দাও!' বলেই বুরবন বোতলটা সিম্পসনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে নিজের মাথার উপর ঘা মারল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে পড়ল বোতলটা। ভাঙা বোতলের গলাটা তখনও ধরা রয়েছে হাতে। মাথার চুল, কান, জুলফি বেয়ে হুইস্কি নামছে কাঁধের উপর। চোখে পলক নেই দাওর, চেয়ে আছে সিম্পসনের চোখের দিকে। হঠাৎ সে গলা ছেড়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

'ভয় লাগে, সিম্পসন?' বোতলের গলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডেস্ক থেকে ভাঁজ করা একটা রুমাল তুলে নিয়ে মাথা মুছতে শুরু করল দাও। 'নিজের স্বার্থের কথাই শুধু বোঝো। পিউতীদের কথা ভাব না এতটুকু। পুরো একটা রাত আর দিন ঘোড়ার পিঠে কাটাতে হয়েছে আমাদের অনিডোরা ব্রিজটা ওড়াবার জন্যে। তোমার বিবেচনা নেই একটু। এখন আবার হুকুম করছ আর একটা কাজের।'

সিম্পসন সামলে নিয়েছে নিজেকে। গোঁয়ারের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার একটাই কথা, পুরো সৈন্যদলটা কোনমতেই যেন এসে পৌঁছুতে না পারে, ব্যস। এর জন্যে যা কিছু করার সব করতে হবে তোমাকে। এটাই ছিল আমার প্রথম শর্ত।'

'কিন্তু ভেবে দেখেছ, কত লোক হারাতে হতে পারে আমাকে? ট্রেনে যে সৈন্যদলটা আসছে তারা যোদ্ধা, চাষি নয়। প্রাণপণে বাধা দেবে ওরা। প্রাণ নেব নয় দেব—এই প্রতিজ্ঞা করে ঝাঁপিয়ে পড়বে না প্রতিটি সৈন্য? আমাকে তারা কতটা ঘৃণা করে তা কি তোমার অজানা আছে? ওরা হেরে গেলেই বা কি, কেউ না কেউ ফিরে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে ঠিকই বেঁচে থাকবে। তখন? ব্রিগেডের পর ব্রিগেড পাঠানো হবে না দাওকে ধ্বংস করার জন্যে? তাই বলছি দরটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি, সিম্পসন?'

সিম্পসন হাসছে। বলল, 'কিন্তু খবর দেবার জন্যে ধরো যদি একজনও বেঁচে না থাকে? পুরস্কারটাও কি বেশি হয়ে যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে?'

নিঃশব্দে চিন্তা করতে লাগল দাও। এক মিনিট পর বারকতক মাথা ঝাঁকাল সে। বলল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। পুরস্কারটাও বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

ডিপো থেকে স্টার্ট নেবার ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় ট্রেন পৌঁছে গেল হংম্যানপাসের উপর।

ডে-কমপার্টমেন্টের হিমশীতল জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে বাইরে চেয়ে আছে বাতী। আর সবাই বসে আছে থমথমে মুখে।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বাতী লাইনের পিছনটা। দু'মাইন সোজা এগিয়ে বাঁক নিয়েছে, ক্রমশ নেমে গেছে নিচের দিকে। তুষারপাত এখন স্বল্পই বলা চলে। দৃষ্টি পথে কোন বাধা নেই। তবে বাতাস দামাল হয়ে উঠেছে আরও। বাতাসের সাথে উড়ছে, ছুটোছুটি করছে দুটো একটা তুষারকণা। পাগলা বাতাস এদিক ওদিক থমকে দাঁড়াচ্ছে, ঘুরতে শুরু করছে দ্রুতগতিতে—সৃষ্টি

হচ্ছে তুষার চূর্ণ।

কর্নেল কম্পার্টমেন্টে বসে আছেন। কার উপর তা তিনি নিজেও জানেন না। হাতের ছড়িটা দু'হাতে ধরে মোচড়াচ্ছেন, ইচ্ছে হচ্ছে মেডাভেজের পাছায় কষে বাড়ি মারেন। কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। এদিকে ঠাণ্ডা লেগে কাশির মাত্রাটা বেড়ে গেছে অনেক। আর কাশলেই কোমরের ব্যথাটা ব্যস্ত করছে, খোঁচা মারছে বেয়নিটের মত।

মার্শান চেয়ে আছে কর্নেলের দিকে। কর্নেল চোখ তুলতেই চোখাচোখি হলো।

'আপনার তদন্তের ফলে কিছুই কি জানা গেল না, মার্শান?'

'না, স্যার। কেউ কিছু দেখেনি বা শোনেনি। এ ভারি আশ্চর্যের কথা!' কিন্তু এতটুকু আশ্চর্য বা দুঃখিত দেখাচ্ছে না তাকে। ভাবাবেগে ভোগার লোক সে অন্তত নয়। 'কেউ কাউকে যে সন্দেহ করছে, তাও নয়। স্বীকার করছি, স্যার, এক পাও এগোয়নি আমার তদন্তের কাজ।'

'অদৃশ্য সব সূত্রই চেষ্টা করলে আবিষ্কার করা যায়,' বলল রানা। 'আমার হাত-পা বাঁধা ছিল, সুতরাং আমি সন্দেহের উর্ধ্বে। আমাকে ছাড়া পুরো আশিজনকে সন্দেহ করতে হবে আপনার, কর্নেল। এদের মধ্যে আইনের লোক…'

একটা প্রচণ্ড, কর্কশ ধাতব আওয়াজ হতে থেমে গেল রানা। চেয়ার থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে দেহটা কর্নেলের। হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছেন তিনি, চরম বিপদটা সামনা-সামনি চলে এসেছে। 'কিসের? কিসের আওয়াজ ওটা?'

হতভম্ব হয়ে পড়েছে সবাই। কর্নেলের কথায় যেন সংবিৎ ফিরল। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে ছুটল সবাই জানালার দিকে।

জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে বোবা হয়ে গেল সবাই।

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ট্রেনের শেষ তিনটে ওয়াগন। দুটো ট্রুপ কোচ আর ব্রেকভ্যানটা দ্রুতবেগে নেমে যাচ্ছে খাড়া বাঁক নেয়া লাইন ধরে হংম্যানশাসের দিকে। ঘোড়ার ওয়াগন আর ট্রুপ কোচের মধ্যবর্তী ফাঁকটা চোখের পলকে বেড়ে যাচ্ছে দেখে অনুমান করা যায় কত দ্রুত ছুটছে পিছন দিকে বাকি তিনটে।

'কিছু একটা করা দরকার।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা। পরমুহূর্তে বোকা মনে হলো নিজেকে ওর। করার কিছুই নেই আসলে। তিনটে ওয়াগনের মাঝখানেরটায় ছিল নিকোলাস। আচমকা দ্রুত গতির উল্টো পরিবর্তনে ছিটকে পড়ল সে বাঙ্ক থেকে, গড়িয়ে গেল দেহটা, ঠুকে গেল মাথা দেয়ালের সাথে। মেঝের নিচে চাকা আর লাইনের ঘষায় কান ফাটানো খটাখট খটাখট আওয়াজ হচ্ছে। সাংঘাতিক চাপ সইতে না পেরে যে-কোন সেকেন্ডে খুলে যেতে পারে লাইনের জয়েন্টের ফিসপ্লেটগুলো।

কালো হয়ে গেছে মুখগুলো সবার। সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা বসতে পারছে না কেউ। দেয়াল ধরে কোনমতে দাঁড়াল নিকোলাস। কিছুই বুঝতে

পারছে না সে। সিপাইদের দরজা খোলার নির্দেশ দিল গালাগাল করে।

চারজন সিপাই ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর। এক টানে যেটা খোলা যায় সেটা খুলতে গিয়ে গলদঘর্ম হলো চারজন, কিন্তু ফল হলো না। খুলল না দরজা। হাল ছেড়ে দিল সিপাইরা। ট্রেনের অবিরাম ঘটাং ঘটাংকে স্তব্ধ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'জেসাস।' চিৎকার না কান্নার আওয়াজ বোঝা মুশকিল। 'বাইরে থেকে তালা মারা দরজায়!'

ডে-কমপার্টমেন্টের সাতজন বোকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। অসহায় দর্শক ওরা, সাহায্য করার কোন উপায়ই নেই ওদের হাতে। দেখতে পাচ্ছে, ক্রমশ গতি বাড়ছে বগী তিনটের। মাতালের মত এদিক ওদিক দুলছে মারাত্মক ভঙ্গিতে, যে কোন মুহূর্তে লাইনচ্যুত হয়ে কাত হয়ে পড়তে পারে খাদের কিনারায়। সাঁ সাঁ করে নেমে যাচ্ছে সবচেয়ে বিশ্রী বাঁকটার দিকে।

খেপা কর্নেল খেঁকিয়ে উঠলেন, 'গর্দভের বাচ্চা গার্ড, ব্যাটা ব্রেকম্যান, ব্রেক চাপ...ব্রেক চাপ...ব্রেকটা...'

ওদিকে দিশেহারা নিকোলাসের মাথাতেও প্রশ্নটা তড়পাচ্ছে, ব্রেকম্যান কি করছে? ব্রেক কষে থামাবার চেষ্টা করছে না কেন সে বগী তিনটেকে? ঘুমুচ্ছে নাকি...নাহ্। এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য...।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটল নিকোলাস। পিছনের দরজার কাছে পৌঁছে দেখল সিপাইরা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিক মুখ করে। ছোট্ট গোল কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরেটা দেখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে আছে সবাই। একজনকেও সরাতে পারল না নিকোলাস ওখান থেকে। আবার এগোল সে মাঝের দরজার দিকে। ভীড় কিছুটা কম এখানে। কোমর থেকে কোল্টটা বের করে কর্নেলের শিরদাঁড়ায় খোঁচা মারল সে, হুকুম করল সরে যেতে।

তালার গায়ে নল ঠেকিয়ে গুলি করল নিকোলাস। বন্ধ কামরার ভিতর প্রচণ্ড শব্দ হলো গুলির। চারটে গুলি খরচ করার পর ছিটকে বেরিয়ে গেল তালাটা। হাতল ধরে চাপ দিতেই ক্যাঁচ করে খুলে গেল দরজা। প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় উড়ে যাচ্ছিল পিছন দিকে নিকোলাস, পিছন থেকে ধরে ফেলল ওকে সিপাইরা। তাদেরকে গুঁতো মেরে নিজেকে মুক্ত করল সে। বাতাসের বিপরীতে পা বাড়াল, চৌকাঠ পেরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। পা পিছলে যেতে উন্মাদের মত এক হাতে ধরে ফেলল কবাটের জয়েন্ট, অপর হাতে দরজার পাশের হাতল। তুলোর মত বাতাসে উড়ে গেল পিস্তলটা হাত থেকে খসে যেতেই।

দরজার হাতল ধরে ঝুলতে থাকল নিকোলাস। মারাত্মক ঝুঁকিটা নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। জানালার খাঁজ ধরে ধরে ব্রেকভ্যানে পৌঁছুতে হবে। ফুটদশেক দূরত্ব, পেরোতে হয়তো সময় লাগবে তিন মিনিট, কিন্তু...এতগুলো মানুষের প্রাণ;...মন স্থির করে ফেলল নিকোলাস, যাবে সে। ব্রেকম্যানের উপর নির্ভর করা যায় না আর। যে কোন মুহূর্তে লাইন থেকে সরে গিয়ে গভীর খাদে

পড়ে যেতে পারে বগী তিনটে। মরেই আছে সব ক'জন, একটু চেষ্টা করে কিছু একটা করা যায় কিনা দেখতে দোষ নেই।

প্রথম জানালার ধারে হাত রেখে ঝুলে পড়ল নিকোলাস। দমকা বাতাসে দম আটকে গেল ওর। তীব্র বাতাস ঝাপটা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। প্রতিটি সেকেন্ড সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হচ্ছে তাকে। সেই সাথে আধ ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে এগোতে হচ্ছে।

দম ফুরিয়ে গেল নিকোলাসের, পারছে না আর। প্রায় শেষ মুহূর্তে পৌঁছুল সে পিছনের দরজার কাছে। হাতলটা ধরে পাদানিতে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাত বাড়িয়ে ধরল ব্রেকভ্যানের দরজার পাশের হাতলটা। দরজার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল ভিতরটা।

বিরাট ব্রেক হুইলটা দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানের শেষ প্রান্তে। কোন হাত, কারও হাত হুইলটাকে ধরে নেই। দুটো হাত দেখতে পাচ্ছে অবশ্য নিকোলাস। হাত দুটো ধরে আছে একটা বাইবেল। মুখ নিচু করে বাইবেলটার পাশে শান্ত হয়ে পড়ে আছে রিচার্ড। পিঠটা দেখতে পাচ্ছে সে। পিঠের উপর দিকে, শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নিচেই চকচক করছে ছোরার সাদা বাঁটটা।

ব্রেকভ্যানের দরজা খোলবার চেষ্টা করল নিকোলাস। খুলল না, তালা মারা এটাতেও। সমস্ত ভয় হঠাৎ জয় করে ফেলল সে। বেঁচে থাকার আশা এত সহজে ত্যাগ করতে পেরে হালকা বোধ করল, জীবনে যা সে করবে বলে ভাবতে পারেনি তাই করে বসল অনায়াসে। এক হাতে ক্রসচিহ্ন আঁকল নিজের বুকে, তারপর দু'হাত ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে ঘুসি মারল জানালার কাঁচে। দোল খেল বগী। মুহূর্তে হারিয়ে গেল নিকোলাস খাদের গভীর অন্ধকারে।

নিকোলাসের অপূর্ব সাহসিকতার নিদর্শন চাক্ষুষ করল এতক্ষণ ডে-কমপার্টমেন্টের সাতজন মানুষ নিঃশব্দে। শিউরে উঠল সবাই। সেই সাথে মেনে নিল বাস্তবতাকে, যা ঘটবার ঘটবেই, কারও কিছু করবার নেই।

প্রায় দু'মাইল দূরে চলে গেছে বগী তিনটে। অলৌকিক ভাবে লাইনের উপর আটকে আছে এখনও। কোনাকুনি বাঁকটার কাছে পৌঁছে শেষ রক্ষা করতে পারল না অবশ্য। এত দ্রুত বাঁক নিতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ছিটকে সরে এল জানালার কাছ থেকে বার্তী। সইতে পারল না দৃশ্যটা।

লাইনটা খুলে গেছে, না চাকাগুলো পড়ে গেছে লাইন থেকে এতদূর থেকে তার কিছুই বোঝা গেল না। উল্টো দিকের খাদের দিকে ছুটে গেল বগী তিনটে আছাড় খেতে খেতে। তারপর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ।

পুরো ট্রেনটায় বেঁচে আছে আর মাত্র এগারোজন। নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা। কারও মুখে কথা নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপছে সবাই। ঘোড়া রাখার কামরাটার

পিছনে গিয়ে থামল দলটা। পরীক্ষা করে বগী আটকানোর হুকটা দেখলেন কর্নেল। বোল্টগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখেমুখে। 'ভেবেই পাচ্ছি না, খুলল কেমন করে এগুলো? এক একটা বোল্টের সাইজ দেখেছ?'

'যে কাঠটার সাথে আটকানো ছিল বোল্টগুলো সেটা পরীক্ষা করে দেখা যাক,' বলল মেজর জোনার্দন। 'বগী তিনটে পরীক্ষা না করলে আসল কারণটা কোনকালেই বোঝা যাবে না, আমার ধারণা। তার উপায় নেই, কে নামবে খাড়িতে!'

'কিন্তু যে শব্দটা শুনলাম...'

'ঠিক কর্নেল,' বলল রানা। 'আমিও শুনেছি শব্দটা। একটা কাঠ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবার মত শব্দ।'

'ঠিক বলেছ, আসলেই মনে হয়েছিল কাঠ ভাঙার শব্দ ওটা। তুমি কি বলো, ক্রিস্টোফার? একমাত্র ব্রেকম্যান এখন তুমি আমাদের।'

'ওপরওয়ালা জানে, স্যার। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। হুকের সাথে আটকানো কাঠের টুকরোটা নষ্ট হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে রকম চড়াই ঠেলে উঠতে হচ্ছিল তাতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবার কথা, কিন্তু তাই বলে ভেঙে যাবে—ভাবা যায় না। তবে দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে এ ছাড়া আর কিছু ঘটেনি। কিন্তু স্যার, সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি আমি জিরার্ডের কথা ভেবে। ও কোন চেষ্টা করল না, কেন?'

কর্নেল শান্ত গলায় বললেন, 'কিন্তু প্রশ্নের উত্তর আমরা কখনোই জানতে পারব না। যা গেছে গেছে। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে, আর একবার রিও লিটির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা, হতভাগাগুলোর বদলে লোক চেয়ে পাঠাতে হবে। শান্তি লাভ করুক ওদের আত্মা।' একটু থেমে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'সান্ত্বনা অন্তত এটুকু যে মেডিক্যাল সাপ্লাইটা রক্ষা পেয়েছে।'

রানা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল, 'ওটা থাকা না থাকা সমান।'

ছড়িটা কাঁধের নিচে চেপে ধরলেন কর্নেল, 'তার মানে?'

'ডাক্তার নেই, ওষুধ কোন কাজে লাগবে?'

যেন বোঝেননি রানার কথা, ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন কর্নেল। বললেন, 'তুমি একজন ডাক্তার।'

'সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তারির ড-ও জানি না আমি।'

ওদের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, শুনছে। সূক্ষ্ম একটা কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল মার্টার মুখে।

ছড়ি দিয়ে জোরে বাড়ি মারলেন কর্নেল উরুর উপর। খেপে গেছেন তিনি, 'ঠাট্টা করার সময় পাওনি আর, না?' বিশ্বাস করছেন না তিনি রানার কথা। 'কলেরা লেগেছে ওখানে। তোমার আমার মত মানুষ মারা যাচ্ছে এক এক করে...'

'আমার মত মানুষই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ফাঁসিতে ঝোলাতে,' বলল

যানা। জুতসই একটা গাছ পেলেই মার্শাল নটকে দেখে আমাকে গলায় ফাঁস পরিয়ে। চুলোয় যাক আমার মত মানুষ। কলেরার ধারে কাছে নেই আমি।'

রাগে লাল হয়ে গেছে কর্নেলের মুখ, সঙ্গীদের দিকে ফিরলেন, 'মোর্স শিখিনি কখনও। জানা আছে কারও?'

'ফারগুসনের মত পারব না,' বলল মেজর জোনাথন। 'তবে যদি সময় দেন আমাকে...'

'ধন্যবাদ, মেজর,' খুশি হয়ে উঠলেন কর্নেল। 'হেনরী, সাপ্লাই ওয়াগনের একটা তারপুলিনের নিচে পাবে তুমি সেটটা। ডে-কমপার্টমেন্টে নিয়ে এসো সেটা।' তাকালেন ক্রিস্টোফারের দিকে, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোর্টে পৌছুতে চাই আমি।'

ক্রিস্টোফার দম টেনে বলল, 'একা কিভাবে যে কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ঢুকতে না পারলে মারা পড়ব আমি, স্যার।'

রাগটা দমন করতে পারলেন না কর্নেল, ধকধক করে বেশ খানিকক্ষণ কাশলেন। কথা বলার সময় রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখলেন ঠোঁট জোড়া, 'ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। এখুনি ঢুকতে যাবে?'

'রাত পর্যন্ত ঝুলে থাকতে পারব কোনমতে। আসলে, স্যার, রাতের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে চালাতে পারব আমি দিনের বেলা। সন্ধ্যা পর্যন্ত'...পাশে দাঁড়ানো আর্মি ফায়ারম্যান রাফার্টীর দিকে তাকাল সে। 'আমি আর রাফার্টী ম্যানেজ করতে পারব।'

ছুটে যাওয়া হুক আর বোল্টগুলোর দিকে চোখ রেখে কর্নেল বললেন, 'নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি হবে, ক্রিস্টোফার?'

চৌকো মুখে লেগে থাকা তুষার কণা হাত দিয়ে ঘষে মুছে ফেলল ক্রিস্টোফার, বলল, 'এ ব্যাপারে কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। স্যার, এ ধরনের ঘটনা লাখে একটাও ঘটে না। বাকি হুক আর বোল্টগুলো পরীক্ষা করে নিতে হবে, টাইট দিতে হবে এক এক করে প্রত্যেকটা। এছাড়া আর করার কিছু নেই। আমার মনে হয় এতেই হবে, আর কোন দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'ভাল। তাই করো তাহলে।' পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে হেনরীকে দেখতে পেলেন কর্নেল। 'পেয়েছ?'

'না, স্যার।'

'মানে?' ধমকে উঠলেন কর্নেল।

'সেটা নেই, স্যার।'

'কি বললে? নেই?'

'জী, স্যার। সাপ্লাই ওয়াগনে সেটটা নেই।'

'অসম্ভব!' তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল কর্নেলের গলা থেকে।

কিন্তু এতটুকু চমকাল না হেনরী। চেয়ে আছে নির্বিকার।

'ভাল করে খুঁজে দেখছ?' কেমন যেন খিঁচিয়ে গেলেন কর্নেল, হেনরীর কথা বিশ্বাস করতে শুরু করছেন তিনি মনে মনে। এমন সব অবিশ্বাস্য ঘটনা

ঘটেছে এই ট্রেনে যে আর একটা তেমন ঘটনা বিচিত্র কিছু নয়।

আহত মনে হলো হেনরীকে, 'কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি, স্যার। আপনাকে অসম্মান করার স্পর্ধা আমার নেই, তবে ইচ্ছে করলে দেখে আনতে পারেন...।'

'খোঁজো। খুঁজে দেখো সবাই গোটা ট্রেনটা!' আবার খেপে উঠলেন কর্নেল, হুঙ্কার ছেড়ে আবার কিছু বলতে গিয়ে পারলেন না, খক খক করে কেশে কাশতে শুরু করলেন অসময়ে।

কর্নেল না থামা পর্যন্ত চারদিকে তাকাতে তাকাতে হাতের আঙুল মটকাল রানা, তারপর বলল, 'দুটো কথা আছে আমার, কর্নেল। এক, রাফার্টীকে ছাড়া আর কাউকে হুকুম করতে পারেন না আপনি। দুই, আমার মনে হয়, খুঁজে লাভ হবে না।'

মনে মনে চুপসে গেলেও কটমট করে চেয়ে রইলেন কর্নেল রানার দিকে।

'ডিপো থেকে যখন কাঠ তোলা হচ্ছিল তখন একজন লোককে সাপ্লাই ওয়াগন থেকে নেমে পিছন দিকে ছুটে যেতে দেখি আমি,' আবার বলল রানা। 'ঘন তুষারের জন্যে লোকটাকে আমি চিনতে পারিনি।'

'ফারগুসন হতে পারে? কিন্তু এধরনের কোন কাজ ফারগুসন কেন করতে যাবে?'

নির্বিকার ভঙ্গি নিল রানা। 'এর ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না, কর্নেল। যা দেখেছি, বলেছি। ফারগুসন হোক বা না হোক তাতে আমার কি? আপনাদের ব্যাপার আপনারা বুঝুন, আমি নাক গলাতে যাচ্ছি না।'

'মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ হে, ছোকরা।' কর্নেল সাবধান করে দিলেন রানাকে।

'ট্রান্সমিটারটা যেই সরাক, সেটা এখন খাদের নিচে চার টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে—এই হলো আমার বিশ্বাস।'

'তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো তুমি।'

'আর আপনি তাহলে গোটা ট্রেনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখুন গে, যান।'

রিও ভিভিতে রানাকে দেখার পর থেকে এই প্রথম দিনের আলোয় রানার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকালেন কর্নেল। তীক্ষ্ণ হলো তাঁর চোখের দৃষ্টি। এক পা এগোলেন তিনি রানার দিকে। জানতে চাইলেন, 'এর আগে কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে আমি, রানা। আসল দেশ কোথায় তোমার? মিলিটারিতে ছিলে কোন দিন?'

'কোথাও দেখেছেন কিনা জানি না। মিলিটারির ধারে-কাছেও ছিলাম না কোনদিন। আর দেশ—দেশ নেই আমার। জন্মস্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।'

'ঠিক?'

'বললাম তো।'

'বাংলাদেশের জন্ম হবার পর কোথায় ছিলে?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল রানা কিছু যেন মনে করার ভঙ্গিতে,

তারপর বলল, 'যুক্তিযুদ্ধের পর চলে যাই ক্যালিফোর্নিয়ায়। তারপর সারাটা দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে বেড়াই।'

ছড়িটা রানার বুকের দিকে তাক করলেন কর্নেল, 'এই বেপরোয়া ভাবটা পেয়েছ কোত্থেকে?'

'ঘটনাগুলো নিজের চোখের সামনেই তো ঘটতে দেখছেন, এইসব ঘটনার মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে বেপরোয়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই,' জবাব দেবার ভঙ্গিটা রানার আগের মতই বেপরোয়া। হাঁটতে শুরু করল ও ঘুরে দাঁড়িয়েই।

'কে ও?' বিড় বিড় করে আপন মনে বললেন কর্নেল। 'কোথায় যেন দেখেছি! ঠিক যেন ক্রিমিন্যাল বলে মনে হয় না!'

দুপুরের পর থেকেই আবার আকাশ থেকে শুরু হলো তুষার তুষার খেলা। পাহাড়ের চূড়া থেকে ফের উপত্যকায় নেমে এসেছে ট্রেন। এখন কামরার সংখ্যা মাত্র পাঁচটা, গতি তাই আগের চেয়ে অনেক বেশি। চিমনী থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পিছনে।

ডে-কম্পার্টমেন্টে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠে গেল বাতীর। গভর্নরের সোফায় বাদশাহী ভঙ্গিতে বসে আছে রানা। হাতে একটা হুইস্কি ভর্তি গ্লাস। কি করবে বুঝতে না পেরে ইতস্তত করতে শুরু করল বাতী। চোখাচোখি হতেও কেউ কথা বলল না। গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে মুচকি হাসল রানা, 'স্বাগতম। বুঝতেই পারছ, বেভারেড শালাশালার খুঁজতে গেছে সবাই।'

'আর সেই ফাঁকে চোরের মত গভর্নরের চেয়ারে বসে...'

'ভুল হলো, ম্যাডাম,' বলল রানা। 'চেয়ারে বসাটা চুরির মধ্যে পড়ে না।'

রাগে লাল হয়ে উঠল বাতীর মুখ, 'না বলে হুইস্কি ঢেলে খাওয়াটাও কি চুরির পর্যায়ে পড়ে না?'

'পড়ে,' বলল রানা। 'যদি ধরা পড়ি। কিন্তু ধরা পড়িনি আমি।'

'পড়োনি মানে? ওই তো দেখতে পাচ্ছি, হুইস্কি খাচ্ছ তুমি।'

'ঢালতে দেখেছ? প্রমাণ করতে পারবে ওই বোতল থেকেই ঢেলেছি?' হাসছে রানা। 'দেখোনি। প্রমাণ করতেও পারবে না, কারণ বোতলে আমার হাতের ছাপ নেই।'

নিঃশব্দে চেয়ে রইল বাতী রানার মুখের দিকে। খানিক পর তির্যক ভঙ্গিতে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করল, 'বুদ্ধিমান!'

'ব্যঙ্গ করছ মনে হচ্ছে?'

'জানতে চাই, কে তুমি?' বলল বাতী। 'তোমাকে ঠিক যেন মানাচ্ছে না খুনী হিসেবে, একথা ঠিক।'

'আমি রানা।'

'পেশা?'

'কেন, মার্শাল কি বলেছে শোনোনি? আর একবার না হয় জেনে নিয়ো

ওর কাছ থেকে।'

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে টের পেল ওরা। চেয়ে রইল দু'জন দু'জনের দিকে নিঃশব্দে। আবার কি কোন অঘটন?

থামল ট্রেন। পরমুহূর্তে আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু সামনের দিকে নয়, এবার পিছন দিকে।

কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন কর্নেল বগলে ছড়ি নিয়ে। সাথে মার্শাল, গভর্নর আর জোনাথন। আগের কথার খেই ধরেই সম্ভবত বলে উঠলেন কর্নেল, 'এ না হয়েই যায় না। হংম্যানপাস থেকে রেভারেন্ড শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেনি ট্রেনে। আবার পাঁচ মাইল পিছু হটে...!'

কর্নেলের কথা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করল না গভর্নর। একরকম চেঁচিয়েই উঠল, 'সাহস তো কম দেখছি না হে, ছোকরা, তোমার। হুইস্কিটা কি তোমার পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি যে...'

মাথাটা একদিকে সুন্দর ভঙ্গিতে কাত করে স্বীকার করল রানা, 'বড় ভাল জিনিস, গভর্নর!' হাতের গ্লাসটা দেখিয়ে গ্লাসের ভিতরকার তরল পদার্থটার প্রশংসা করল রানা। 'কাউকে সম্মান করতে অরাজি হবেন না ভেবে...'

নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে মার্শাল। থাবা মেরে রানার হাত থেকে গ্লাসটা খসিয়ে দিল সে। দূরে গিয়ে পড়ল গ্লাসটা, দু'টুকরো হয়ে গেল সেই সাথে। উঠে দাঁড়াল রানা।

প্রতিবাদ করল মাত্র একজন, 'নিজেকে কি মনে করেন আপনি? কোমরে দুটো পিস্তল গুঁজে হিরো হয়ে গেছেন, ভাবছেন নাকি?'

রানা ছাড়া আর সবাই হতবাক হয়ে চেয়ে রইল খাটোর দিকে। কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে আনল মার্শাল টান মেরে। রানার মাথার দিকে তাক করে ক্রুর হাসল।

পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রানা পিস্তলটার ট্রিগারের দিকে। একটুকু নড়ছে না ও। মুখের ভাবে পরিবর্তন নেই চুল পরিমাণ।

রানা ভয় পায়নি দেখে ক্ষেপে গেল মার্শাল। পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল সোফার উপর। দাঁত বের করে হেসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আমন্ত্রণ জানাল। সাড়া দিল না রানা। সামনে এগিয়ে এসে বিদ্যুৎবেগে বাঁ হাতটা রানার মাথা লক্ষ্য করে চালাল মার্শাল। মাথা নিচু করে ফেলল রানা আধ সেকেন্ড আগে। মার্শালের হাতটা বেরিয়ে গেল ওর মাথার উপর দিয়ে। বসে পড়েছে রানা, বসা অবস্থা থেকেই লাথি মারল ও মার্শালের হাঁটুতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এমনিতেই তাল হারিয়ে ফেলেছিল মার্শাল। হাঁটুতে লাথি খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল জোনাথন। কোনমতে টেনে তুলে বসিয়ে দিল মার্শালকে একটা সোফায়।

'আহা বেচারা।' জিভ দিয়ে চুক চুক করল খাটো রানার দিকে চেয়ে।

'বেচারা বেচারা করছ কেন?' বসে পড়ল রানা, যেন কিছুই হয়নি।

'তোমাকে বলছি না। জানোয়ারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি না আমি কখনও।' হাসল খাটো মার্শালের দুরবস্থা দেখে। কৃত্রিম সহানুভূতিও প্রকাশ

করল, তারপর বেরিয়ে গেল প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে। নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল। চিন্তিতভাবে একটুক্ষণ চেয়ে থাকল রানা সেদিকে। উঠে গিয়ে গভর্নরের বোতল থেকে আবার মদ ঢালল নতুন একটা গ্লাসে।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে ট্রেন।

রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে শেষ হর্স ওয়াগনটার দিকে রওনা দিলেন কর্নেল। জোনাথন আর গভর্নরও চলল সাথে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পিছু নিল মার্শালও। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ভারী কোট গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চারজন হর্স ওয়াগনের প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু মাইলের পর মাইল পিছিয়ে চলার পরেও কোন চিহ্ন দেখা গেল না রেভারেন্ডের। আগের জায়গায় ফিরে এসেও কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। ওরা যে নেমে দাঁড়িয়েছিল এখানে, সে-পদচিহ্নগুলোও ঢেকে দিয়েছে তুষার। মিনিট বিশেক খোঁজাখুঁজির পর কোন আশা নেই দেখতে পেয়ে কর্নেল হাত নেড়ে ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিলেন ক্রিস্টোফারকে. হর্স-ওয়াগন থেকে ফিরে এল সবাই আবার ডে-কম্পার্টমেন্টে।

সন্দেহে ভারী হয়ে আছে কামরার আবহাওয়া। দৃষ্টি সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে একজন আরেকজনের মুখ থেকে। রানা ছাড়াও এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে হেনরী আর নিগ্রো কুকটা।

ছড়ি বগলে চেপে ধরে ধীরে ধীরে হাত উঠিয়ে কপাল মুছলেন কর্নেল। 'রেভারেন্ড ট্রেনে নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমরা এখন। কিন্তু গেল কোথায়? কেমন করে? একজন জলজ্যান্ত লোক তো আর বাতাসে মিশে যেতে পারে না।' প্রেতাদের দিকে চাইলেন কর্নেল।

'কিন্তু রেভারেন্ড পেরেছে,' ভারী গলায় বলল গভর্নর।

'রেভারেন্ড যখন থেকে নিখোঁজ তখন থেকে এ জায়গা ছেড়ে নড়িনি আমি। মিস চৌধুরী সাক্ষ্য দেবে,' রানা বলল।

কথা বলতে যাচ্ছিল মার্শাল কিন্তু হাত উঠিয়ে থামতে বললেন তাকে কর্নেল। রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু সন্দেহ করেছ নাকি তুমি, মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। রেভারেন্ড হারিয়ে যাবার সময় থেকে এপর্যন্ত কোন খাঁড়ির পাশ দিয়ে আসেনি ট্রেনটা, কিন্তু দু'দুটো ছোট ব্রিজ পার হয়ে এসেছে। কোন চিহ্ন ফেলে না রেখেই যে-কোন একটা ব্রিজে হারিয়ে যেতে পারেন তিনি।'

নিজের অবিশ্বাস চাপা দেবার কোন চেষ্টাই করল না জোনাথন। 'অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং থিওরি, রানা। এবার বলো তো, কেন লাফ দেবার শখ হয়েছিল রেভারেন্ডের?'

'লাফ দেননি তিনি, ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে ওঁকে। একজন বলিষ্ঠ লোকের পক্ষে রেভারেন্ডের মত একজন লিলিপুটিয়ানকে ছুঁড়ে দেয়া খুব একটা কষ্টসাধ্য কিছু না। কিন্তু সেই বলিষ্ঠ লোকটা কে? আমি নই। কারণ এ জায়গা ছেড়ে নড়িনি আমি। প্রমাণ করতে পারব। মিস চৌধুরীও নয়। ওর পক্ষে কাজটা অসম্ভব। কিন্তু আপনাদের পক্ষে সম্ভব। আপনারা ছ'জনই বলিষ্ঠ

শক্তিশালী লোক।' বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানা সবার মুখের দিকে, 'কিন্তু আপনাদের মধ্যে কে?'

'পাগল হয়ে গেছে লোকটা।' বরফের মত ঠাণ্ডা গলা গভর্নরের।

'আমি যুক্তিসঙ্গত কথা বলছি,' বলল রানা। 'এরচেয়ে ভাল যুক্তি আছে কারও?'

কেউ আর কোন টুঁ শব্দ না করায় বোঝা গেল এর চেয়ে ভাল যুক্তি নেই কারও।

'কিন্তু ওর মত ছোটখাট একটা গোবেচারা লোককে খুন করে কার কি লাভ?' কখন কামরায় ঢুকেছে বাডী খেয়াল করেনি কেউ।

'জানি না,' বলল রানা। 'ডাক্তার মলিনেক্সের মত হাসিখুশি লোককে খুন করে কার কি লাভ? দুজন নির্দোষ ক্যাভালরি অফিসার—ওকল্যান্ড আর নিউকোম্বকে সরিয়ে দিয়েই বা কার কি লাভ?'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মার্শাল, 'কে বলেছে সরিয়ে রাখা হয়েছে ওদের?'

দীর্ঘ তিনটে মিনিট চুপচাপ থাকল রানা। ভাবল কি যেন মার্শালের দিকে তাকিয়ে। অস্থির হয়ে উঠেছে ঘরের সবাই। আবার কথা বলল রানা, 'তাহলে স্বীকার করছেন আপনি যে সরিয়ে রাখা হয়েছে ওদের? তার মানে আপনিই সেই লোক যাকে খুঁজছি আমরা?'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। কিন্তু সাথে সাথেই বসে পড়ল হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করে। ক্রুদ্ধ কুকুরের মত ফুঁসতে থাকল সে রানার দিকে চেয়ে।

'হয়েছে, হয়েছে, মার্শাল।' বাধা দিলেন কর্নেল।

কথা বলল এবার গভর্নর, 'আমরা কেউ ডাক্তার নই, কাজেই মলিনেক্স কি ভাবে মারা গেছে রানার কথা ছাড়া প্রমাণ নেই কিছু, ক্যাপ্টেন ওকল্যান্ড আর লেফটেন্যান্ট নিউকোম্বকে সরিয়ে রাখারও কোন প্রমাণ নেই। আর রেভারেন্ডকে ঠেলে ফেলে—'

'কেউ যদি ইচ্ছে করে বুঝেও ন্যাকা সাজতে চেষ্টা করে তাহলে আমার বলবার কিছু নেই,' বাধা দিল রানা। 'খুনী না হলে নিজেকে কামরায় তালাবদ্ধ করে রাখার পরামর্শ দেব আমি সবাইকে। এর পরে কার পালা এসে পড়বে কে জানে?'

চেয়ে রইল গভর্নর ওর দিকে, 'মাই গড, রানা, তোমার কথা সত্যি না হলে কি হবে জানো?'

'কি হবে! আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে চলেছেন আপনারা। অথচ আপনাদেরই কোন আইনজ্ঞ মানুষের হাতে লেগে আছে চারজন মানুষের রক্ত। হয়তো শুধু চারজন নয়। সবশুদ্ধ চুরাশিজন।'

'চু-রা-শি-জন?' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল গভর্নর।

'তাই, গভর্নর, আমরা এখনও প্রমাণ করতে পারিনি ট্রুপকোচগুলো অ্যাক্সিডেন্টালী ছুটে গেছে কিনা। হয়তো একজন না হয়ে সবাই আপনারা কোন না কোন ভাবে খুনের সাথে জড়িত। খুনগুলো যখন হচ্ছে তখন খুনী

আছেই। আইনের চোখে সব খুনই সমান। একটা কথা স্বীকার করছি, এই সব আইন আর খুনোখুনির সাথে বহুদিন ধরেই জড়িত আছি আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল বানা জানালার কাছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তুষার আর বাতাসের বেগ বেড়েই চলেছে ক্রমশ। একটু পরেই নেমে আসবে উদ্দাম রাত। চিন্তিত ভাবে জানালায় কনুই রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

পাঁচ

ধীরে ধীরে দাঁড় করাল ট্রেনটাকে ক্রিস্টোফার। রেকটা আটকে দিয়ে তালা দিয়ে দিল। ভারী চাবিটা তালা থেকে বের করে হাত দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। চোখ দুটো প্রায় বুজে এসেছে ক্লান্তিতে। রাফার্টীকে বলল, 'হয়েছে?'

'হয়েছে। শেষ হয়ে গেছি আমি!'

'অদ্ভুত,' তুষার ঢাকা রাতের অন্ধকারে উঁকি দিল সে ইঞ্জিনরুমের জানালা দিয়ে, 'এসো। কর্নেলের সাথে দেখা করিগে।'

চুল্লির ঠিক যতখানি কাছে বসা সম্ভব ততখানি কাছে বসেছেন কর্নেল। সাথে গভর্নর, ওনানে, ডেভিড আর বাতী। নানান রকম তরল পদার্থ ওদের হাতে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে বানা।

সামনের প্লাটফর্মের দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল ক্রিস্টোফার আর রাফার্টী। তুষার মেশানো এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল ওদের সাথে। ঝটকা মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা ক্রিস্টোফার। ক্যাবারে দেখাচ্ছে দু'জনেরই চেহারা। বিরূপ এক হাই তুলল ক্রিস্টোফার। সাথে সাথেই ঢাকার চেষ্টা করল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। গভর্নর আর কর্নেলের সামনে হাই তোলে না সাধারণত কেউ। আবার একটা হাই দমন করে বলল, 'হয়েছে, স্যার। এখুনি শুতে হবে আমাদের।'

'ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি, ক্রিস্টোফার। ইউ.পি. রেলওয়ের হেড অফিসে তোমার নামে রেকমেণ্ড করতে ভুলব না আমি। আর রাফার্টী, তোমার জন্যেও গর্বিত আমি।' একটু ভাবলেন কর্নেল, 'আমার খাটটা ব্যবহার করতে পারো তুমি, ক্রিস্টোফার, আর রাফার্টী, তুমি মেজরেরটা।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' তৃতীয়বার হাই তুলল ক্রিস্টোফার। 'একটা কথা, স্যার। কাউকে জাগিয়ে রাখতে হবে স্টীমটা।'

'জ্বালানি অপচয় করে লাভ কি? আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে দরকারের সময় আবার জ্বালিয়ে নেয়া যায় না?'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ক্রিস্টোফার, 'আবার আগুন জ্বালানো মানে কয়েক ঘণ্টা সময়ের অপচয়। সারাক্ষণ জ্বললে যেটুকু কাঠ পুড়বে তার

চেয়ে বেশি খরচা আবার জানাতে গেলে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ধরুন, আগুনটা নিভে গেল আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কন্ডেন্সার টিউবগুলোর ভেতরের পানি জমে গেল বরফ হয়ে? ফেটে চৌচির হয়ে যাবে টিউবগুলো। এখান থেকে হেঁটে পৌঁছাতে হবে ডবল ফোর্টে।'

উঠে দাঁড়াল রানা, 'হয়েছে হয়েছে। হাঁটতে পারব না আমি এতটা পথ। চলে যাচ্ছি।'

'তুমি?' সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়েছে ডেভিডও। মুখটা সন্দেহে ভরা, 'ব্যাপার কি? হঠাৎ সাহায্য করার ইচ্ছে জাগল কেন?'

'সাহায্য? তোমাদেরকে? উহুঁ, তা নয়, শুধু নিজের গরজেই কাজটা করতে চাইছি। এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না আমি। যখনই মনে হচ্ছে আমার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক খুনী রয়েছে তোমাদের মধ্যে, তখনি বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছমছম করে উঠছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রানা ক্রিস্টোফারের দিকে। ক্রিস্টোফার চাইল কর্নেলের দিকে। অনুমতিসূচক মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল।

ক্রিস্টোফার বলল, 'ফায়ার-বক্সটায় প্রতি আধঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বালানি ঢুকাবেন। এমনভাবে স্টীম নেবেন যাতে প্রেশার-গজের নীডলটা লাল-নীল দাগদুটোর মাঝামাঝি থাকে। যদি কাঁটাটা লাল দাগ পেরিয়ে যায় সাথে সাথে প্রেশার-গজের পাশের স্টীম ভাল্‌ভটা খুলে দেবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল রানা। শীতল দৃষ্টিতে ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল মার্শাল। তারপর কর্নেলের দিকে ঘুরল।

'ব্যাপারটা পছন্দ হলো না আমার। ধরুন, ট্রেন থেকে শুধু ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে চলে গেল। কেমন করে ঠেকাবেন ওকে?'

'এভাবে, মার্শাল।' চাবিটা বের করে দেখাল ক্রিস্টোফার। 'ব্রেক হুইলটা তালা মেরে দিয়েছি আমি। চাবিটা থাকবে আমার কাছে।'

'না, দাও।' হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল মার্শাল। সন্তুষ্ট চিত্তে বসল সোফায়। হাত বাড়াল গ্লাসের দিকে। পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল মেজর জোনাথন। মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টোফার আর রাফার্টির দিকে।

'এসো তোমাদের শোবার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

নিঃশব্দে কামরা ত্যাগ করল তিনজন, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল জোনাথন দ্বিতীয় কোচটার দিকে। ক্রিস্টোফারকে কর্নেলের কম্পার্টমেন্টটা দেখিয়ে দিয়ে নিজেরটায় নিয়ে গেল রাফার্টিকে, 'চলবে তোমার এতে?'

'অবশ্যই, স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার।' বিনয়ে বিগলিত রাফার্টি।

চারদিকে চাইছে রাফার্টি সঙ্কোচের সাথে। কাবার্ড থেকে মদের বোতলটা নিয়ে রেখে দিল জোনাথন প্যাসেজ-ওয়েতে, দেখা না যায় এমনভাবে।

'গুড। যাচ্ছি আমি তাহলে।' দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাতে উঠিয়ে নিল বোতলটা। তারপর রওনা দিল কিচেনের দিকে। কার্টেসি দেখাবার জন্য সামান্য নকটুকু না করে কিচেনে প্রবেশ করল সে। ছোট রুমটা, ছয় বাই

পাঁচ। কাঠে জ্বালানো স্টোভ, পট, প্যান, ক্রকারী আর খাবার দাবার রাখার আলমারি রাখার পর সামান্য একটু জায়গা থাকে কুকের নড়াচড়ার জন্যে, চাপাচাপি করে ছোট্ট একটা টুলে বসে আছে হেনরী আর রোনো। জোনাথন প্রবেশ করতে চোখ তুলে চাইল দু'জন।

হাতের বোতলটা ছোট্ট কাজ করার টেবিলে রাখল জোনাথন, 'এটা দরকার তোমাদের। আর কাপড়ের জায়গা থেকে গরম কাপড় খুঁজে নাও। আসছি আমি।' উৎসুক চোখে তাকাল সে চারদিকে, 'তোমাদের কামরাটা ভাল না এর চেয়ে?'

'নিশ্চয়ই ভাল, মেজর।' দাঁত বের করে হাসল রোনো। আঙুল তুলে দেখাল স্টোভটার দিকে, 'কিন্তু সেখানে ও জিনিস নেই। গরম জায়গা বলতে সারা ট্রেনে এই কামরার তুলনা নেই।'

আরেকটা গরম জায়গা হলো ইঞ্জিন রুমটা। সাধারণ অবস্থার চাইতে কয়েক ডিগ্রী ঠাণ্ডা এখন জায়গাটা। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ফায়ার-বক্সের জ্বলন্ত কয়লার আগুনের উত্তাপকেও নাশ করে দিয়েছে। তবু যেটুকু উত্তাপ আছে তাতেই চলে যায়। ঠাণ্ডা মোটেই অনুভব করছে না রানা। ফায়ার-বক্সে কাঠ ঠাসতে ঠাসতে কপালে ঘাম জমে উঠেছে ওর।

শেষবারের মত কিছু কাঠ ঠেলে দিল রানা ফায়ার-বক্সের ভিতর। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল স্টীম গজটা। লাল দাগের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে কাঁটা। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে। বন্ধ করে দিল ফায়ার-বক্সের মুখ। আবার আঁধার হয়ে গেল ইঞ্জিন রুমটা। হুক থেকে একটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল ও কাঠের স্তূপের দিকে। এখনও তিনভাগের দুভাগ ভর্তি হয়ে আছে জায়গাটা। লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে কাজ আরম্ভ করে দিল ও। একটা একটা করে সরাতে থাকল কাঠগুলো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ঘেমে উঠল রানা। ফায়ার-বক্সের মুখ বন্ধ করে দেয়াতে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কামরাটা। বাঁকা হয়ে কাঠ সরাতে সরাতে ব্যথা শুরু হলো পিঠে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডলে নিল কিছুক্ষণ পিঠটা। এগিয়ে গিয়ে দেখল একবার স্টীম গজের কাঁটাটা। লাল দাগের নিচে নেমে গেছে কাঁটা। ফায়ার-বক্সের মুখটা খুলে কিছু কাঠ ছুঁড়ে দিল ভিতরে। তারপর মুখটা বন্ধ করে দিল আবার। প্রেশার গজের ধারে কাছেও গেল না এবার। ফিরে গেল কাঠ সরানোর কাজে।

আরও গোটা বিশেক কাঠ সরিয়ে থেমে গেল রানা হঠাৎ। লণ্ঠনটা উঠিয়ে নিয়ে এল ভাল করে দেখার জন্যে। একপাশে কাঠের স্তূপের উপর লণ্ঠনটা বসিয়ে দিয়ে আবার সরাল ডজনী খানেক কাঠ। তারপর লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে হাঁটুর উপর উবু হয়ে বসল। উঁকি দিল ভিতরে। ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠল ওর মুখটা।

দুজন লোক শুয়ে আছে ভিতরে। মৃত। ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে। আরও কিছু কাঠ সরাল রানা ভাল করে মুখ দুটো দেখার জন্যে। গভীর দুটো

ক্ষত চিহ্ন দুজনের মাথায়। ইউ.এস. ক্যাভালরি অফিসারের পোশাক পরা। একজনের কাঁধে ক্যাপ্টেনের ব্যাজ, অন্যজনের লেফটেন্যান্টের। কোন সন্দেহ নেই—এরাই ক্যাপ্টেন ওকল্যান্ড আর লেফটেন্যান্ট নিউমেন।

অনেক কষ্টে ক্রোধটা দমন করল রানা। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াল। তারপর এক এক করে কাঠগুলো সাজিয়ে রাখল আগের মত। আগের চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগল কাঠগুলো সাজাতে।

কাজ শেষ। স্টীম গজের কাঁটাটায় চোখ বুলিয়ে দেখল লাল দাগের অনেক নিচে নেমে গেছে ওটা। ফায়ার-বক্সের মুখ খুলতে ঝাপটা দিল না আগুনের আঁচ। নিবু নিবু হয়ে এসেছে আগুনটা। কাঠ ঠাসতে লাগল ও আবার ফায়ার-বক্সটা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভরে। তারপর আবার মুখ বন্ধ করে দিয়ে চেক করল স্টীম গজ। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে কোটের কলারটা উঁচু করে দিয়ে হ্যাটটা মাথার উপর টেনে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ইঞ্জিনরুম থেকে বাইরে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস আর তুষার ঘিরে ফেলল ওকে সাথে সাথেই। শিউরে উঠল একবার।

হাঁটতে শুরু করল রানা ধীরে ধীরে ট্রেনের পিছন দিক লক্ষ্য করে। ডে-কোচ-ডাইনিং কোচটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল কিচেন আর অফিসারদের নাইট কোয়ার্টারের কাছে। কোচটার শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। গড়গড়া করার শব্দটা অস্বাভাবিক লাগছে এই নির্জন পরিবেশে। ভূতের মত সামনে এগিয়ে গিয়ে সাবধানে চোখ ফেলল রানা দ্বিতীয় কোচটার শেষ মাথায়।

তিন নম্বর কোচটার প্লাটফর্মে—মানে সাপ্লাই ওয়াগনটায় বসে লম্বা করে বোতলে চুমুক দিচ্ছে একজন লোক। প্রচণ্ড তুষার ঝড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য এমন ভাবে বসে আছে লোকটা যে খেয়ালই করল না রানাকে। এত কাছে থেকে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না রানার। হেনরী।

কোচটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। কোটের হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। দ্রুত পা পিছিয়ে এনে অনেকটা জায়গা অর্ধ চক্রাকারে ঘুরে আবার গিয়ে পৌঁছল সাপ্লাই ওয়াগনটার ঠিক পিছনে। বেশ কয়েক মুহূর্ত কান পেতে রইল। তারপর হাত আর পায়ের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল উপর দিকে। সাপ্লাই ওয়াগনের আরেক মাথায় বসে আছে দ্বিতীয় লোকটা। অন্ধকারেও ঝিলিক মারছে মাঝে মাঝে সাদা দাঁতের সারি। রোনো।

পৌঁছে গেল রানা প্রথম হর্স ওয়াগনটার পশ্চাৎভাগে। বানরের মত হাত দিয়ে ঝটকে উঠে গেল ওয়াগনটার ভিতর। বন্ধ করে দিল দরজা। এত রাতে অন্ধকারে মানুষ দেখে ঘাবড়ে গেল ঘোড়াগুলো। অস্থির হয়ে উঠে গা ঠোকাঠুকি শুরু করল একটা আরেকটার সাথে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হাত রাখল রানা প্রথম ঘোড়াটার পিঠে। মৃদু চাপড় দিতেই শান্ত হয়ে গেল ঘোড়াটা। দেখাদেখি সাহস ফিরে পেল অন্যগুলোও।

ওয়াগনের সামনের দিকটায় এগিয়ে গিয়ে দরজার ফোকরে চোখ রাখল রানা। মাত্র কয়েক হাত দূরে বসে আছে রোনো। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল বড়

মাথার বাক্সটার কাছে। অত্যন্ত সাবধানে বিন্দুমাত্র আওয়াজ না করে ঢুকিয়ে দিল হাতটা খড়ের ভিতর। ট্রান্সমিটারটা হাতে ঠেকতেই টেনে বের করে আনল। সেটা হাতে নিয়ে চলে এল ওয়াগনটার পিছনের দরজার কাছে। সামনে পিছনে একবার উঁকি মেরে দেখে সুট করে নেমে এল মাটিতে—রওনা দিল পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়ে টেলিগ্রাফ পোস্টের দিকে।

পঞ্চাশ গজ যাওয়ার পরই সুবিধা মত টেলিগ্রাফ পোলটা পেয়ে গেল রানা। ট্রেইলিং লিডের মাথা থেকে রবার ছাড়িয়ে আটকে নিল কোমরের বেল্টের সাথে। তারপর উঠতে শুরু করল থাম বেয়ে উপরে।

বরফে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া থামে ওঠা বড়ই কঠিন। কোনমতে মাটি থেকে ফুট তিনেক উঠেই আটকে থাকল সে অসহায় ভাবে। একটা ইঞ্চি এগোতে পারছে না আর। বাধ্য হয়ে নেমে এল আবার মাটিতে। একটু ভেবে ছিঁড়ে ফেলল শার্টের একটা অংশ। দুভাগে ভাগ করল ওটা। পায়ে জড়িয়ে নিল কাপড়ের টুকরো দুটো। পকেট থেকে একজোড়া গ্লাভস বের করে পরে নিল হাতে। আবার চেষ্টা করল ওঠার। এবার উঠতে পারল কোনমতে। পায়ে কাপড়ের টুকরো আর হাতে চামড়ার গ্লাভস থাকায় খুব বেশি পিছলে গেল না। গ্লাভস থাকা সত্ত্বেও উপরে উঠতে উঠতে জমে গেল হাত। পোলের মাথায় আড়াআড়ি ভাবে লাগানো দণ্ডটার উপর উঠে বসল অনেক কষ্টে।

দু মিনিট ধরে একটানা ঘষার পর কিছুটা অনুভূতি ফিরে এল হাত দুটোয়। ট্রেইলিং লিডটা টেলিগ্রাফের তারে জড়িয়েই নেমে এল নিচে। নামাটা হলো আরও কষ্টকর। এত দ্রুত পিছলে নামল যে মনে হলো পুড়ে গেছে হাত দুটো বরফের সাথে ঘর্ষণে। ট্রান্সমিটারের ঢাকনাটা সরিয়ে দিয়ে ঝুঁকে বসল [illegible] সবুজ যন্ত্রটার উপর ওটাকে তুষার থেকে বাঁচাবার জন্য। কল সাইন ট্রান্সমিট করতে শুরু করল এবার রানা।

ঠিক একই রকমের আবহাওয়া ফোর্ট হ্যাম্পস্টেডের আশপাশেও। কড়া ঠাণ্ডা হাওয়া, সেই সাথে অবিরাম তুষার ঝরছে। সিম্পসন, দাও আর দুজন শ্বেতাঙ্গ বসে আছে কমান্ড্যান্টের অফিসে। কমান্ড্যান্টের চেয়ারে বসে আছে সিম্পসন। হাতে হুইস্কি আর সিগার। শক্ত পিঠওয়ালা একটা কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছে দাও। সামনে রাখা মদের গ্লাস ছুঁয়েও দেখছে না। হঠাৎ দরজা খুলে গেল অফিস রুমের। একজন লোক ঢুকল ঘরে। সারা মুখে উদ্বেগের ছাপ।

'টেলিগ্রাফ অফিস! জলদি!' জরুরী কণ্ঠ তার। পরস্পরের দিকে চাইল সিম্পসন আর দাও। দুজন একযোগে লাফ দিয়ে উঠে রওনা দিল দরজার দিকে। কার্টার তখন মেসেজটা তৈরি করছে। আরেকজন টেলিগ্রাফ অপারেটর বসে আছে ডেস্কের পিছনে। নাম ক্লার্ক। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দাও। লেখা শেষ করে কাগজের টুকরোটা সিম্পসনের হাতে তুলে দিল কার্টার। মেসেজ পড়ে রাগে লাল হয়ে গেল সিম্পসনের চেহারা।

'গর্দভের দল!' খেঁকিয়ে উঠল সিম্পসন।

শান্ত গলায় দাও জিজ্ঞেস করল, 'গোলমাল হয়েছে নাকি কিছু?'
'হ্যাঁ। হে মানে? শোনো, "ট্রুপ কোচগুলো ধ্বংসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ। প্রজেক্টাইল কোচ সশস্ত্র গার্ডে ভর্তি। অ্যাডভাইস।" গর্দভগুলো করছে কি—?'
'মাথা গরম করে কাজ হবে না, সিম্পসন,' বাধা দিল দাও। 'ভয় পাচ্ছ কেন? আমার লোক তো আছেই, ওদের নিয়ে সাহায্য করব আমি।'
ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সিম্পসন। অনুসরণ করল ওকে দাও। দরজাটা বন্ধ করে দিল পিছনে। মুহূর্তে দুজন লোক সাদা হয়ে গেল তুষারে।
'কাজটা করবে তুমি? এখন রাতেও?'
মাথা ঝাঁকাল দাও।
'ঠিক আছে। রওনা হয়ে যাও তাহলে সান রাইজ পাসের উদ্দেশে। খাড়া পাহাড়ের চূড়া, আর অজস্র বিরাট বিরাট পাথরের আশেপাশে আত্মগোপন করতে পারবে সহজেই। আধ মাইল দূরে তোমার ঘোড়াগুলো—'
'কি করতে হবে জানা আছে আমার।'
'সরি! এসো, মেসেজ পাঠিয়ে ক্রিস্টোফারকে জানিয়ে দিই কোথায় তাকে ট্রেন থামাতে হবে।...কাজটা খুব সহজ হবে না, দাও।'
'জানি। শখে করতে যাচ্ছি না কাজটা। এছাড়া উপায় নেই। আমি একজন যোদ্ধা আর যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে।'
'পুরস্কারটা বিরাট, মনে আছে?'
নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল দাও। দুজনেই আবার ঢুকল টেলিগ্রাফ অফিসে। তাড়াতাড়ি একটা মেসেজ লিখে কার্টারের হাতে দিল সিম্পসন।
মেসেজটা পাঠাতে শুরু করল কার্টার, 'সানরাইজ পাসের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথের ঠিক দুশো গজ দূরে ট্রেন থামাতে বলে দাও ক্রিস্টোফারকে।'
পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই ভেসে এল উত্তরটা, 'এখুনি দিচ্ছি।'
নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল সিম্পসনের মুখ, 'মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছি ওদের, দাও!'

নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল রানার মুখও। সিম্পসন কি ভাবছে বুঝতে পারল সে পরিষ্কার, কিন্তু একমত হতে পারল না সে ওর সাথে। কান থেকে হেডফোনটা সরিয়ে নিয়ে হেঁচকা টান মেরে ছিঁড়ে আনল টেলিগ্রাফ তারের সাথে আটকানো ট্রেইনিং লিড। ট্রান্সমিটারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল খাদের দিকে। অন্ধকারে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল যন্ত্রটা। দ্রুতপায়ে আগের মত চক্রাকারে এগিয়ে পৌঁছে গেল ও ইঞ্জিনে। গা-মাথা থেকে তুষার ঝেড়ে নিয়ে চাইল স্টীম গজটার দিকে।
বিপজ্জনক ভাবে নীল দাগের অনেক নিচে নেমে গেছে কাঁটা। ফায়ার-বক্সের মুখ খুলে কাঠ ঢুকাতে শুরু করল রানা। তাড়াহুড়ো নেই এখন আর ওর। ধৈর্য ধরে চেয়ে থাকল স্টীম গজের ক্রমক্রমবর্ধমান কাঁটার দিকে। ধীরে

ধীরে লাল দাগ ছাড়িয়ে গেল কাঁটাটা। কিন্তু কেয়ার করল না রানা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ভিতরে। একটা তেলের ক্যান আর ক্রিস্টোফারের যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে দুটো রেল-রোড স্পাইক বের করে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল বাইরে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে পৌঁছে গেল রানা সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের প্ল্যাটফর্মের কাছে। রোলো বসে আছে আগের জায়গাতেই, বুমবনের বোতল থেকে গলায় তরল পদার্থ ঢেলে চেষ্টা করছে শরীরটাকে গরম রাখার। নিঃশব্দে পিছিয়ে এল রানা কয়েক পা। সাপ্লাই ওয়াগনটার মাঝামাঝি এসে বসে পড়ল মাটিতে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল ওয়াগনের তলায়। ক্রল করে কাঁর তলা দিয়ে পৌঁছে গেল সাপ্লাই ওয়াগন আর হর্স কমপার্টমেন্টের মাঝখানের জয়েন্টের কাছে। অনেক কষ্টে শব্দ না করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে শুলো।

ঠিক নাকের উপর সাপ্লাই ওয়াগন আর হর্স ওয়াগনের জয়েন্ট কাপলিং। কাপলিংটার উপরেই একটা থেকে আরেকটা ওয়াগনে চলাচলের প্ল্যাটফর্ম। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে বসে আছে রোলোর কালো মূর্তিটা।

অত্যন্ত সাবধানে, যাতে কোনরকম ধাতব শব্দ না হয়, দুটো সেন্ট্রাল কাপলিংকে দু'দিক থেকে মুঠো করে ধরে প্যাঁচ খোলার চেষ্টা করল রানা। প্রায় সাথে সাথেই হাত দুটো নামিয়ে নিল, একবারের চেষ্টায়ই বুঝেছে ও, এভাবে একেবারেই অসম্ভব। শূন্য ডিগ্রীর নিচে তাপমাত্রা নেমে যাওয়ায় কাপলিংটা জাম হয়ে আছে ভয়ানক ভাবে। বেশিক্ষণ ওটাকে মুঠো করে ধরে রেখে মুঠো খোলার চেষ্টা করলেই হাতের চামড়া রেখে আসতে হবে ওখানে। তেলের ক্যানটা উঁচিয়ে নিয়ে ঢেলে দিল স্ক্রুগুলোর উপর। হঠাৎ মাথার উপর শব্দ হতেই অত্যন্ত ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল মাটিতে ক্যানটা। তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ঘাড় বাঁকা করল শব্দের উৎসের দিকে।

বোতল নামিয়ে রেখেছে রোলো প্ল্যাটফর্মের উপর। শব্দটা তারই। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করল সে প্ল্যাটফর্মের উপর। হাতের থাবা দুটো বাড়ি দিতে লাগল নিজের দু'পাশে। বেশ কিছুক্ষণ প্রক্রিয়াটা চালু রেখে শরীরে রক্ত সঞ্চালন সহজ করে নিল। তারপর ফিরে গেল আবার বোতলের কাছে।

কাজে হাত দিল আবার রানা। আবার লিঙ্ক দুটোকে মুঠো করে চাপ দিল কিন্তু কাজ হলো না কোন। এক চুলও খুলল না প্যাঁচ। অত্যন্ত ধীরে মুঠো দুটো খুলে নিল লিঙ্ক থেকে, কোটের পকেট থেকে বের করে আনল স্পাইক দুটো। লিঙ্কের তুলনায় স্পাইক দুটো বেশ গরম। এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার করে স্পাইক দুটো লিঙ্কের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিল। কাজ হলো এবার। মৃদু একটা ক্যাঁচ করে খুলল লিঙ্কটা আধ প্যাঁচ। সাথে সাথে থেমে গেল রানা। চাইল উপর দিকে। এদিকেই চেয়ে আছে রোলো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাবল কিছু। তারপর ঘোড়াগুলোকে একটা গাল দিয়ে মন দিল আবার বোতলে।

ঘোড়াগুলোকে ধন্যবাদ দিল রানা মনে মনে। কাজ শুরু করে দিল আবার, বারবার তেল ব্যবহার করে লিঙ্কগুলোর প্যাঁচ শেষ করে আনল। মাত্র দু'তিনটে কোনমতে লেগে থাকল একটার সাথে আরেকটা। স্পাইক দুটো বের করে এনে বাকি কাজটা সারল হাত দিয়ে। সম্পূর্ণটা খুলে যেতে দুটো অংশ দু'হাত দিয়ে ধরে রাখল, তারপর নামিয়ে আনল ধীরে ধীরে। হাত ছেড়ে দিতে ঝুলে থাকল দুটো অংশ নিচের দিকে খাড়াভাবে।

চাইল আবার রানা একপাশে। আগের জায়গায় বসে আছে রোনো। উপুড় হলো রানা ধীরে ধীরে। তারপর পিছুতে থাকল ক্রল করে। এগোনোর চেয়ে পিছানোটা অনেক বেশি কঠিন। ওয়্যাগনটার মাথা বরাবর এসে বেরিয়ে এল তলা থেকে। রওনা দিল ইঞ্জিনের দিকে।

ঠিক নীল দাগটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে কাঁটাটা। কিছুক্ষণ কাঠ ভরে কাঁটাটাকে লাল দাগের উপর নিয়ে এল আবার। ধপাস করে কোণের একটা বাকেটের উপর বসে চোখ বন্ধ করল রানা।

ঘুমিয়েছে কি ঘুমোয়নি ও বলা অসম্ভব। কিন্তু কেমন করে যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মেকানিজম সেট করে রেখেছে ও মাথায়। ঠিক সময়মত চোখ খুলে এগিয়ে গিয়ে কাঠ ঠাসছে চুল্লিতে তারপর ফিরে আসছে। ঘড়ি না দেখলেও এক মিনিট এদিক ওদিক হচ্ছে না সময় নির্বাচন। ক্রিস্টোফার আর রাফার্টী যখন জোনাথনকে নিয়ে ইঞ্জিন রুমে উঁকি দিল গভীর ঘুমে তখন রানা। বাকেটটার উপর কুঁজো হয়ে বসে আছে। মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ চোখ মেলে সোজা হয়ে চাইল সে।

'যা ভেবেছিলাম তাই,' চাপা গলার স্বর জোনাথনের। 'কাজ ফেলে ঘুমানো হচ্ছে!'

কিছু বলল না রানা। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে স্টীম গজের দিকে নির্দেশ করল। এগিয়ে গিয়ে গজটা পরীক্ষা করল ক্রিস্টোফার।

'অল্প আগে ঘুমিয়েছে, মেজর। ঠিক আছে প্রেশার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল ক্রিস্টোফার রানার মুখের দিকে। বিশৃঙ্খলার চিহ্ন নেই একটুকু। আর পরিমাণ মত কাঠই খরচা হয়েছে। পরিষ্কার হাতের কাজ। 'আসলে আগুনের ব্যাপারে সমস্ত অভিজ্ঞতা আছে ওর। নেক ক্রসিং থেকে শুরু করে—'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল জোনাথন, 'চলো, রানা।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ির দিকে চাইল রানা, 'মাঝ রাত। সাত ঘণ্টা ধরে আছি আমি এখানে। তুমি বলেছিলে চার ঘণ্টা।'

'সময়টা প্রয়োজন ছিল ক্রিস্টোফারের। বদলে কি চাই তোমার? অনুগ্রহ?'

'খাবার।'

'খাবার তৈরি করেছে রোনো।' মনে মনে আশ্চর্য হলো রানা। খাবার বানাবার সময় পেল কখন রোনো? 'কিচেনে আছে সে, খেয়ে নাও গিয়ে।'

ট্রেনের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা আর জোনাথন। বেশ কিছুদূর গিয়ে হাত নাড়াল জোনাথন ইঞ্জিনের উদ্দেশে। প্রত্যুত্তরে হাত ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য

কুউউ!

হয়ে গেল ক্রিস্টোফার ইঞ্জিনের ভিতর। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডে-কমপার্টমেন্টের দরজাটা খুলল জোনাথন।

'এসো।'

চোখ দুটো ডলল রানা হাত দিয়ে, 'একটু দাঁড়াব আমি এখানে। ইঞ্জিন রুমে পরিষ্কার বাতাস নেই। সাতটা ঘণ্টা একটানা ছুঁচোর মত বসে ছিলাম আমি ওখানে।'

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল জোনাথন রানার মুখের দিকে। মাথা ঝাঁকাল, তারপর ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। প্যাসেজ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে রইল রানা একা।

টান মেরে থ্রটলটা খুলে দিল ক্রিস্টোফার। তুষার ঢাকা রেল লাইনে পিছলে গেল চাকাগুলো। চাপ লেগে গুঁড়ো হয়ে গেল বরফ। ধোঁয়ার মত উড়তে থাকল আশেপাশে। তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ধোঁয়া চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করতেই। প্রায় রেইলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল রানা। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা গেল না কিছুই। কিন্তু ওর মনে হলো সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনে ক্রমশ একটা ফাঁক বড় হয়ে উঠছে। আধ মিনিট পর মোড় ঘুরল ট্রেন। এবার দেখা গেল একটু ভাল করে। স্থির নিশ্চিত হলো রানা। ফাঁক হওয়ার ব্যাপারটা আসলে ওর কল্পনা নয়। দু'তিনশো গজ দূর থেকে হর্স ওয়াগনকে অসহায় ভূতের মত লাগছে। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ভূতের ছায়াটা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। মৃদু একটা সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। গভর্নর, কর্নেল ফেয়ারচাইল্ড, ডেভিড আর জোনাথন বসে আছে স্টোভটার কাছে। হাতে গ্লাস। একটু দূরে কোণের উপর হাত দুটো জড় করে বসে আছে বাতী। এক সাথে চোখ তুলে চাইল সবাই। বুড়ো আঙুল তুলে পিছন দিকটা দেখাল জোনাথন রানাকে।

'খাবার আছে কিচেনে।'

'ঘুমোব কোথায়?'

কথা বললেন কর্নেল, 'এখানে, যে কোন একটা সোফায় শুয়ে থাকতে পারো।'

'বাহ্। লিকার কেবিনেটের পাশে?' পা বাড়াবার উপক্রম করতেই কর্নেলের ডাকায় থামিয়ে দিল ওকে।

'রানা!' ঘুরে দাঁড়াল রানা, 'একটা কথা। মিস চৌধুরী বলেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণ হচ্ছে তুমি দোষী ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করা উচিত না। ইচ্ছে করলে গরম হয়ে নিতে পারো একটু। অবশ্য তার আগে খেয়ে এসো কিচেন থেকে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।' রওনা হয়ে গেল রানা কিচেনের উদ্দেশে।

প্রায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াল তিনজন কিচেনটায়। রোলো, হেনরী আর

রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শেষ করল খাওয়া। গ্লাস হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় ঢালল।

কৈফিয়তের ভঙ্গিতে রোলো বলল, 'খাওয়াটা হয়তো পছন্দ হয়নি আপনার। হতচ্ছাড়া চুলোটার পাশে বসে থেকে থেকে সেদ্ধ হয়ে গেছি।'

'তা হয়। অনেক সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও সেদ্ধ হয় মানুষ,' বলল রানা। রোলোর মিছে কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেছে ওর। রোলোর বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে হাসল। 'চলি।'

ডে-কম্পার্টমেন্টের উদ্দেশে রওনা দিল রানা। ঘরে ঢুকে দেখল কেউ নেই কামরাটায়। সবাই চলে গেছে যার যার ঘুমাবার জায়গায়। স্টোভে কিছু কাঠ ঠেলে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে কাউচটায়। চোখের সামনে ঘড়ি এনে সময় দেখল। ঠিক একটা বেজেছে।

ছয়

'ওয়ান ও ক্লক,' বলল সিম্পসন। 'ভোরের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে?'

'ভোরের আগেই ফিরে আসব আমি।' কথাটা বলেই লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল দাও। পঞ্চাশজন ইন্ডিয়ান ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ট কম্পাউণ্ডে। ঘন কুয়াশায় সাদা হয়ে গেছে ঘোড়া আর মানুষ। লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে স্যালুট করার ভঙ্গিতে হাতটা তুলল দাও। প্রত্যুত্তর দিল সিম্পসন, একই ভঙ্গিতে। রাশ টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলো দাও গেটের দিকে—পিছন পিছন চলল ওর পঞ্চাশ জন অনুসারী।

চোখ মেলেই মাথা ঝাঁকাল রানা। পা দুটো টান টান করে ঘড়িটা চোখের সামনে নিয়ে এল। ভোর চারটে। উঠে পড়ল রানা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে প্যাসেজ-ওয়ে ধরে। ধীরে সুস্থে প্রথম কোচটার শেষ মাথায় পৌঁছুল। ভেজানো দরজার জানালা দিয়ে উঁকি দিল দ্বিতীয় কোচটায়।

মাত্র পাঁচ ফুট দূরে কিচেনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে দুটো পা। একটার উপর আরেকটা পা রেখে দোলাচ্ছে লোকটা। জেগে আছে কেনেডি।

চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। সরে এল সে প্ল্যাটফর্মের কাছে। প্ল্যাটফর্ম রেইলের উপর উঠে ছাদের কার্নিশ ধরল দুহাতে, সামান্য একটা ঝাঁকুনি দিয়েই ডিগবাজি খেয়ে উঠে গেল উপরে। প্রচণ্ড বাতাস। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগোল সে ছাদের মাঝখানের ভেন্টিলেটারগুলো ধরে ধরে। চলন্ত ট্রেনের বরফ ঢাকা পিচ্ছিল ছাদের উপর কাজটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

এক পাশে খাড়া পাহাড়। অন্য পাশে গভীর খাদ। মাঝখান দিয়ে চলছে ট্রেন। বরফে সাদা হয়ে আছে কনিফারের ঝোপগুলো। মাঝে মাঝে পাইন গাছের ডালগুলো প্রায় ছাদের উপরে এসে পড়ছে। দুবার বেঁচে গেল রানা

ডালগুলোর হাত থেকে নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জোরে। দুবারই কি মনে হতে হঠাৎ ঘুরে দেখেছে বিপজ্জনক ভাবে এগিয়ে আসছে ওর দিকে পাইনের ডাল। সাথে সাথে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে ছাদের উপর। একমুহূর্ত দেরি হলেই পড়ে যেত বাড়ি খেয়ে।

এভাবে পৌছল রানা দ্বিতীয় কোচটার শেষ মাথায়। ইঞ্চি ইঞ্চি করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল নিচের দিকে। চমকে উঠল রানা। কান মাথা গরম হয়ে গেল। ডেক প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করছে মোলো। আবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছিয়ে এল রানা। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে গিয়ে ক্রল করে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল সামনের দিকে। দুহাত দুপাশে ডানার মত ছড়িয়ে দিয়ে বজায় রাখল ভারসাম্য।

বিরাট একটা পাইনের ডাল ছুটে আসছে দ্রুতবেগে। দ্বিধা করল না রানা। বুক সমান উঁচু ডালটা কাছে আসতেই খপ করে ধরে ফেলল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না ঠিকমত। একটা হাত পিছলে গেল বরফে। প্রচণ্ড বাড়ি লাগল বুকে। প্রাণপণ চেষ্টায় পেট আর দু'পা ঠেকিয়ে বাঁচল পতনের হাত থেকে। শক্ত করে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আবার। ট্রেনের ছাদটা ওর দু'ফুট নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এক ঝলকের জন্য দেখল মাত্র ফুট তিনেক নিচে পায়চারি করছে মোলো।

পা দুটো সোজা করে ডালটা ছেড়ে দিল রানা। পা পিছলে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেল ছাদের উপর। পড়েই চিৎ হয়ে গেল ট্রেনের ভয়ঙ্কর সম্মুখ গতির জন্য। বুকের ভিতর ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই ছিটকে ওঠার আগেই হারিয়ে যেত অন্ধকার খাদের তলায়। বিপদ কাটেনি, বুঝতে পারল রানা আছাড় খাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই। টের পেল, ছাদের একেবারে পাশে চলে যাচ্ছে ও ক্রমশ। অন্ধের মত হাত বাড়াল। ভেন্টিলেটরের ঢাকনিটা হাতে ঠেকতেই ধরে ফেলল আঙুল বাঁকিয়ে। ছুটে গেল আঙুলগুলো। সাথে সাথেই ধরতে চেষ্টা করল দ্বিতীয় ভেন্টিলেটরটা অন্য হাতে। এটাও ছুটে গেল। তবে দুবার বাধা পেয়ে কমে গেল গড়ানোর গতি। ঠিক এই সময় চোখে পড়ল ওর তৃতীয় ও শেষ ভেন্টিলেটরটা। পাগলের মত থাবা মারল রানা ডান হাত দিয়ে। দুটো আঙুল আটকে যেতেই জড়িয়ে ধরল বাঁ হাতে। ধরে রাখতে পারল এবার, গড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। অর্ধেকটা শরীর বাইরে ঝুলে আছে। বুঝতে পারছে ও এভাবে ঝুলে থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ। কোনমতে এক হাঁটুর সাহায্যে প্ল্যাটফর্মটার উপর নিয়ে এল নিজেকে। সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের বেরিয়ে থাকা প্ল্যাটফর্মটার শেষাংশ এটা। ঠিকমত নামতে পারলে পড়বে গিয়ে লাইনের উপর। আরও কয়েক মুহূর্ত ভেন্টিলেটর ধরে ঝুলে থেকে একটু স্থির করে নিল নিজেকে। তারপর ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল আঙুলগুলো।

দম বন্ধ করে পড়ে থাকল রানা কয়েক সেকেন্ড। বুকের কাছ থেকে প্রচণ্ড ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ছে দেহের শিরায় উপশিরায়। মনে হচ্ছে বেশ কয়েকটা রিব ভেঙেছে বুকের। মাথা ঝাড়া দিয়ে ব্যথাটা ভুলবার চেষ্টা করল

রানা। নিজেকে টেনে তুলল কোনমতে পায়ের উপর। বহন করতে চাইছে না পা দুটো দেহের ভার। একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পা বাড়াল সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতরে।

ওষুধের বাক্সগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। প্ল্যাটফর্মের দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখল ওর নাকের সামনেই পায়চারি করছে রোনো। গা থেকে ভেড়ার চামড়ার কোটটা খুলে ছড়িয়ে দিল দরজার মাঝখানের কাঁচের জানালার উপর। তারপর ওয়াগনের মাঝখানে রাখা বাতিটা জ্বালল। গোটা জানালা ঢাকা পড়ে আছে কোটে। বাইরে আলো যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ছোট একটা ফাঁক দিয়ে যে আলোর রশ্মি বেরুচ্ছে টের পেল না রানা।

একটা স্ক্রুড্রাইভার আর বাটালি কোটের পকেটে রেখে দিয়েছিল রানা ক্রিস্টোফারের টুল বক্স থেকে। ইংরেজীতে 'ভ্যাকসীন ঔষধ সরবরাহ, ইউ এস. আর্মি' লেখা একটা কাঠের বাক্সের ডালা খুলে ফেলল সে বাটালি আর স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে। মড় মড় করে শব্দ হলো কাঠের গা থেকে পেরেকগুলো খুলে আসার। কেয়ার করল না রানা। একজন একটা প্রাগৈতিহাসিক চলন্ত ট্রেনের জং ধরা কলকব্জা থেকে যে কোন রকমের—এমন কি পিস্তল দাগার আওয়াজ বেরুলেও খেয়াল করা উচিত নয় কারও।

বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলে ভিতরে চাইল রানা। ঝিলিক দিয়ে উঠল শেলের ধাতব খোলগুলো বাতির মৃদু আলোকে। কোন পরিবর্তন নেই রানার চেহারায়। সন্দেহ করেছিল সে ব্যাপারটা আগেই

আরও দুটো বাক্স খুলে একই ফল পেল। শুধু নয়, প্রত্যেকটা বাক্স ভর্তি রয়েছে গোলাগুলি দিয়ে। বাক্সগুলোকে ছেড়ে এগিয়ে গেল সে এবার কফিনগুলোর দিকে। সবচেয়ে নিচের সারের ডান দিকের কফিনের ডালাটা কম খোলা হয়েছে বলে মনে হলো ওর। টান মেরে র‍্যাক থেকে বের করে আনল কফিনটা। মড় মড় শব্দ হলো মেঝেতে কাঠের ঘষা লেগে। ধীরে ধীরে ডালাটা খুলল রানা। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। ছোট্ট দেহটা বেঁকে পড়ে আছে কফিনের ভিতর উপুড় হয়ে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। দেখার দরকারও মনে করল না রানা। এত ছোট আর হালকা দেহ সমস্ত ট্রেনে একজন যাত্রীরই ছিল। বেভারেজ কানাহান। না ছুঁয়েও বুঝতে পারল সে, বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই মারা গেছে বেভারেজ।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে হাতের বোতলটার দিকে চাইল রোনো। শেষ হয়ে এসেছে। বাকি তলানিটুকু গলায় ঢেলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল খালি বোতলটা। চেয়ে থাকল ছুঁড়ে ফেলা বোতলটার দিকে, দুঃখিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল একবার। তারপর লম্বা জায়গা নিয়ে পায়চারি শুরু করল আবার। হঠাৎ সাপ্লাই ওয়াগনের দরজার উপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল রোনো। পরমুহূর্তে মনের ভুল ভেবে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু আবার দেখা গেল ছোট্ট আলোর রশ্মিটা। এবার পরিষ্কার ভাবে. চোখ বন্ধ করল রোনো একবার—তারপর খুলল। আছে রশ্মিটা এখনও। বিড়ালের মত নিঃশব্দে

এগিয়ে গেল সে সাপ্লাই কোচটার দরজার দিকে। চোখ রাখল ছোট্ট ফাঁকটায়। দরজার দিকে পিছন ফিরে দ্বিতীয় কফিনটার ভিতর তখন তাকিয়ে আছে রানা। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঢুকাল রোলো। পাতলা ফলাওয়ালা একটা থ্রোইং নাইফ বের করে আনল পকেট থেকে, ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল অন্ধকারেই।

কয়েক সেকেন্ড রেভলভারের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল রানা কফিনের ডালাটা। ঠেলে ঢুকিয়ে দিল র‍্যাকে আবার। পাশের কফিনটা বের করল টেনে। অসম্ভব ভারী লাগল। তালা আটকানো এটার। কিন্তু বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে বেশিক্ষণ লাগল না তালা খুলতে। ডালাটা উঠিয়ে দিল। সারা গায়ে ভারী করে গ্রীজ মাখানো রয়েছে নতুন উইনচেস্টার রাইফেলগুলোয়। রাইফেলে ঠাসা কফিনটা। অর্থাৎ অস্ত্র এবং গোলা বারুদ...।

হঠাৎ শির শির করে উঠল রানার ঘাড়ের পিছনের চুলগুলো বিপদের গন্ধ পেয়ে। বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল সে।

ছুরি ধরা হাতটা প্রায় বুকের উপর এসে পড়েছে। ধরে ফেলল রানা রোলোর কব্জি। অন্য হাতে ধাক্কা মারল বুকে। একটা বাক্সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রোলো। পড়ার আগে ধরে ফেলল ওর বুকে লেগে থাকা রানার হাতটা। হুড়মুড় করে পড়ল রানাও। প্রায় সাথে সাথেই উঠে দাঁড়াল দুজন। ছুরি ধরার কায়দা পরিবর্তন করে ফেলেছে রোলো। ফলাটা ধরেছে এখন ছুঁড়ে দেয়ার কায়দায়। দাঁত বের করে ফেলেছে কুৎসিত হাসিতে। কিছুই করার নেই রানার। মাত্র তিন ফুট দূর থেকে মিস করবে না রোলো। চোখের কোণ দিয়ে বাঁ দিকের কফিনটার উপর বসানো বাতিটার দিকে চাইল রানা। একেবারে পায়ের কাছে। লাথি মেরে বসল হঠাৎ বাতিটায়। সাথে সাথে লাফ মেরে সরে গেল অন্যপাশে। চুরমার হয়ে নিভে গেল বাতিটা। অন্ধকারে ছুরি ধরা একজন লোকের সাথে ধস্তাধস্তি করা আত্মহত্যারই সামিল। ছুটল রানা দরজার দিকে।

সাপ্লাই কোচের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। একবারও চাইল না পিছন দিকে। ছাদে ছাড়া লুকানোর জায়গা নেই আর এখন। আগের মতই সেফটি রেইল দিয়ে উপরে উঠে গেল ও। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে অপেক্ষা করে রইল। ওর পিছু পিছু রোলো উঠে এলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে হঠাৎ। অথবা ওর অলক্ষ্যে অন্য পাশ দিয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করতে পারবে। বেশ কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল। কিন্তু মাথাটা দেখা গেল না রোলোর। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারল রানা তখন দেরি হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে চাইল সে পিছন দিকে। তুষারের কণা চোখে পড়ায় দৃষ্টি আবছা হয়ে গেল। চোখ মুছে মেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকাল সে আবার।

মাত্র দশ ফিট দূরে বসে আছে রোলো। বীভৎস হাসিটা আরও ছড়িয়ে গেছে। ছুরিটা ধরে রেখেছে ছোঁড়ার ভঙ্গিতে। ছোঁড়ার কোন ইচ্ছে দেখা

যাচ্ছে না ওর মধ্যে। আসলে মজা করছে রোলো। মারার আগে বিড়াল যেমন খেলায় ইঁদুরকে তেমনি খেলাচ্ছে। এবারে সত্যিই ভয় পেল রানা।

বসে বসেই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে রোলো। রোলোর দিকে ঘুরল রানা ধীরে ধীরে। একটা বিভ্রমত এগিয়ে আসছে সামনে। পরিষ্কার বোঝা গেল না তুষারের জন্যে, মনের ভুলও হতে পারে। সময় নেই আর হাতে। ছয় ফুটের মধ্যে এসে গেছে রোলো। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ছুরিটা মাথার উপর উঁচু করে ধরল সে। হঠাৎ রানার ডান হাতটা ঝটকা মেরে উঠল উপর দিকে। এক মুঠো বরফ ছুঁড়ে দিল সে রোলোর চোখে মুখে। বরফ ছুঁড়েই লাফ দিল রানা সামনের দিকে। ছুরিটাও ছুটে এসেছে ততক্ষণে রোলোর হাত থেকে। কিন্তু রানার মাথার এক চুল উপর দিয়ে ঝিলিক মেরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেটা। লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়েই ডান কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল ও রোলোর বুকে। লাগল না ধাক্কাটা ঠিকমত। নড়ে উঠল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র কাহিল হলো না রোলো এই ধাক্কায়। জড়িয়ে ধরল রানার গলা।

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, দেহের দিক দিয়েই যে শুধু ওর চেয়ে বড় তাই না, প্রচণ্ড শক্তি আছে রোলোর গায়ে। দুহাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরেছে ও রানার। অনেক চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না রানা হাতদুটো ওর গলা থেকে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল রানা। ওকে থামানোর কোন চেষ্টাই করল না রোলো। নিজেও উঠে দাঁড়াল রানার সাথে সাথে।

পিচ্ছিল বরফে ধস্তাধস্তি করতে করতে দুজনেই সরে এসেছে ক্রমশ খাদের কিনারায়: বাম দিকে তাকাল রোলো। ব্রিজটার উপর দিয়ে চলছে এখন ট্রেন। ব্রিজের নিচে গভীর অন্ধকার খাদ। দাঁতগুলো আবার বের করে ফেলল সে। আর নড়ছে না রানা। হঠাৎ যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। রোলোর আঙুলগুলো আরও চেপে বসল রানার গলায়। হাসি গিয়ে ঠেকল দুই কানে।

রানার এই আকস্মিক নিষ্ক্রিয়তার মানে যখন বুঝতে পারল রোলো, তখন ওর করার কিছুই থাকল না। কোটের কলার দুটো আচমকা দু'হাতে ধরে বিদ্যুৎগতিতে শুয়ে পড়ল রানা পিছন দিকে। মুহূর্তে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল রোলো ওর উপর। শুয়ে পড়েই পা দুটো বাঁকা করে ফেলল রানা। রোলোর দেহের মাঝ অংশটা পড়ল ওর পায়ের উপর। বিন্দুমাত্র দেরি না করে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে লাথি মারল রানা রোলোর তলপেটে। হঠাৎ সামনের দিকে পড়ে গিয়ে এমনিতেই পুরোপুরি তাল হারিয়ে ফেলেছিল রোলো, লাথি খেয়ে উড়ে চলে গেল রানার মাথার উপর দিয়ে। অসহায়ভাবে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হারিয়ে গেল সে খাদের অন্ধকারে। কলজে কাঁপানো চিৎকারটা ভেসে এল খাদের অনেক নিচ থেকে, যখন বিভীষিকাটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে।

তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে দুটো ভেন্টিলেটার ধরে ফেলল রানা। চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ অন্ধকার খাদের দিকে। বড় বড় শ্বাস নিয়ে গলাটা ডলতে শুরু করল। বুকের ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে আবার চারদিকে। ভেন্টিলেটার ধরে

বক্সের উপর শুয়ে থেকে জিরিয়ে নিল কিছুক্ষণ। তারপর সাবধানে নামল আবার সাপ্লাই ওয়াগনটার প্ল্যাটফর্মে। কাজ শেষ হয়নি এখনও। সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতর খোঁজাখুঁজি করে আরেকটা বাতি জ্বালল। আরও দুটো ওষুধ লেখা বাক্স খুলল ও। দুটোতেই উইনচেস্টার রাইফেলের অ্যামুনিশন ভর্তি। পঞ্চম বাক্সটা খুলেই রানা পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। আট ইঞ্চি লম্বা সিলিন্ডারের মত জিনিসগুলো ওয়াটার প্রুফ কাগজে মোড়া। বিশেষ ভাবে তৈরি হাত বোমা।

দুটো বোমা পকেটে পুরে বাতিটা নিভিয়ে দিল রানা। জানালা থেকে কোটটা খুলে গায়ে চড়িয়ে উঁকি দিল ভিতর দিয়ে।

রোলোর অস্ফুট চিৎকার শুধু একা রানাই নয়, শুনেছিল হেনরীও। কফি বানাতে ব্যস্ত ছিল সে তখন। চমকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল শব্দের কারণ জানতে। সন্দেহজনক কিছু না দেখে আবার ফিরে গিয়েছে কিচেনে।

এখন দেখতে পেল রানা দ্বিতীয় কোচটার পিছনের দরজা খুলে কফির কাপ হাতে বেরিয়ে আসছে হেনরী। দরজাটা পিছনে বন্ধ করে দিয়ে রোলোর খোঁজে চাইল এদিক ওদিক। নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া স্বভাব নয় রোলোর।

অপেক্ষা করল না আর রানা। সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের দরজা দিয়ে পৌঁছে গেল প্ল্যাটফর্মে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে এবারও চেয়ে থাকল জানালা দিয়ে সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতর।

লণ্ঠনটা হাতে উঁচিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সাপ্লাই ওয়াগনে ঢুকছে হেনরী। বাম দিকে চেয়েই স্থির হয়ে গেল সে। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ছ'টা গোলা বারুদের বাক্স খোলা পড়ে আছে। বাম হাত থেকে কফির কাপটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেল কফিনগুলোর দিকে। দুটো খোলা কফিন উইনচেস্টার রাইফেলে ভর্তি। তৃতীয়টায় শুয়ে আছে রেভারেন্ড। কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক চাইল। ধীরে ধীরে এগোল সাপ্লাই ওয়াগনের পিছনের দরজার দিকে।

আর কিছু দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। পুরানো কৌশলে উঠে গেল ছাদের উপর।

পিছনের প্ল্যাটফর্মের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল হেনরী। শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। যা কোথায় ঢুকে গেছে সে! ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল সামনের দিকে। ছাদে উঠে উঁকি দিয়ে দেখছিল রানা। হেনরী দৌড় দিতেই ছাদ থেকে নেমে নিঃশব্দ পায়ে ছুটল তার পিছু পিছু।

একের পর এক ছাড়িয়ে গেল হেনরী সব কটা কম্পার্টমেন্ট। ডে-কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে রানা যেখানে শুয়ে ছিল চাইল সেদিকে। উড়ে গেছে রানা নেই দেখে আবার ঘুরল হেনরী। ভাল করে চাইলে দেখতে পেত দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের ছাদের উপর বসে আছে রানা। ঝড়ের বেগে অফিসারদের স্লিপিং কোচে ঢুকল হেনরী। ছাদ থেকে নেমে দরজায় কান পেতে থাকল

রানা।

'সর্বনাশ হয়েছে, মেজর! জলদি আসুন! ভেগেছে ওরা।' হেনরীর কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কি যা তা বকছ!' খুব জড়িত গলা মেজর জোনাথনের, 'মাথা ঠিক আছে?'

'গেছে! মেজর, গেছে! দুটো হর্সওয়াগন—নেই ওগুলো!'

'হলো কি তোমার? বেহেড মাতাল মনে হচ্ছে! পুরো বোতল...'

'তা হলে তো ভালই হত। এম্যুনিশন আর এক্সপ্লোসিভের বক্সগুলোও ভাঙা হয়েছে। কফিনগুলোও। লোলো নেই। মাসুদ রানাও নেই। কোন চিহ্নই নেই ওদের। একটা চিৎকার শুনেছিলাম কিছুক্ষণ...'

আর শুনল না রানা। রাত্রীর ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল। তালা বন্ধ দরজায়। প্লাস্টিকের টুকরোটা ব্যবহার করে ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। ঘুমন্ত রাত্রীর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। ধীরে ধীরে চোখ মেলল রাত্রী। সাথে সাথেই বড় হয়ে গেল চোখ। মুখ খুলল চিৎকার করার জন্যে। কঠিন একটা হাত চেপে ধরল ওর মুখ।

'মারা পড়বে চেঁচালে। কিন্তু আমার হাতে না, ম্যাডাম।' হাতটা তুলে নিয়ে আঙুল তুলল দরজার দিকে। 'তোমার বন্ধুরা...খুঁজছে আমাকে। হাতের নাগালে পেলেই খুন করবে বিনা দ্বিধায়। কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে রাখতে পারবে আমাকে?'

'আমি...আমাকে এসব কথা বলার মানে?' ফিসফিস করে বলল রাত্রী।

'তুমি আমার প্রাণটা বাঁচাও, আমি তোমারটা বাঁচাব।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রাত্রী রানার মুখের দিকে। তারপর কিছু না বুঝেই ঘাড় কাৎ করল। জোনাথের বেল্টের ভিতর দিকের একটা গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে ছোট একটা কার্ড বের করে দেখাল কিছু সে। কিন্তু সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল আর একবার। প্যাসেজওয়ে থেকে কথার শব্দ ভেসে আসছে এখন। বালিশটা দেখিয়ে দিয়ে বাঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল রাত্রী। সেই মুহূর্তে টোকা পড়ল দরজায়। উত্তর দিল না রাত্রী। ততক্ষণে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে রানা। আবার বাঙ্কে শুয়ে পড়ে এক কনুইয়ের উপর উঁচু হয়ে ডিক করে বলল রাত্রী, 'কে?'

'মেজর জোনাথন।'

'ভেতরে আসুন।' দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জোনাথন। একটু এগিয়ে এল রাত্রীর দিকে।

'এত রাতে কি ভেবে, মেজর?'

'আসামীটা—মানে রানা, মিস চৌধুরী, পালিয়েছে,' মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল জোনাথন।

'পালিয়েছে? স্বপ্ন দেখছেন না তো? এই জঘন্য আবহাওয়ায় এমন বুনো জঙ্গলে পালাবে কোথায়?'

'আমিও তাই ভাবছি, ম্যাডাম। পালাবার কোন পথই নেই। সেজন্যই

ভাবছি ব্যাটা এই ট্রেনেই হয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও।'

চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকান স্বাতী মেজরের দিকে। 'তাহলে আপনি ভাবছেন আমি...'

বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল জোনাথন, 'না না, মিস চৌধুরী, আমি ভাবছিলাম আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন হঠাৎ করে ও ঢুকে পড়ে...'

'তাহলে নিশ্চয়ই আমার বিছানার নিচে লুকিয়ে রয়েছে সে? নাকি আপনি মনে করেন বাথরুমে ঢুকে বসে আছে?'

ধক করে উঠল রানার কলজেটা বাথরুমের ভিতর। সত্যিই যদি দেখতে আসে জোনাথন বাথরুমের ভিতর?

'মাফ করবেন, ম্যাডাম।'

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল রানা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে মাথা বের করল বাথরুমের দরজা খুলে। তারপর বেরিয়ে এল।

'চমৎকার!' হাসল রানা। 'সুন্দর হয়েছে অভিনয়টা।'

'বেরোও এখান থেকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তুষারে ঢেকে আছ তুমি। ঘরের আবহাওয়া জমিয়ে দিচ্ছ। চাওয়ার মরে যাচ্ছি আমি তোমার জন্যে।'

'তাড়াতাড়ি কাপড় পরে কর্নেলকে ডেকে আনো এখানে। কুইক।'

'তোমার হুকুমে? হুকুম দিচ্ছ কোন্ সাহসে?'

'অনেক জরুরী কাজ আছে আমার, স্বাতী। বুঝতে পারছ না তুমি। তাড়াতাড়ি না করলে মারা পড়বে তুমিও। জলদি যাও। আছি আমি এখানে।'

রানার মুখ দেখে কি বুঝল স্বাতী কে জানে, কিন্তু তর্ক করল না আর। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

স্বাতী বেরিয়ে যেতেই গা থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা স্বাতীর বিছানায়।

'রানা! রানা।' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থাকলেন কর্নেল রানার দিকে, 'মাই গড্‌স সেক...' হঠাৎ থেমে গিয়েই কোমরের রিভলভারের দিকে হাত বাড়ালেন কর্নেল।

'খেলনাটাকে যথাস্থানেই রাখুন, কর্নেল,' পরিশ্রান্ত শোনাল রানার গলা, 'পরে ওটাকে ব্যবহার করার সময় পাবেন যথেষ্ট।'

সেই ছোট্ট কার্ডটা কর্নেলের হাতে তুলে দিল রানা। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কার্ডটা নিলেন কর্নেল। বার দু'তিন পড়ে ফিরিয়ে দিলেন আবার রানাকে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'মাসুদ রানা...বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স... সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।' আর একটা কাগজ ধরিয়ে দিল রানা কর্নেলের হাতে। কাগজটায় লেখা 'সব রকমের সাহায্য করুন এঁকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে।' নিচে সি.আই.এ. চীফের স্বাক্ষরটা পরিষ্কার চিনতে পারলেন। আগেও দেখেছেন এ স্বাক্ষর তিনি। কিছু যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল কর্নেলের, 'তোমাকে আমি চিনেছি এবার, রানা। সি.আই.এ-র অফিসে দেখেছি আমি

তোমার ছবি। ওদের ফাইলে। বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ সেই স্পাই তুমি! সেই বিখ্যাত...' রানার ধরা পড়ার ব্যাপারটা মনে পড়ে যেতেই কেমন একটু থতমত খেয়ে গেলেন কর্নেল। 'তুমি...মানে তোমাকে কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে...বুঝতে পারছি...'

'আপনি শুধু কার্ড দেখেই বিশ্বাস করে ফেলেছেন ওকে? আর একটু জিজ্ঞাসাবাদ—'

'কোন দরকার নেই, মা। মাসুদ রানার পরিচয় জানার পর ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকতে পারে না।' শান্ত শোনাল কর্নেলের গলা।

'কিন্তু, বাঙালী হয়েও জীবনে কখনও ওর নাম পর্যন্ত শুনিনি...'

'আমাদের কথা কখনও কোন কাগজে ছাপা হয় না,' বলল রানা। 'যাকগে, বাজে কথা বলার সময় নেই এখন। আমার ওপর এখন থেকে নির্ভর করতে না পারলে এক কানাকড়ি দামও নেই তোমাদের জীবনের। ট্রেনের প্রত্যেকটা লোক কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খুন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাবে।' দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটু ফাঁক করল রানা। কান পেতে শুনল কিছু। 'সামনের দিকে যেতে এখন। জলদি এসো।' ফিরে এসে টান মেরে বাতীর বিছানা থেকে সাদা বেড-শীটটা তুলে জ্যাকেটের নিচে গুঁজে নিল রানা।

'ওটা কেন?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'পরে বুঝবেন, আসুন এখন।'

'কিন্তু, গভর্নর? ওকে আমাদের সাথে নিয়ে নিলে হয় না?' বলল বাতী।

নরম গলায় বলল রানা, 'সম্মানিত গভর্নর যাতে খুন, বিশ্বাসঘাতকতা আর বিদ্রোহে সায় দেয়ার জন্যে কোর্ট থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি না পায় সেদিকে কড়া নজর রাখব আমি।'

পুরোপুরি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাইল বাতী রানার দিকে। দরজাটা খুলল রানা আস্তে করে। ডে-কম্পার্টমেন্ট থেকে শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কথাবার্তা। ডে-কম্পার্টমেন্টের দরজায় পিঠ দিয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে তখন হেনরী।

'বারবার মেন সানাকে দেখেছি আমি ওকে, স্যার। এখন মনে পড়েছে। ওকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল আমার,' কাঁপা কাঁপা শোনাল হেনরীর গলার স্বর। 'পাহাড় ঘেরা দুর্গের সমস্ত সৈন্যরাও আটকে রাখতে পারেনি ওকে। বাংলাদেশের সিক্রেট এজেন্ট ও। হলপ করে বলতে পারি আমি।'

'মাই গড! এসপিয়োনাজ এজেন্ট!' ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র শোনাল জোনাথনের গলা, 'মানেটা বুঝেছেন আপনি, গভর্নর?'

'ওকে প্ল্যান্ট করা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। খুঁজে বের করো ওকে, যেভাবেই হোক। খুন করো ওকে, জোনাথন। খুন করো! খুন করো!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে গভর্নর।

'তাই, মেজর। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করুন। আর দেরি হয়ে গেলে কারও সাধ্য হবে না, ওকে ঠেকায়। দেখা মাত্র গুলি করার হুকুম দিন। কোন

সন্দেহ নেই, রোনোকে খুন করেছে ও।' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল হেনরী।

'ওরা আমাকে খুন করার কথা ভাবছে,' স্বাতীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল রানা।

পা টিপে টিপে প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল রানা পিছনের প্ল্যাটফর্মের দিকে। অনুসরণ করল ওকে স্বাতী ও কর্নেল। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল রানা ছাদের দিকে। কর্নেল চাইলেন বিস্মিত দৃষ্টিতে। পরমুহূর্তে মাথা ঝাঁকালেন বুঝতে পেরে। রানার সাহায্যে দ্রুত উঠে গেলেন ছাদে। এক হাতে একটা ভেন্টিলেটর ধরে আর এক হাত বাড়ালেন স্বাতীর উদ্দেশে। দ্রুত পৌঁছে গেল তিনজন ছাদে।

'সাংঘাতিক অবস্থা এখানে,' বলল স্বাতী। ভয় পায়নি সে আসলে। 'ঠাণ্ডায় জমে যাব যে'

'ট্রেনের ছাদ সম্পর্কে বিশ্রী মন্তব্য পছন্দ করি না আমি,' বলল রানা স্বাতীকে, 'যখন ট্রেনে চড়ি বেশির ভাগ সময়ই কাটাতে হয় আমাকে ছাদে। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।'

বিদ্যুৎ গতিতে মাথার এক হাত উপর দিয়ে চলে গেল পাইনের ডালটা। রানা আবার বলল, 'আর যাই হোক, এটা নিরাপদতম জায়গা, যদি সময় মত ছুটে আসা ডালপালাগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে পারো।'

'কি হবে এখন?' ধীর শান্ত কর্নেলের গলা। ব্যাপারটা তিনি উপভোগ করছেন বলে মনে হলো।

'অপেক্ষা করব আমরা। আর শোনার চেষ্টা করব ওদের কথাবার্তা,' চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ভেন্টিলেটরে কান রাখল রানা। কর্নেলও তাই করলেন। হাত বাড়িয়ে স্বাতীকে টেনে নিজের পাশে শুইয়ে দিল রানা।

'ছাড়ো! ধরে রাখতে হবে না আমাকে,' শান্তভাবে বলল স্বাতী।

'এমন রোমান্টিক পরিবেশে,' স্বাতীকে ছাড়ল না রানা, 'কোন মেয়েকে জড়িয়ে ধরে রাখতে বড়ই পছন্দ করি আমি।'

'তাই নাকি?' বরফের মতই ঠাণ্ডা গলা স্বাতীর।

'ট্রেনটার ছাদ থেকে পড়ে যেতে দিতে পারি না আমি তোমাকে। শিভালরি বলে একটা কথা আছে না?' মৃদু হেসে বলল রানা।

ডাইনিং কমপার্টমেন্টের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে জোনাথন, ডেভিড আর হেনরী। সবার হাতেই রিভলভার।

ডেভিড বলল, 'হেনরী যদি সত্যিই চিৎকারটা শুনে থাকে... দুজনেই হয়তো ট্রেন থেকে—'

চাউস বেলুনের মত শরীর নিয়ে যত জোরে দৌড়ানো সম্ভব ঠিক ততটা জোরে ছুটে প্রবেশ করল গভর্নর কমপার্টমেন্টে। ওদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করল।

'স্বাতীও গেছে।'

ঠাণ্ডা অসহনীয় নিস্তব্ধতাটা কাটিয়ে উঠল সবার আগে জোনাথন।

হেনরীকে বলল, 'জলদি দেখো কর্নেল কুজভেল্ট—না, আমি নিজেই যাচ্ছি।'
দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর কর্নেল। উঁকি মেরে দেখল রানা, প্রথম আর দ্বিতীয় কোচটার প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে জোনাথন। কমান্ডিং অফিসারকে ডাকতে যাবার আগে যে পিস্তলটা খাপে ঢুকিয়ে রাখতে হয় সে কথাটাও ভুলে গেছে সে। ভেস্টিবিউলটার কাছে ফিরে এল আবার রানা, নিজের অজান্তেই হাত রাখল বার্টার কাঁধে। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়।
'যোসেফের সাথে তোমার ঝগড়া বেধেছিল?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।
'সামান্য কথা কাটাকাটি। সাপ্লাই ওয়াগনের ছাদে। অসাবধানতায় পা ফসকে পড়ে গেছে বেচারা,' বলল রানা চাপা গলায়।
'যোসেফ পড়ে গেছে? সেই বিরাট হাসিখুশি লোকটা?' ধড়মড় করে উঠে বসল বার্টা। 'হয়তো সাংঘাতিক রকম আহত হয়েছে সে। হয়তো এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায়...'
'আসলে মারাত্মক রকম আহত হয়েছে ঠিকই,' বলল রানা নিরাসক্ত ভাবে, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখন আর সে টের পাচ্ছে না কিছু। একটা ব্রিজের উপর দিয়ে চলছিল তখন ট্রেন। গভীর খাদের তলায় হারিয়ে গেছে সে।'
'তুমি ওকে ঠেলে ফেলেছ, রানা!' বার্টার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর প্রায় বুজে এল, 'খুন করেছ তুমি ওকে!'
'প্রত্যেক লোকেরই নিজের প্রাণ বাঁচাবার অধিকার আছে।' হাতের চাপ বাড়াল রানা বার্টার কাঁধে, 'কাজটা না করলে সেই খাদটার তলায় এই মুহূর্তে নিঃসাড় শুয়ে থাকতে হত আমাকে।'
'হুঁ,' কথা বললেন এবার কর্নেল : 'রানা, এরপর কি হবে?'
'ইঞ্জিনে ঠাঁই নেব আমরা।'
'সেখানে আমরা নিরাপদ?'
'একবার ক্রিস্টোফারের হাত থেকে বাঁচতে পারলে আর চিন্তা নেই।'
বুঝতে না পেরে রানার দিকে চাইলেন কর্নেল। মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।
'হ্যাঁ, কর্নেল। ক্রিস্টোফারের কথাই বলছি।'
'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'
'তিনজন লোককে খুন করেছে ও। একটু পরেই বিশ্বাস করতে আর অসুবিধে হবে না আপনার।'
'তিন জন?'
'যতটা জানি। আরও বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়।'
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন কর্নেল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল ব্যাপারটা ওঁর কাছে, 'তাহলে সশস্ত্র সে?'
'জানি না। হতে পারে। তাছাড়া, রাসমার্টার কাছে আছে স্ক্রাইফেলটা। ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মালিক হয়ে যেতে পারে অস্ত্রটার।'
'আমরা যাব—টের পাবে না সে?'

'অনিশ্চিত পৃথিবীতে বাস করছি আমরা, কর্নেল।'

'ট্রেনটা দখল করে নিতে পারি আমরা প্যাসেজ-ওয়ে বা দরজার কাছ থেকে। আমার কাছে রিভলভার—'

'কিছু হবে না। বেপরোয়া লোক ওরা। আপনাকে অপমান করছি না আমি, কর্নেল, কিন্তু ও ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে জোনাথন বা ডেভিডের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবেন না আপনি। আর দখল করতে গেলে গোলাগুলি চলবেই। সেক্ষেত্রে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে ক্রিস্টোফার, ওর ইঞ্জিনের ধারে কাছে ঘেঁষা যাবে না তখন। ট্রেন না থামিয়ে চলে যাবে সে সোজা ফোর্ট হাম্বোল্টে।'

'তাহলেই তো ভাল। ফোর্ট হাম্বোল্টে সাহায্য পেয়ে যাব আমরা।'

'মনে হয় না আমার,' সতর্ক করার জন্যে আঙুল তুলল একটা রানা। সাবধানে উঁকি মেরে দেখল প্রথম কোচটা থেকে দ্বিতীয়টায় ঢুকছে জোনাথন। কান রাখল ভেন্টিলেটারে। ভেসে এল জোনাথনের কঠিন গলা, 'কর্নেলও নেই! হেনরী, এখানেই দাঁড়াও তুমি—খেয়াল রাখবে কেউ যেন ঢুকতে না পারে এখান দিয়ে। পিছনের আগা দিয়ে দেখবে। গুলি করবে দেখা মাত্র'। ডেভিড, গভর্নর—পেছন থেকে শুরু করব আমরা হতচ্ছাড়া ট্রেনটার। প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজে দেখতে হবে।'

দ্রুত সামনের দিকে চাইল রানা। কর্নেল চেয়ে থাকলেন পিছন দিকে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে। এক্টা জিনিস খেয়াল করেননি এতক্ষণ।

'হর্স ওয়াগন দুটো? ওগুলো গেল কোথায়?'

'পরে, কর্নেল।'

'আসলে কি ব্যাপার ঘটছে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে, রানা?'

'পরে, কর্নেল।'

নিঃশব্দে ছাদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল তিনজন সামনের দিকে। শেষ মাথায় পৌঁছে নেমে এল রানা প্ল্যাটফর্মে। চোখ রাখল দরজার জানালা দিয়ে। প্যাসেজ-ওয়ের শেষ মাথায়, ডাইনিং কম্পার্টমেন্টের দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে সতর্ক ভাবে চারদিক খেয়াল রাখছে হেনরী। ভারী কোল্ট আলগোছে ধরে রেখেছে হাতে।

উপরের দিকে চেয়ে ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। ইঙ্গিতে দেখাল কর্নেল আর বাকীকে, নিচে লোক আছে। তারপর নিঃশব্দে নামিয়ে আনল দুজনকে প্ল্যাটফর্মে। হাত বাড়াল রানা কর্নেলের রিভলভারটার জন্যে। মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করে সেটা দিয়ে দিলেন কর্নেল রানাকে। ওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে উঠে গেল ও সেফটি রেইলে। সেখান থেকে চলে এল ইঞ্জিনের পিছনের অংশে কাঠের গুদামের ছাদে।

ড্রাইভিং উইন্ডো দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ক্রিস্টোফার। ব্যস্ত ভাবে কাঠ ভরে চলেছে রাফার্টী ফায়ার-বক্সে। আরও কাঠের জন্যে ঘুরে দাঁড়াল রাফার্টী। মাথা নিচু করে ফেলল রানা। কাঠ নিয়ে সরে যেতেই উঁচু হলো আবার। নিঃশব্দে ঝুলে নামল ইঞ্জিনরুমের মেঝেতে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ক্রিস্টোফার, পিছনে একটা নড়াচড়ার ছায়া পড়েছে ওর ড্রাইভিং উইন্ডোতে। জানালা থেকে অত্যন্ত ধীরে চোখ সরিয়ে নিয়ে চাইল রাফার্তীর দিকে, সেও চেয়ে আছে ক্রিস্টোফারের দিকে। একসাথে পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়াল দুজন। মাত্র চার ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কোল্টটা ক্রিস্টোফারের শরীরের মাঝ বরাবর তাক করা।

রাফার্তীর উদ্দেশে রানা বলল, 'রাইফেল উঠানোর চেষ্টা কোরো না। আমার রিভলভার সেটা মোটেই পছন্দ করবে না। এটা দেখো।'

অত্যন্ত ধীরে হাত বাড়িয়ে রানার হাত থেকে কার্ডটা নিল রাফার্তী। গায়ার-বক্সের উজ্জ্বলতায় পড়ে নিয়েই ফিরিয়ে দিল আবার। সারা মুখে বিস্ময় আর অনিশ্চয়তার ছাপ।

রানা বলল, 'কর্নেল ফ্রডেন্ট আর মিস চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন প্রথম প্ল্যাটফর্মে। আসতে সাহায্য করো ওদেরকে এখানে। অত্যন্ত ধীরে, রাফার্তী—যদি মাথাটাকে বুলেটের হাত থেকে বাঁচাতে চাও।'

একটু দ্বিধা করে চলে গেল রাফার্তী। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল কর্নেল আর বান্ধীকে নিয়ে। নেমে আসছে ওরা কাঠের দোলের উপর থেকে। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে কোটের কলার ধরে প্রচণ্ড জোরে ইঞ্জিনরুমে সাইডের দেয়ালে চেপে ধরল রানা ক্রিস্টোফারকে। কোল্টের নলটা গলায় ঠেসে ধরল।

'তোমার পিস্তলটা, ক্রিস্টোফার।'

ক্রিস্টোফারকে দেখে মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। পিস্তলটা গলায় চেপে বসাতে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কথা বলল কোনমতে।

'এসবের অর্থ কি? কর্নেল ফ্রডেন্ট—!'

প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি মারল ওকে রানা। ডান হাতটাকে মুচড়ে শোল্ডার ব্লেডের কাছে নিয়ে এল। কোল্টের নল দিয়ে খোঁচা মারল পিঠে। এগিয়ে নিয়ে গেল ইঞ্জিনরুমের ডান পাশের দরজায়।

'বেরোও।'

আতঙ্ক দেখা দিল ক্রিস্টোফারের চোখে। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মাঝেও চোখে পড়ল দ্রুত ধাবমান খাড়া খাদগুলো। ভয়ানক জোরে খোঁচা মারল রানা আবার পিস্তলের নল দিয়ে ওর কোমরে, 'বেরো হারামজাদা।'

'টুল বক্স,' ককিয়ে উঠল ক্রিস্টোফার, 'টুল-বক্সের নিচে আছে।'

পিছনে সরে এল রানা। ছাড়ল না ক্রিস্টোফারকে, হাতের কোল্টটা দিয়ে ইঙ্গিত করল রাফার্তীর দিকে, 'বের করে নাও।'

কর্নেলের দিকে চাইল রাফার্তী। মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। টুল বক্সের নিচে থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে এগিয়ে দিল রানার দিকে রাফার্তী। ওটা হাতে নিয়ে কর্নেলের রিভলভারটা ফিরিয়ে দিল রানা। মাথা ঘুরিয়ে ইঞ্জিনরুমের পিছনটা দেখালেন রানাকে কর্নেল। সায় দিল রানা।

'বোকা নয় ওরা। বুঝতে দেরি হবে না ওদের যে ছাদে উঠে গেছি

আমরা। সেখানে খুঁজে না পেলেই গবিজার মুখে নেবে আর কোথায় থাকতে পারি আমরা।' ঘুরে দাঁড়ান রানা রাফার্তীর দিকে, 'তোমার মাইফেলটা ধরে রাখো হামামজাদার দিকে। নড়তে চেষ্টা করলেই গুলি করবে। সোজা হার্ট বরাবর।'

'আমাকে মারবে?' মুখ বিকৃত করে বলল ক্রিস্টোফার। 'আইন নেই নাকি...?'

সাবধান হবার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না রানা। লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ বেগে হাত চালাল। হাতের উল্টো পিঠের প্রচণ্ড আঘাতটা লাগল ক্রিস্টোফারের মুখের মাঝ বরাবর। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্টগুলোর উপর। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল সাথে সাথে।

'আছে বৈকি আইন!' বলল রানা দাঁতে দাঁত চেপে। 'ওটা এখন আমার হাতে।'

সাত

'ও একজন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। অর্থটা জানা আছে তোমার?' বললেন কর্নেল ক্রিস্টোফারের দিকে তাকিয়ে। 'প্রয়োজনে আইন হাতে তুলে নেবার অধিকার আছে ওদের। যাই হোক, তোমার খেলা শেষ হয়ে গেছে।'

বেজীর মত ললাটে মৃত্যু দিশ্ব দেখাচ্ছে ক্রিস্টোফারের।

'বুকে গুলি করবে, মাথায় নয়,' রাফার্তীকে বলল রানা। ঘুরে দাঁড়াল ও। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কর্ড কাঠের স্তূপটার সামনে। তান ধার থেকে কাঠ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল ও।

কাঠগুলো সরিয়ে নিথে হয়ে একপাশে দাঁড়াল রানা। মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকারটা দমন করল কোন রকমে বার্তী, ঘুরে দাঁড়াল সে পিছন ফিরে।

'ওকল্যান্ড! নিউগ্লেন!' বিড় বিড় করছেন কর্নেল বোকার মত রানার দিকে চেয়ে। 'কিন্তু কেন?'

'কিছু একটা দেখে ফেলেছিল ওরা সম্ভবত,' বলল রানা। 'যাই দেখুক, দেখেছিল এই ইঞ্জিনরুমেই। এখানেই খুন করা হয়েছে ওদের।' একটু ভেবে আবার বলল রানা, 'দেখেনি,-আমার বিশ্বাস কিছু একটা শুনেছিল ওরা ক্রিস্টোফার সম্পর্কে কারও কাছে। তদন্ত করতে আসে তাই এখানে। আসাটাই ভুল হয় ওদের।'

'কিন্তু একা ক্রিস্টোফার খুন করেনি এদেরকে। তা সম্ভব নয়,' বললেন কর্নেল। 'চার্লসকে শহরে পাঠিয়েছিল ক্রিস্টোফার। তাহলে কে? হেনরী?'

'হেনরী। দুজন মিলে লাশ দুটোকে কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখে। চার্লসকে শহরে পাঠাবার কারণও সেটাই। প্ল্যাটফর্ম ভর্তি সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে লাশ সরানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এদেরকে কিভাবে খুন করা হয়েছে আমি

জানি না। তবে চার্লসকে কেন মরতে হয়েছে তা জানি। বেচারা দেখে ফেলেছিল লাশ দুটো।' কাঠ চাপিয়ে লাশ দুটো ঢেকে ফেলতে শুরু করল আবার রানা। 'মৃতদেহ দুটো দেখে ফেলার পর চার্লসের সাথে খাতির জমায় ক্রিস্টোফার, তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ফেলে। মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে, তারপর ঠেলে ফেলে দেয় নিচে।'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' শাসিয়ে উঠল ক্রিস্টোফার। 'কর্নেল, ওকে আপনি থামতে বলুন। ওর একটা কথাও সত্যি নয়। কি বলছে না বলছে কিছুই আমি বুঝতে পারছি না...'

কান দিলেন না কর্নেল তার কথায়। বললেন, 'যা বলার বলে যাও তুমি, রানা। প্রত্যেকটা ঘটনা সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যা শুনতে চাই আমি।'

'ব্যাখ্যা? ব্যাখ্যা না ছাই! একটা কথাও প্রমাণ করতে পারবে না ও!'

'বুঝতেই পারছেন, একা নয় ও। রিটেইনিং নাটে গোলমাল বাধায় ক্রিস্টোফার নিজেই,' বলল রানা, 'যথেষ্ট সময় করে দেয় ও ওদেরই দলের কাউকে রিভার সিটির সাথে যোগাযোগ লাইনটা কেটে দেবার জন্যে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ, 'ওকে আমি স্টীম প্লেনটা অ্যাডজাস্ট করতে দেখেছি রিভার সিটিতে।'

'প্রয়োজন মত ঢিলে করে রেখেছিল আর কি,' বলল রানা। 'দুটো ট্রপকোচ আর হর্স ওয়াগনের মাঝের কাপলিংটার তলায় ছোট্ট একটা টাইম বোমা ফিট করে রেখেছিল, হিসেব মত টাইম দিয়ে রেখেছিল যাতে সবচেয়ে খাড়া চূড়ায় ট্রেন ওঠার সময় ফাটে ওটা। ট্রপকোচ থেকে লাফিয়ে নেমে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা কেউ করেনি, তার কারণ, প্রত্যেকটি দরজায় তালা মারা ছিল। খাদে নেমে বগীগুলো পরীক্ষা করলেই আমার অনুমান সত্য প্রমাণিত হবে। বেকম্যান ফোর্ড—আমার বিশ্বাস, তাকে আগেই খুন করা হয়েছিল।'

'মাথায় ঢুকছে না কিছুই,' বলল খাতী। 'এভাবে এত লোককে এরা সবাই মিলে খুন করেছে—ব্যাপারটা কি?'

চারটে গুলির শব্দ হলো, একই সাথে শুরু হয়ে গেল ইঞ্জিন রুমের ভিতর বুলেট ছুটোছুটি করার শব্দ। একটা বুলেট ইঞ্জিন রুমের চারদিকের দেয়ালে ঠোকর খেল একবার করে, তারপর বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

'শুয়ে পড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ক্রিস্টোফার ছাড়া সবাই ডাইভ দিয়ে পড়ল মেঝেতে, কাঠের স্তূপে। কোত্থেকে কে জানে, একটানে আঠারো ইঞ্চি লম্বা একটা রেঞ্চ বের করে আনল ক্রিস্টোফার। ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্রিস্টোফারের হাতে। মাফার্টীর মাথার মাঝখানে প্রাণপণ জোরে বসিয়ে দিয়েছে সেটা। একই সাথে মাফার্টীর হাতের রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল কর্নেলের উদ্দেশে, 'নড়েছ কি মরেছ!' কর্নেলের পিস্তলের নল কাঠের স্তূপের দিকে নামানো। রানারটা ওর কোমরের বেল্টে গোঁজা। 'বাঁচতে চাইলে নড়বে না কেউ এক্ষুণি!'

নড়ল না ওরা কেউ।

ক্রিস্টোফারকে ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে কর্নেলকে বলল

ফুউউ!

সে, 'ফেলো পিস্তল!'

কর্নেলের হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও। মাথার ওপর হাত তুলে!'

হাত তুললেন কর্নেল মাথার ওপর। রানাও তুলল ধীরে ধীরে। কিন্তু ক্রিস্টোফারের দিকে নয়, সর্বক্ষণ চেয়ে আছে ও রাফার্তীর দিকে। করার নেই আর কিছু, মারা গেছে রাফার্তী। বিমূঢ় দেখাচ্ছে রানাকে। যেন বিশ্বাস করছে না, মৃত্যুটাকে মেনে নিতে পারছে না এখনও।

'এই বুড়ি!' কর্কশ গলায় গর্জে উঠল ক্রিস্টোফার। 'হাত তুলছিস না যে বড়?'

রাফার্তীর দিকে চেয়ে আছে স্বাতীও। দু'চোখে আতঙ্ক। ধীরে ধীরে ক্রিস্টোফারের দিকে তাকাল সে। শিউরে উঠল সর্বশরীর। যন্ত্রের মত হাত দুটো উঠে গেল মাথার উপর। এইমাত্র যেন সচেতন হয়ে উঠল সে পরিস্থিতিটা সম্পর্কে। চকচক করে উঠল চোখ দুটো। ক্রিস্টোফার রানার দিকে তাকাতেই দ্রুত এদিক ওদিক দেখে নিল স্বাতী। ডান হাতটা ধীরে ধীরে বাড়াল সে ঝোলানো লণ্ঠনটার দিকে। চোখের কোণা দিয়ে ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করে চেয়ে রইল রানা ক্রিস্টোফারের দিকে। এতটুকু পরিবর্তন ঘটল না চেহারায়। ইতোমধ্যে লণ্ঠনটা ছুঁই ছুঁই করছে স্বাতীর হাত।

'বেড-শীটটা কেন এনেছ বুঝতে পারছি না, তবে কাজে লাগতে যাচ্ছে এটা,' বলল ক্রিস্টোফার রানাকে। 'খাটে উঠে দোলাও মাথার ওপর।'

হাতে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিল স্বাতী লণ্ঠনটা সামনের দিকে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ক্রিস্টোফার আলোর ঝলকটা ছুটে আসছে ওর দিকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পাশে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মুখের এক ধারে লাগল সেটা উড়ে এসে। ভারসাম্য নষ্ট হলো এক সেকেণ্ডের জন্যে। লণ্ঠনটা ক্রিস্টোফারকে আঘাত করবার আগেই নড়ে উঠেছে রানার দেহ। ডাইভ দিয়েছে ও। ওর মাথাটা লাগল গিয়ে ক্রিস্টোফারের পেটের মাঝখানে। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে বয়লারের উপর গিয়ে পড়ল ক্রিস্টোফার। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র বিড়ালের মত ছুটে গেল রানা তার দিকে। কলার চেপে ধরে ক্রিস্টোফারের গোটা শরীরটা একটু উপরে তুলল, তারপর প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল বয়লারের গায়ে। একবার, দু'বার, তিনবার! খুলি ফেটে দরদর ধারায় রক্ত নামল ওর গাল বেয়ে। আরও দুটো বাড়ি খেয়েই ঝুলে পড়ল মাথাটা সামনের দিকে। রাগে লাল হয়ে গেছে রানার মুখ চোখ। বাম দিকে চোখ পড়তেই রাফার্তীর মৃতদেহটা দেখতে পেল আবার ও। ফিরল আবার ক্রিস্টোফারের দিকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজার কাছে নিয়ে এল শয়তানটাকে, খোলা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে।

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম কোচটার সামনের খোলা প্ল্যাটফর্মের উপর মার্শাল আর জোনাথন। মুহূর্তের জন্যে দেখল ওরা ক্রিস্টোফারের ছুঁড়ে দেয়া শরীরটা। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। তারপর ফিরে গেল কোচের ভিতর।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো রানা। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল চোখ মুখ থেকে। রাভীকে বলল, 'কি, মেনে নিতে পারোনি বুঝি কাজটা?'

রানার দিকে চেয়ে ম্লান হাসল রাভী, 'এছাড়া আর করার ছিলই বা কি?'

ওয়ার কাউন্সিল বসেছে ডে-কমপার্টমেন্টে। গভর্নর স্টোভের দিকে চেয়ে আছে গভীর মনোযোগের সাথে। মাঝে মাঝে হাতটা শুধু নড়ে উঠছে, গ্লাস তুলছে মুখে। 'ভয়ঙ্কর অবস্থা আর কাকে বলে! ওহ্ গড, গড, ওহ্ গড! শেষ হয়ে গেছি আমি, তাই না? হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছি আমি!'

তার এইড মেজর জোনাথন পদমর্যাদা ভুলে হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন, সময় থাকতে ভাবনি কেন বিপদের কথা? আমার আর ডেভিডের কথায় রাজি না হলে কি তোমাকে জোর করে দলে টানতাম? ডেভিড যখন ইন্ডিয়ানদের এজেন্ট হবার প্রস্তাব দেয় তখন আপত্তি করোনি কেন? লাভের অর্ধেক পোয়ার পাবে শুনে তো সানন্দে রাজি হয়েছিলে তখন!'

'সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে তা কি জানতাম?' মিন মিন করে বলল গভর্নর। 'তোমরা কি আমাকে বলেছিলে এতসব খুন খারাবির মধ্যে দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে?' জোনাথনের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চটে গেল সে। 'কিন্তু সত সেজে তুমিই বা বসে আছ কেন? কিছুই কি করবার নেই তোমার?'

'বুড়ো গাধার মত এককোণে তাকিয়ে যে বড়—করার আছেটা কি? তুমিই বলে দাও না? কাঠের গুদামটা কিভাবে সাজানো হয়েছে দেখোনি? ওটা ভেদ করতে হলে কামানের দরকার। তিরিশ যদি যেতে চাই, ছয় ফিট দূর থেকে গুলি করবে ওরা, মিস হবে না একটা বুলেটও।'

'সামনাসামনি লড়া যাবে না ওদের সাথে,' বলল মার্শাল। 'পেছনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ছাদে উঠে এগোবার চেষ্টা করতে হবে। একমাত্র ওখান থেকেই যদি কিছু করা যায়। এতেও ঝুঁকি কম নয়।'

'সে ঝুঁকি নেবেটা কে? তুমি? আমি বিশ্বাস করি না,' বলল জোনাথন তিক্ত কণ্ঠে।

নিঃশব্দে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কর্নেল চিন্তিত ভাবে কাঠ হাসছেন ফায়ার-বক্সে ধরে স্থির ভঙ্গিতে। কাঠের স্তূপের এক ধারে বসে আছে রাভী পিছন ফিরে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে রানা ওর গায়ে একটা তারপুলিন জড়িয়ে দিয়েছে। পিছন থেকে কেউ আসছে কিনা লক্ষ রাখছে রাভী।

ফায়ার-বক্সের মুখ বন্ধ করে সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন কর্নেল। দু'কোমরে হাত রেখে বললেন, 'এই কোমরের ব্যথাটাই মারবে আমাকে...'

'না, মারবে আপনাকে ডেভিড, যদি আধ সেকেন্ডের জন্যে অসতর্ক হন,' বলল রানা।

'হোতা তাহলে সে-ই?' কোমর ডলতে ডলতে জানতে চাইলেন

কুউউ!

কর্নেল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এফ.বি.আই এবং সি.আই.এ-র তালিকায় অনেকদিন থেকেই ওর নাম আছে। এক কালে সত্যি সত্যি ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল ও। কিন্তু বছর দুই আগে দল পরিবর্তন করেছে।'

'জোনাথন?'

'ওর বিরুদ্ধে রেকর্ড নেই কিছু। ডেথটি সনে দু'জনের পরিচয় হয় টেরিটোরিতে। সেই থেকে বন্ধুত্ব এবং একযোগে পদস্খলন ঘটে ওদের।'

'আর গভর্নর?'

'মেরুদণ্ডহীন আর সাংঘাতিক ধরনের লোভী লোক।'

'অত্যন্ত সন্দেহ প্রবণ মন তোমার, রানা।'

'বেঁচে আছি সেজন্যেই।'

'কিন্তু আমাকে সন্দেহ করোনি কেন?'

'ডেভিডকে সাথে নিতে হবে বুঝতে পেরে অসন্তুষ্ট হন আপনি, তাদের টেবিল থেকে পরিষ্কার স্টো লক্ষ করি আমি, তাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছেন আপনি। আমি কিন্তু চাইছিলাম এই ট্রেনে আসুক সে। WANTED মার্কা সাজানো নোটিশের মাধ্যমে আমাকে ট্রেনে উঠতে সাহায্য করা হয়েছে ওপর মহল থেকে, গোটা রহস্যটা ভেদ করার জন্যেই।'

'আমাকেও বোকা বানিয়েছ তুমি!' কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যায় সহজে ঘা লেগেছে কর্নেলের।

'ভুল করছেন, কর্নেল,' বলল রানা। 'কেউ বোকা বানায়নি আপনাকে। ফোর্ট হামবোল্টে কিছু একটা ঘাপলা আছে সন্দেহ করা হয়েছিল আগে থেকেই। এই ট্রেনে ওঠার আগে আমিও আপনার চেয়ে খুব বেশি কিছু জানতাম না।'

'এখন কতটা জানো?'

'রানা!' বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল রানা পিছন থেকে চিৎকারটা ভেসে আসতেই। হাতটা আপনা আপনি চলে গেছে কোমরে গোঁজা রিভলভারের কাছে।

'ম্যাডামের দিকে লক্ষ করে ধরে আছি পিস্তল, কাজেই কোনরকম চালাকি নয়, রানা!'

নড়ল না রানা। প্রথম কোচটার সামনের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে মার্শাল। দাঁত বের করে হাসছে সে।

ধীরে ধীরে কোমরের কাছ থেকে হাত নামিয়ে নিল রানা। ডেভিডের কাছ থেকে কয়েক হাত তফাতে আবির্ভাব হলো জোনাথনের। তার হাতেও রিভলভার।

'কি করতে বলো আমাকে তোমরা?' জানতে চাইল রানা চিৎকার করে।

'চমৎকার! সিক্রেট সার্ভিস-ম্যান তাহলে লাইনে এসেছ!' হাসি উপচে পড়ছে মার্শালের কথায়। 'গাড়িটা আগে থামাও।'

থ্রটলটা বন্ধ করে দিয়ে আস্তে করে চেপে ধরল রানা ব্রেক। অকস্মাৎ চোখের পলকে সম্পূর্ণ আটকে দিল চাপ দিয়ে। প্রচণ্ড কান ফাটানো ধাতব আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রুগীর মত কাঁপতে শুরু করল ট্রেনটা, মুহূর্তের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু বুঝে ওঠার আগেই পিচ্ছিল বরফ ঢাকা ছাদ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে গেল মার্শান। প্ল্যাটফর্মের পাশের গ্র্যাব রেইল ধরতে গিয়ে হাতের রিভলভারটা হারাল সে। হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ল পিছন দিকে জোনাথন। এক হাত দিয়ে ভেন্টিলেটারটা ধরে ফেলে ডেভিডের অবস্থা থেকে রক্ষা করল নিজেকে।

'শুয়ে পড়ো!' বলেই ব্রেক ছেড়ে দিয়ে পুরো থ্রটলটা খুলে দিল রানা। পরমুহূর্তে ডাইভ দিয়ে চলে গেল কাঠের স্তূপের আড়ালে।

লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন মেঝেতে কর্নেল। তাঁর পাশেই বাতী।

কর্ড কাঠের ব্যারিকেডের উপর দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল রানা।

শব্দ হলো সাথে সাথে গুলির। বুলেটটা গোঁয়ারের মত এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে ধাক্কা মারল বারকয়েক। যে দিক থেকে এসেছিল সে দিকেই ছুটে চলে গেল আবার বুমেরাঙের মত।

আবার মাথা উঁচু করল একটু রানা। লম্বা একটা কাঠ হাতে নিয়ে ছাদের উপর লম্বালম্বি ভাবে ঘোরাতে লাগল সামনে পিছনে।

গুলি করার সময় হলো না আর জোনাথনের। গুলি ফিরে আসাটাও কম বিপজ্জনক নয়। ট্রিগারে তর্জনী আঙুলের চাপ বাড়াবার আগেই দেখা দিল নতুন বিপদ। লম্বা একটা কাঠ এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভেন্টিলেটারটা শক্ত করে চেপে ধরে এক পাশে সরবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পুরোপুরি সরে যাবার আগেই খোঁচা মারল কাঠের মাথাটা ওর কাঁধে। পিস্তলটা উড়ে চলে গেল হাত থেকে। যদিও খবরটা জানা হলো না রানার, খুঁচিয়ে চলল ও অবিরাম সামনে পিছনে, তারপর এ-পাশ থেকে ও-পাশ ঝাঁট দেবার মত করে।

আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়েও কিছু করতে পারছে না জোনাথন। বেশ কয়েকটা ঘা খেয়ে বরফ ঢাকা পিচ্ছিল ছাদের উপর দিয়ে অনেক কষ্টে ক্রল করে পিছু হটল সে। শেষ মাথায় পৌঁছে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মার্শান অনেক আগেই পিস্তল হারিয়ে ঢুকে পড়েছে কেবিনে।

কাঠের গুদামে উঠে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দেখল, কেউ নেই ছাদে। প্রথম প্ল্যাটফর্মেও নেই কেউ। বাতীর দিকে ফিরল ও, 'ব্যথা পেয়েছ?'

হাঁটুর কাছে ডলছে বাতী, 'হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলাম।'

কর্নেলের কোটের হাতায় ফুটো দেখে ভ্রূকুটি করল, 'আপনি?'

'ও কিছু না।' কোমরে চাপড় মারলেন কর্নেল। 'বজ্জাত ব্যথাটা আবার চেগিয়ে উঠেছে বিপদ কেটে যেতেই।'

ফিরে গিয়ে থ্রটলটা ঠিক করে দিল রানা। রাগার্টের রাইফেলটা তুলে নিয়ে উঠে গেল আবার কাঠের গুদামের ছাদে। ব্যারিকেড তৈরি করতে শুরু

করল আবার ও।

আবার বসেছে ওয়ার কাউন্সিল। হতাশ জেনারেলদের সকলের হাতে একটা করে গ্লাস। এমন কি হেনরীও দূরে দাঁড়িয়ে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কির গ্লাসে।

কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল মার্শাল, 'নতুন আর কোন ধারণা পয়দা হয়নি তোমার মাথায়, মিস্টার গভর্নর?'

'বুদ্ধিটা আমার ছিল, স্বীকার করেছি। কিন্তু কাজটা করতে গিয়েছিলে তোমরা দুজন। রানার কাছে তোমরা হেরে গেছ সেটা বুঝি আমার দোষ?'

'অনেকগুলো বোমা আছে আমাদের,' বলল হেনরী। 'এক আধটা ছুঁড়ে দিয়ে দেখলে কেমন হয়?'

'আর কিছু বলবার না থাকলে চুপ করে থাকো তুমিও। ট্রেনটা ফিরে যাবার জন্যে দরকার হবে, জানো না?' খেঁকিয়ে উঠল জোনাথন।

অকস্মাৎ টেবিলের একটা বোতল শত টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সাথে সাথে কান ফাটানো শব্দ হলো রাইফেলের।

গালের উপর থেকে হাতটা চোখের সামনে নামাতেই তাজা রক্ত দেখতে পেল গভর্নর। কাঁচের টুকরো লেগে কেটে গেছে কপাল। ফের শব্দ হলো রাইফেলের। মার্শালের মাথার হ্যাট উড়ে চলে গেল কামরার শেষ কোণায়। আর দেরি না করে চারজনই ঝাঁপ দিল মেঝের উপর। হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল সবাই প্যাসেজ-ওয়েতে, সেখান থেকে ডাইনিং কমপার্টমেন্টে। আরও গোটা তিনেক বুলেট ঢুকল ডে-কমপার্টমেন্টে, কিন্তু ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে কামরাটা।

কর্ড কাঠের ব্যারিকেডের উপর থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিল রানা। ফিরে এল ইঞ্জিন রুমে। ট্রেনের গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিল। রাফার্টির লাশটা তুলে শুইয়ে দিল কাঠের স্তূপের উপর। ঢেকে দিল তারপুলিন দিয়ে।

'ওদের ওপর খেয়াল রাখতে যাই আমি, কি বলো?' অনুমতি চাইলেন কর্নেল।

'দরকার নেই। আজ রাতে আর বিরক্ত করার সাহস হবে না ওদের।' কথাটা বলেই কর্নেলের দিকে ঝুঁকল রানা। 'ও কিছু নয়, না?' কর্নেলের বাঁ হাতটা টেনে নিল। কনুইয়ের ইঞ্চি তিনেক নিচে দিয়ে মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। দ্রিগ্ধভাবে রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্ষতস্থান থেকে। 'দয়া করে বরফ দিয়ে মুছে দাও হাতটা,' বলল রানা রাণীর দিকে ফিরে। 'ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও চাদরটা ছিঁড়ে।' সামনের লাইনের দিকে তাকাল একবার ও। ঘন্টায় পনেরো মাইলের বেশি নয় এখন স্পীড। আবহাওয়ার যা অবস্থা, এর চেয়ে বেশি জোরে যাওয়া নিরাপদ নয়। ফায়ার-বক্সে কাঠ ঠাসতে আরম্ভ করল রানা।

ব্যথায় উহ্-আহ্ করছেন কর্নেল। ক্ষতস্থানটা মুছতে শুরু করেছে রাণী।

'তখন বলছিলে ফোর্টে কোন বন্ধু নেই আমাদের?' ব্যথা ভুলে থাকার জন্যে কথাটা পাড়লেন যেন কর্নেল।

'আছে অন্য কয়েকজন, তবে তারা না থাকারই সামিল। বন্দী করে রাখা হয়েছে ওদের। ফোর্ট এখন সিম্পসনের দখলে। পিউটী ইন্ডিয়ানদের সাহায্য নিয়ে কর্মটি সেরেছে সিম্পসন।'

'ইন্ডিয়ান? এর মধ্যে ওদেরকে আনছ কেন আবার?' মুখ বিকৃত করে জানতে চাইলেন কর্নেল।

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'আপনার কি ধারণা, ডাক্তার কেন মারা গেল? রেভারেন্ডকে কেন মরতে হলো?'

'কেন?'

'মেডিক্যাল সাপ্লাইটা পরীক্ষা করতে যাবে বলেছিল ডাক্তার। সেজন্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে তাকে।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কর্নেল।

'ট্রেনটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও এক ছটাক ওষুধ পাওয়া যাবে না। মেডিসিনের বাক্সগুলোয় মেডিসিন নেই, রাইফেলের গুলিতে সব ভর্তি।'

'কিন্তু রেভারেন্ড, সে তো...?'

'কে, রেভারেন্ড? কালাহান তার সারা জীবনে ভুলেও কখনও চার্চের ভেতরে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ আছে আমার। গত বিশ বছর ধরে কাজ করছে সে ফেডারেল এজেন্ট হিসেবে। আসার আগে ফাইলে ছবি দেখে এসেছি আমি ওর।'

'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি,' বলল রানা। 'একটা কফিন খুলেছে কালাহান, দেখে ফেলে ওরা।'

'কফিন...?'

'হ্যাঁ। আপনি জানেন ফোর্ট হাম্বোল্টে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে যারা মারা যাবে তাদের লাশ নিয়ে আসার জন্যে যাচ্ছে কফিনগুলো। আসলে, ফোর্ট হাম্বোল্টে কলেরা লাগেইনি। সব কটা কফিন যাচ্ছে ভেতরে উইনচেস্টার রাইফেলে ভর্তি হয়ে। এগুলোর ভাগ পাবে পিউটী ইন্ডিয়ানরা। এরই লোভে হাত মিলিয়েছে ওরা সিম্পসনের সাথে।'

'এল কোথেকে ওগুলো?'

'চুরি করে আনা হয়েছে।'

'কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়, রানা।' কথা ভুলে গেছেন কর্নেল।

'ফ্যাক্টরির বাইরে মাত্র কয়েকজন লোক জানে ব্যাপারটা। মাস চারেক আগে চারশো রাইফেল চুরি হয়ে যায় ফ্যাক্টরি থেকে। ওগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় চলেছে জানি আমরা।'

'কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও!' কর্নেলকে অসহায় দেখাচ্ছে। 'হর্স ওয়াগন—ওগুলোর কি হয়েছে, রানা?'

'খুলে দিয়েছি আমি।'

'সে কি! কেন?'

প্রেশার গজটার দিকে চাইল একবার রানা, 'এক মিনিট, কর্নেল। প্রেশার বাড়াচ্ছি আমরা।'

আট

তৃতীয় ওয়ার কাউন্সিলটা বসল এবার ডাইনিং রুমে। থম থম করছে ঘরের আবহাওয়া। পুরোপুরি ওয়ার কাউন্সিল আর বলা যায় না এটাকে এখন। প্রায় সারাক্ষণ গভর্নর, জোনাথন আর ডেভিড হুইস্কির পর হুইস্কি টেনে চলেছে। নিরানন্দ ভাবে স্টোভে কয়লা ভরছে হেনরী।

'কিন্তু না? কিন্তু ভেবে বের করতে পারছ না তোমরা?' নড়েচড়ে উঠল একটু গভর্নর।

'না,' স্পষ্ট উত্তর দিল জোনাথন।

'পথ নিশ্চয়ই আছে একটা না একটা।'

সোজা হয়ে বসল হেনরী স্টোভের কাছে, 'মাফ চাইছি, গভর্নর। কোন পথ বের করা যাবে না।'

'আহ্! চুপ করো তো তুমি।' ধমক দিল জোনাথন।

হঠাৎ যেন চিন্তাটা ঝিলিক দিয়ে গেল জোনাথনের মাথায়। ধীরে ধীরে বলল সে, 'অস্ত্রশস্ত্রগুলোর কথা জানে রানা, তাই ধরে নিয়েছিলাম আমাদের সব কথাই সে জানে। কিন্তু আসলে তা নয়। সব কথা কেমন করে জানবে সে? কারও জানার কথা নয়। অক্ষর—আমরা ছাড়া ফোর্টের সাথে কারও বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই।'

'ঠিক আছে, জেন্টলমেন,' বলল মার্শাল। 'রাতটা ভয়ঙ্কর খারাপ। রানাকে ট্রেনটা চালাতে দেয়া ছাড়া কিছু করার নেই আমাদের। বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে ওর মাথায়, কিন্তু বেচারা দুঃস্বপ্নেও জানে না, ট্রেন নিয়ে চলেছে কোন্ বাঘের গর্তে।'

অনেকক্ষণ পর হাসি দেখা গেল গভর্নরের মুখে। বেশ একটু আনন্দিত ভাবেই বলল, 'কথাটা এতক্ষণ ভাবিনি কেন আমি? দাও! নিশ্চয় খুবই আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবে দাও রানাকে ফোর্ট হামবোল্ডে প্রবেশ মুখে।'

অনেক দূরে চলে এসেছে ততক্ষণ ফোর্ট হাম্বোল্ড থেকে দাও আর তার দলবল। ক্রমশ বেড়েই চলেছে মালবাহনের দূরত্ব। তুষার ঝরছে এখনও, তবে তত জোরে নয়, বাতাসের বেগও কমে গেছে আগের চেয়ে। দাওর পিছনে চওড়া বরফ ঢাকা উপত্যকা বেয়ে এগিয়ে আসছে ওর দলবল ঘোড়ার পিঠে চেপে। বাম দিকে মাথাটা একটু কাত করে চাইল দাও উপর দিকে। বহুদূরে পর্বত চূড়াগুলোর পিছনে কিছুটা ঘোলাটে সাদা হয়ে এসেছে আকাশ। পুব আকাশে আলোর আভাস।

অধৈর্য দাও ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিল ওর লোকদের দিকে। পুব দিকে আঙুল তুলে দেখুন, ভোর হয়ে আসছে। উপত্যকা দিয়ে দ্বিগুণ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পিউটী ইন্ডিয়ানের দল। তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে গন্তব্যস্থানে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। প্রথমে ঘোলাটে দেখাল ছাদের নীলাভ ডিসটেম্পার। বার কয়েক মিট মিট করে পরিষ্কার করে নিল চোখ। মাথার উপর হাত দুটো উঠিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে আড়মোড়া ভাঙল। বিচিত্র শব্দ করে হাই তুলল একটা। চিত হয়ে ছিল এতক্ষণ। কুকুরের মত কুঁই কুঁই করে গুটিসুটি মেরে কাত হয়ে ঘুরল ডানদিকে। হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে বিছানা থেকে। পরক্ষণেই শুয়ে পড়ে টেনে নিল চাদরটা আবার গায়ের উপর। একেবারে উলঙ্গ হয়ে আছে ও চাদরের নিচে।

আগাগোড়া ভড়কে গেছে আসলে রানা। কি করবে না করবে বুঝে উঠতে পারল না। রানার দিকে মুখ করে জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ। কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসির আভাস আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। রানার হতভম্ব ভাব দেখে খুক করে একটু কাশলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে।

'তাহলে যা শুনেছি সব সত্যি?' ধমকে উঠলেন বৃদ্ধ। মদের তীব্র গন্ধ সারাটা ঘরে। নাক কুঁচকালেন একটু।

শুয়ে শুয়েই যতটা সম্ভব কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে চেয়ে থাকল রানা বুড়োর দিকে। আর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে থাকল মনে মনে নিজের আর বুড়োর। রাত দুটো পর্যন্ত জেনিকে নিয়ে কাটিয়েছে সে বিছানায়, মদ খেয়েছে। তাও বকে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে বিদায় করেছিল ঘর থেকে। মাতাল অবস্থায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। এদিকে কোন এক সময় আজরাইলের মত ঘরে ঢুকে বসে আছে বুড়ো। বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয়ই একেবারে লোপ পেয়েছে ব্যাটার, নইলে বয়স্ক ছেলের ঘরে না বলে ঢুকতে নেই এ আক্কেলটুকু পর্যন্ত গুলে খেয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে চোরের মত না জানিয়ে ঘরে ঢুকেছে কেন বুড়ো? ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্ক! খামোকা আসেনি—নিশ্চয়ই গুরুতর কোন ব্যাপার ঘটেছে কোথাও।

রানার অসহায় অবস্থা দেখে মনে মনে বোধ হয় দয়া হলো রাহাত খানের একটু।

'ঝটপট উঠে পড়ো বিছানা থেকে। মুখ হাত ধুয়ে এসো জলদি,' আবার খাঁক খাঁক করে উঠলেন বৃদ্ধ। জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন একটু।

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দৌড় দিল রানা বাথরুমের দিকে। যাওয়ার পথে হাত বাড়িয়ে মেঝে থেকে প্যান্টটা তুলে নিল এক হাতে। ঝট করে ঢুকে পড়েই দরজা বন্ধ করে দিল বাথরুমের।

চোখের কোণা দিয়ে রানাকে লক্ষ্য করছিলেন বৃদ্ধ। রানা বাথরুমে ঢুকে পড়তেই কঠোরতার মুখোশটা খসে গেল ওঁর মুখ থেকে। সস্নেহ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা। আশ্চর্য একটা মায়া অনুভব করলেন তিনি বুকের মধ্যে। এত নাজুক অসহায় ছেলেটা ওঁর একটা আঙুলের ইঙ্গিতে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না ভেবে গর্ব অনুভব করলেন তিনি। আর একটু বিস্তৃত হলো হাসি। টেরও পেলেন না বাথরুমের দরজার কী-হোলে চোখ রেখে দেখছে তাঁকে মাসুদ রানা।

মাথার উপর শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে ভিজতে লাগল রানা। দাঁতে ব্রাশ চালাচ্ছে আর ভাবছে শুধু ওর অবস্থা পরিদর্শন করতে বা ধমক মারতে নিশ্চয়ই এতদূর উড়ে আসেনি বুড়ো।

ছুটিতে আছে এখন ও। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়ে সকেড এসেছিল ঢাকা থেকে। নিশ্চিন্ত মনে জুয়া খেলে টাকা কামিয়েছে আর হৈ-হুল্লোড় করেছে বেহায়া আমেরিকান মেয়েগুলোর সাথে। আর আজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই এ কি ফ্যাসাদ! বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খান ওর হোটেল কামরায়! অবিশ্বাস্য ঘটনা। নিশ্চয়ই জটিল ফাঁদে আটকেছে এবার বুড়ো।

শাওয়ার বন্ধ করে গা মুছতে শুরু করল রানা। প্যান্ট পরে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে খালি গায়ে।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখল রানা বিরক্ত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন মেজর জেনারেল ওর দিকে—যেন বমি করেছে বিড়াল, তাই দেখছেন। স্নেহ-মমতা কাকে বলে যেন জানা নেই তাঁর। একটা আঙুল নেড়ে বসার ইঙ্গিত করলেন রানাকে, তারপর মন দিলেন পাইপে। আধ মিনিট পর মুখ থেকে নামিয়ে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইলেন পাইপটার দিকে। নিভে গেছে। খট করে রাখলেন ওটা পাশের ছোট্ট টিপয়ে। কেশে গলা পরিষ্কার করে ঝুঁকে এলেন রানার দিকে।

'তোমার ছুটিটা ক্যান্সেল করে দিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, রানা,' দুঃখের চিহ্ন মাত্র নেই আসলে বুড়োর চেহারায়। অ্যারেস্বার গাল দিল রানা বুড়োর চোদ্দ পুরুষকে মনে মনে।

'রিভ সিটি আর ভার্জিনিয়া সিটির নাম শুনেছ?' মাথা ঝাঁকাল রানা। শুনেছে। গড় গড় করে বলে চললেন বৃদ্ধ, 'রিভ সিটি থেকে ফোর্ট হ্যাথোন্ডে রিলিফ নিয়ে যাবে আগামী পরশু একটা রিলিফ ট্রেন। খবর এসেছে কলেরা লেগেছে ফোর্ট হ্যাথোন্ডে। ডক্টর আশরাফ চৌধুরীর নাম শুনেছ? ভূতত্ত্বের অধ্যাপক? তিনিও রয়েছেন ফোর্টে। ওর মেয়ে স্বাতী চৌধুরী যাচ্ছে এই ট্রেনটায়। তোমাকেও যেতে হবে। সন্দেহ করা হচ্ছে...'

সংক্ষেপে জানালেন রাহাত খান সন্দেহের কথাটা।

কাঠ ঠাসা শেষ হতেই চার দিন আগের ঘটনার ছবিটা মন থেকে মুছে গেল রানার। ফায়ার-বক্সের কাছ থেকে সোজা হয়ে উঠে জানালা দিয়ে রানারও

চোখে পড়ল ভোরের আভাস। স্টীম গজটার দিকে মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্টচিত্তে। বন্ধ করে দিল ফায়ার-বক্সের মুখটা। কর্নেল আর স্বাতী দুজনই ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে ইঞ্জিনরুমের দুটো বাকেটের উপর। রানা নিজেও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছে। কিন্তু জিরোবার সময় নেই। সজাগ থাকতে হবে ওকে প্রতিটি মুহূর্ত।

'হ্যাঁ, হর্স ওয়াগন। খুলে দিয়েছি আমি ওগুলো। কেন? পিউটী ইন্ডিয়ানরা দাওর নেতৃত্বে আক্রমণ করতে যাচ্ছে ট্রেনটাকে সানরাইজ পাসের কাছে। জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা আছে আমার কিছুটা। ওদেরকে ঘোড়া ফেলে প্রায় মাইলখানেক দূরে সরে যেতে হবে জানি আমি। কাজেই দ্বিতীয়বার ঘোড়ার মালিক হতে দিতে চাই না ওদের।'

অন্ধকার হাতড়াচ্ছেন এখনও কর্নেল, 'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম পেছনের ওই ওয়াগনগুলোর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে ইন্ডিয়ানরা।'

'তাই করছে। ওয়াগনগুলোকে মারতে আসছে না ওরা। আসছে ট্রুপ ট্রেনের সরে যাওয়া সিপাইদের শেষ করতে। কায়দা করে ইন্ডিয়ানগুলোকে ফোর্ট থেকে বের করে আনতে না পারলে জীবনে ঢুকতে পারতাম না ফোর্টে।'

অত্যন্ত সাবধানে বললেন কর্নেল, 'কিন্তু... কিন্তু এখান থেকে কেমন করে যোগাযোগ করলে?'

'হারানো ট্রান্সমিটারটার সাহায্যে। হারিয়েছিল, কারণ আমিই লুকিয়ে রেখেছিলাম ওটাকে হর্স ওয়াগনের খড়ের গাদায়। যোগাযোগ করেছিলাম রাতে ফোর্টের সাথে। ওরা আমাকে জোনাথন মনে করেছে। আমি জানালাম ওদের—ট্রুপ ওয়াগন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ওরা আমাকে নির্দেশ দিল—তাহলে ট্রেনটা থামাতে হবে সানরাইজ পাসের কাছে। বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা?'

'কিন্তু কেন?' ধৈর্য হারিয়ে ফেলল স্বাতী। 'মাত্র কয়েক বাক্স রাইফেল কেড়ে নেয়ার জন্যে ইন্ডিয়ানরা ট্রেন আক্রমণ করতে আসছে? কেন এই হত্যাযজ্ঞ? কেন গভর্নর, জোনাথন, ডেভিড নিজেদের জীবন বাজি ধরেছে, নিজেদের ভবিষ্যৎ...'

'ওই কফিনগুলো ফোর্ট হামবোল্টে খালি পৌঁছুবে না। তেমনি, ওখান থেকে খালি ফিরবেও না।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে ওখানে কলেরা...' বাধা পেয়ে থেমে গেলেন কর্নেল।

'কলেরার চিহ্নও নেই। কিন্তু এমন একটা জিনিস আছে ফোর্টে, যার জন্যে মৃত্যুকেও পরোয়া করে না মানুষ। কখনও সিকি, ফেবার আর ফ্রাড এর নাম শুনেছেন? স্বাতীর বাবা ডক্টর আশরাফ চৌধুরীর সাথে ছিল ওরা।'

ব্যান্ডেজ ভেদ করে চুইয়ে বেরুনো রক্তের দিকে তাকালেন কর্নেল, 'নামগুলো চেনা চেনা ঠেকছে।'

'এই চারজন সানরাইজ পাসের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে, দুর্গম পাহাড়ী

কুউউ!

এলাকায় খুঁজে পায় ছোট একটা সোনার খনি। ছোট বললেও খুব ছোট না। আমেরিকান ডলারে এটির দাম হবে প্রায় একশো কোটি ডলার। দলপতি ছিলেন আশরাফ চৌধুরী। ফোর্ট হাসোডের কমান্ডার কর্নেল জ্যাকসন ছিলেন ডক্টর চৌধুরীর পুরানো বন্ধু। সোনাটা উঠিয়ে ফোর্ট হাসোডে এনে রাখা হয়। এত গোপনে আনা হয় যে ওরা চারজন আর কর্নেল ছাড়া কেউ জানত না ব্যাপারটা। ফেডারেল গভর্নমেন্টকে গোপনে জানান কথাটা কর্নেল। ড. চৌধুরী ছাড়া ওঁর দলবলের বাকি তিনজন গায়েব হয়ে যায় একদিন ফোর্ট থেকে। তিন দিন পর পাওয়া যায় ওদেরকে সানরাইজ পাসের এক পাহাড়ের গুহায়। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অমানুষিক কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ওদের। সিম্পসনের কাজ। একা এত কিছুর ব্যবস্থা সম্ভব নয় বলে এক হাত মিলায় সিম্পসন ইন্ডিয়ানদের সাথে, অপর হাত মিলায় জোনাথন, ডেভিড আর গভর্নরের সাথে। এবার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে না ব্যাপারটা?'

'তাহলে কফিনে করেই এই সোনার তাল সরিয়ে যেত ফোর্ট থেকে?'

'এর চেয়ে সোজা নিরাপদ পথ আর কি আছে? কলেরায় মরা লাশের কফিন কেউ খুলতে যাবে না। যাবে কেউ, বলুন? দরকারও নেই খোলার। পুরো সামরিক কায়দায় সামরিক সম্মানে গোর দেয়া হবে কফিনগুলো। হয়তো সে রাতেই কবর খুঁড়ে বের করে নেয়া হবে সোনাগুলো। তারপর খালি কফিনগুলো আবার মাটি চাপা দিয়ে দেয়া হবে।'

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন কর্নেল, 'ঈশ্বরই জানেন আরও ক'জন খুন হবে পিশাচদের হাতে! সিম্পসনও অপেক্ষা করে আছে হয়তো। আর পেছনের ওই ওয়্যাগনগুলো...'

'ভাবনার কিছু নেই,' মৃদু হাসল রানা, 'চিন্তা করার একটু সময় দিন—কিছু একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল ব্যার্ট রানার দিকে। বাংলাদেশের এক অকুতোভয় যুবকের আত্মবিশ্বাসের নমুনা দেখে গর্বে ভরে উঠল ওর বুক। বাইরের দিকে চাইল ব্যার্ট। ভোর হচ্ছে।

পানিশূন্য একটা পাথুরে গিরিপথের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রেল লাইনটা। পূর্ব-দক্ষিণে খাড়া পর্বতচূড়া আর ডান পাশে অপেক্ষাকৃত নিচু পর্বতমালা ক্রমশ গিয়ে মিশে গেছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া নদীটায়। পুরো এলাকাটাই ঘোড়া চালানোর অনুপযোগী। উপত্যকা থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে পাইনের বন ছাড়া লুকানোর জায়গা নেই কাছেপিঠে। এটাই সানরাইজ পাস। পাইনের বনটার শেষ সীমায় রাশ টেনে ঘোড়া থামাল দাও। একটা হাত তুলে সঙ্গীদের ইঙ্গিত করল দাঁড়াবার।

আঙুল তুলে দেখাল পাথুরে উপত্যকাটা, 'ওইখানে দাঁড়াবে ট্রেনটা। পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে হবে আমাদের ওখানে।' দুজন লোককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঘোড়াগুলোর সাথে থাকবে তোমরা। বনের আরও ভেতরে নিয়ে যাও ওগুলোকে, ট্রেন থেকে কোনমতেই যেন দেখা না যায়।'

ট্রেনের ডাইনিং কম্পার্টমেন্টে স্টোভের পাশে বসে ঝিমুচ্ছে হেনরী। গভর্নর, জোনাথন আর ডেভিড চেয়ারে বসে আছে। টেবিলের উপর হাত বিছিয়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে সব ক'জন। ইঞ্জিনের ফুটপ্লেটে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই ওর চোখে। এখনও তুষার পড়ছে, দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন। পুরোপুরি জেগে আছে স্বাতীও। নতুন করে বেঁধে দিচ্ছে সে আবার কর্নেলের জখম হাতটা। কর্নেলের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা।

'এগিয়ে আসছে সানরাইজ পাস। বড়জোর দু'মাইল হবে আর। ওই যে বিরাট পাইনের বনটা দেখছেন?' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'ওখানেই ঘোড়াগুলোকে লুকাবে ওরা। গিরিপথটার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে ইন্ডিয়ানগুলো।' হ্যাগার্টির রাইফেলটার দিকে দেখাল রানা। কর্নেলের হাতেই আছে অস্ত্রটা. 'ঘোড়ার পাহারায় লোক থাকবে নিশ্চয়ই। বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া চলবে না।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। মুখে বললেন না কিছুই। মুখটা রানার মতই স্থির নিশ্চিন্ত এখন।

ডান পাশের খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে দাও আর তার একজন সঙ্গী। পূব দিকের প্রবেশ মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা। হালকা তুষার ভেদ করে যতদূর দেখা যায় জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। দাওর দলবল পজিশন নিয়েছে লাইনের দুই পাশে। একটা হাত রাখল দাও সঙ্গীর কাঁধে। ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল লোকটা, তারপর কান পেতে শোনার চেষ্টা করল কিছু। বহুদূর থেকে মৃদু কিন্তু পরিষ্কার লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে। মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা সাংকেতিক শব্দ করল দাও দলবলের উদ্দেশে।

সবাই প্রস্তুত।

কোটের পকেট থেকে বোমা দুটো বের করল রানা। এ দুটোই নিয়েছিল সে গত রাতে সাপ্লাই ওয়াগন থেকে। সাবধানে একটা রাখল টুল বক্সের ভিতরে আর একটা হাতের তালুতে। অন্য হাত দিয়ে আস্তে করে বন্ধ করে দিল বাক্সটা, প্রায় সাথে সাথেই কমে যেতে থাকল ট্রেনের গতি।

লাফ মেরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল জোনাথন, ছুটে গেল জানালার কাছে। হাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে বাইরে তাকাল। প্রায় সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়াল ডেভিডের দিকে।

'ওঠো! জলদি! থামছে ট্রেন। বলতে পারো কোথায় আমরা?'

'সানরাইজ পাস!' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল দুজন দুজনের দিকে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল গভর্নর, তারপর উঠে এল জানালার কাছে। বিড় বিড় করে বলল সে, 'কি হবে এরপর?'

ট্রেনটা পুরোপুরি থেমে দাঁড়াতেই হাতের বোমাটার পিন খসিয়ে নিল রানা

কুউউ!

দাঁত দিয়ে।

একমুহূর্ত বিবেচনা করল কিস্টু, তারপর ডান পাশের দরজা দিয়ে সাঁই করে ছুঁড়ে দিল বাইরে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাম পাশের দরজাটার দিকে এগিয়ে গেছেন কর্নেল।

হঠাৎ জানালার পাশ থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ল জোনাথন, ডেভিড আর গভর্নর; একই সাথে, চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানিটা দেখা যেতেই। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে থর থর করে কেঁপে উঠল কামরাটা। আধ মিনিট চুপচাপ পড়ে থেকে ফেটে যাওয়া কাঁচের জানালার ফাঁক দিয়ে আবার উঁকি দিল ওরা। কিন্তু ততক্ষণে ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে নেমে কায়দামত একটা পাহাড়ের ফাটলের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন কর্নেল। বাতীয় বিছানার সাদা চাদরটায় আগাগোড়া শরীর মুড়ে নিয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি সাদা বরফের মধ্যে। স্থির হয়ে বসে থাকলেন তিনি সেখানেই। পুরোপুরি ঘটনটা খুলে দিল আবার মালা।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে দাও। কি হলো, কেন হলো, পরিষ্কার বুঝতে না পেরে অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'আসলে আমাদের বন্ধুরা সাবধান করে দিল আমাদেরকে। দেখো, চলতে শুরু করেছে আবার ওরা।'

'হ্যাঁ। তাইতো দেখা যাচ্ছে,' বলল একজন। হঠাৎ কয়েকজন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে আরম্ভ করল, 'ট্রুপ ওয়াগন! সোনজার ওয়াগন নেই ওগুলো!'

'শুয়ে পড়ো! গর্দভের দল!' চেঁচিয়ে উঠল দাও। নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে সে মুহূর্তেই। আত্মবিশ্বাসের ভাবটা চলে গেছে মুখ থেকে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সানরাইজ পাসে প্রবেশ করেছে ট্রেনটা। ইঞ্জিনের পিছনে রয়েছে মাত্র তিনটে বগী।

জোনাথনের অবস্থাও দাওর মতই। কথা বলল সে প্রত্যঙ্গাং থেকে, 'কেমন করে জানব কি করছে লোকটা? পাগল হয়ে গেছে নাকি ব্যাটা?'

'জানা দরকার কি করতে চাইছে ও,' বলল গভর্নর।

হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা দিল ডেভিড গভর্নরের হাতে, 'নিজেই দেখুন না চেষ্টা করে, কারণটা বের করা যায় কিনা?'

খপ করে ধরল গভর্নর পিস্তলটা, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে যেন, 'তাই যাব! দাও। তাই যাব!'

পিস্তলটা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সে প্যাসেঞ্জ-ওয়ে দিয়ে। শেষ মাথায় পৌঁছে একটু ফাঁক করল প্ল্যাটফর্মের দরজা। সাথে সাথেই মাথার আধ-হাত উপর দিয়ে চলে গেল গুলিটা। কান ফাটানো আওয়াজ হলো কোল্টের। ঝটকা মেরে বন্ধ করে দিল গভর্নর দরজাটা। পড়িমরি করে দৌড় দিল পিছন দিকে, হাঁপাতে হাঁপাতে ডাইনিং রুমে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়ল আগের জায়গায়।

'কি, কারণটা জেনে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

'ঠিক আছে,' বলল না গর্ডনয়, পিস্তলটা টেবিলে রেখে দিয়ে ঢক ঢক করে মদ ঢালল গলায়।

ইতিমধ্যে বাতীকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'চোর এসেছিল?'

'গর্ডনর,' চোখের সামনে এনে ধূমায়মান কোল্টের মলটার দিকে চেয়ে থাকল বাতী।

'গুলি খেয়েছে?'

'না।'

'বাসানে!' হা হা করে হাসল রানা গলা ফাটিয়ে।

পুরোপুরি সাদা ক্যামোফ্লেজের আড়ালে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে থাকলেন কর্নেল উল্টো দিকে। সাবধানী দৃষ্টি রেখেছেন চারদিকের পাহাড়গুলোর মাথায়। প্রায় মাইল খানেক দূরে চলে গেছে ট্রেনটা ততক্ষণে, সানরাইজ পাসের একেবারে ভিতরে। সামনে ছড়িয়ে আছে মরা নদীটা। কিন্তু কোন নড়াচড়ার আভাস নেই কোথাও। উপত্যকাটা ছাড়িয়ে পাইনের বনের দিকে তাকালেন কর্নেল। রানা বলেছে ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রাখা হবে ওখানেই। রানার আশ্বাসের উপর কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেননি কর্নেল। ভুল হবে না রানার, বুঝে গেছেন তিনি। নদীটার পাশ দিয়েই চলে গেছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। যদি কোনমতে ওখানটায় পৌঁছতে পারেন তাহলে পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে চলে যেতে পারবেন পাইনের বন পর্যন্ত। রেল লাইনটা পার হওয়াই সবচেয়ে বিপজ্জনক। হাজার হলেও সৈনিক তিনি। কারও চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে সরে পড়া যায় জানা আছে ওঁর। ঘোড়ার কাছে লোক আছে, ওরাও হয়তো তাকিয়ে আছে এদিককার ঘটনাবলীর দিকে। অবশ্য ওদের মনোযোগ থাকার কথা ট্রেনের দিকে, ভাবলেন কর্নেল। সবচেয়ে বড় কথা, মাত্র ভোর হয়েছে এখন, আর বরফ পড়াও থামেনি। দ্বিধা করলেন না তিনি, বেশি দেরি হয়ে গেলে খোলা থাকবে না কোন পথ শেষ পর্যন্ত। হাঁটু আর কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে বিরাট একটা শ্বেত ভালুকের মত এগুতে শুরু করলেন।

হাত দিয়ে হ্যাটটা আর একটু নাড়ল রানা। কাঠের গুদামের উপরের অবজারভেশন পোস্ট থেকে ঘুরে চাইল ওর দিকে বাতী, 'থামাস?'

'গতি কমাচ্ছি,' ডান পাশের দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল ওকে রানা, 'ওখান থেকে নেমে এসে বয়ে পড়ো।'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে নেমে এল বাতী, 'গোলাগুলি চলতে পারে নাকি আরও?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলছে এখন ট্রেন, কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই। বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ব্যাপারটা দাও, মুখটা কঠিন হয়ে গেছে রাগে।

'গর্দভ,' বলল সে, 'আস্ত গর্দভ ব্যাটারা। থামাচ্ছে না কেন ট্রেনটা?' হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াল সে। কিন্তু ছুটতেই থাকল ট্রেনটা। নিজের

যোদ্ধাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল দাও ওকে অনুসরণ করতে। খাড়া, বরফ ঢাকা চড়াই-উৎরাইগুলোর উপর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে এল ওরা। ফায়ারও দু'এক গিয়ী খুলল রানা স্টেনটা।

আর একবার উত্তেজিতভাবে চাইল জানালা দিয়ে জোনাথন, ডেভিড, গভর্নর আর হেনরী। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড, 'ওই যে দাও আর ওর দলবল! হতভাগাগুলো করছে কি এখানে?' ছুটে গেল সে প্ল্যাটফর্মটায়। বাকি সবাই গা ঘেঁষে এল ওর। আরও কমে যাচ্ছে ট্রেনের গতি।

গভর্নর বলল, 'আমরা লাফিয়ে নামতে পারি এখন। দাও কভার দেবে আমাদের আর...'

'আমাদের দিয়ে তাই করাবার ইচ্ছে হারামজাদাটার,' বলল মার্শাল। 'অনেক, অনেক দূরের পথ এখান থেকে ফোর্ট হামোন্ড।' কথা বলতে বলতে দাওর উদ্দেশে আঙুল দিয়ে ইঞ্জিনের দিকে ইঙ্গিত করছে ডেভিড। চিনতে পেরেছে দাও। মার্শালের ইঙ্গিতটা চোখে পড়েছে ওর, বুঝে গেছে সে ব্যাপারটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে আদেশ দিল সে সঙ্গীদের। প্রায় সাথে সাথেই নিশানা করে ফেলল কয়েকটা রাইফেল ইঞ্জিনরুমটার দিকে।

বিদ্যুৎ গতিতে শুয়ে পড়ল রানা মেঝেতে। মাথার উপর ছুটে বেড়াতে লাগল বুলেটগুলো। গুলির প্রথম ঝাঁকটা বেরিয়ে যেতেই সাবধানে মাথা উঁচু করল রানা। বোল্ট টেনে রাইফেলগুলোয় আবার গুলি ভরতে ভরতে এগিয়ে আসছে ইন্ডিয়ানরা। দৌড়ুতে শুরু করেছে গোটা দলটা। ট্রেনের গতি আর একটু কমিয়ে দিল রানা।

'অসহ্য!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল জোনাথন, 'বুঝতেই পারছি না ওর ইচ্ছেটা কি! সহজেই ইন্ডিয়ানদের পিছু ফেলে এগিয়ে যেতে পারে যদি...' থেমে গেল সে হঠাৎ।

নিরাপদে পৌঁছে গেলেন কর্নেল বনের ভিতর। দ্রুত কিন্তু চক্রাকারে ক্রমশ কমিয়ে আনতে থাকলেন ঘোড়াগুলো থেকে নিজের দূরত্ব। গার্ডগুলো তাকিয়ে আছে উপত্যকার শত যুদ্ধের দিকে লোকগুলোর দিকে পিছন ফিরে। সর্বমোট ষাটটার মত ঘোড়া জড় করা এক জায়গায়। সবগুলো মুক্ত। বাঁধবার কোন দরকারও নেই। ইউ.এস. ক্যাভালরির মতই শিক্ষিত ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া। দূর থেকেই পছন্দ করে নিলেন কর্নেল তিনটে ঘোড়া। এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। একটুও নড়ল না ঘোড়াগুলো। ভারী কেশরগুলো ঢেকে আছে বরফে।

ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে প্রহরীরা, দিন দুনিয়া সম্পূর্ণ ভুলে তাকিয়ে আছে উপত্যকার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন কর্নেল ঘোড়াগুলোর। বিরাট একটা পাইনের গুঁড়ি বেছে নিয়ে আত্মগোপন করলেন ওটার আড়ালে। এত কম দূরত্ব থেকে রাইফেল ব্যবহার করাটা মনঃপূত হলো না ওর। গাছের কাণ্ডের সাথে সাবধানে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রেখে হাতে উঠিয়ে নিলেন রিভলভার।

ঘনঘন পিছন দিকে চাইছে জানালা দিয়ে জোনাথন আর ডেভিড। দাও আর তার দলবলকে হাত দিয়ে বার বার দেখাচ্ছে পাইনের বনের দিকে। কয়েক গজ দৌড়ে এল ইন্ডিয়ান চীফ ট্রেনের পাশে পাশে। তারপর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিল ওর দলবলকে। নিজেও ছুটল বনের দিকে।

'ঘোড়াগুলো!' চেঁচিয়ে উঠল দাও ছুটতে ছুটতেই। 'ফিরে যাও ঘোড়াগুলোর কাছে।' হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দাও। দূর থেকে পরিষ্কার ভেসে এল দুটো রিভলভারের গুলির আওয়াজ। ওর কাছের দুজন লোকের কাঁধে হাত রাখল দাও। ইশারা করে দেখাল সামনের দিকে। দ্রুত ছুটে গেল লোক দুজন সেদিকে। দাওর মুখে দেখা দিল দুশ্চিন্তার ছাপ। চলতে থাকল সে ঠিকই, কিন্তু আগের মত দ্রুত আর নয়। বুঝতে পেরেছে সে, তাড়াহুড়ো করেও লাভ নেই আর। গুলির আওয়াজ যখন হয়েছে, তখন ওখানেও কামড়ো বেধেছে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড, 'আমি জানি কেন পাসে ঢোকার আগে ট্রেনের গতি কমিয়েছিল শয়তানটা। আর কেনই বা মিছেমিছি ফাটিয়েছিল বোমাটা। বোমার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্যদিক দিয়ে নিরাপদে কর্নেলকে নামিয়ে দেবার জন্যে।'

'দুটো জিনিস মাথায় ঢুকছে না আমার এখনও, দাও এখানে কেন? আর দাও যে থাকবে এখানে সে কথা রানা জানল কি করে?'

হাত থেকে রাইফেলগুলো নামিয়ে নিয়েছে ইন্ডিয়ানরা এখন। প্রায় তিনশো গজ পিছনে পড়ে গেছে ট্রেনের। পিছন দিকে তাকিয়ে আরও কমিয়ে দিল রানা ট্রেনের গতি।

'আবার থামছে! আবার থামছে ট্রেন!' মাথা খারাপ হয়ে গেছে গভর্নরের, পরিষ্কার বোঝা গেল ওর কথায়। 'দুদিক থেকে লাফিয়ে নেমে ধরে ফেলতে পারি আমরা ওকে। তারপর...'

'তারপর নামার সাথে সাথে যখন গতি বাড়িয়ে দেবে ও ট্রেনের? হাত নেড়ে গুড বাই জানাব? বুড়ো গর্দভ কোথাকার!' দাঁত খিঁচিয়ে বলল জোনাথন।

'সেজন্যেই গতি কমিয়েছে নাকি?'

'কি জন্যে তবে?'

একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে চলেছেন কর্নেল, লাগাম ধরে রেখেছেন আরও দুটো ঘোড়ার, বাকিগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন সামনে। বনের শেষ মাথায় এখন তিনি। একটা উপত্যকার উপর দিয়ে এগোচ্ছেন। সামনের পাহাড়টা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে দুদিকে। সেটার পর তিন মাইলেরও কম দূরত্বে আর একটা উপত্যকার মুখ। তুষার এখন নেই বললেই চলে। বেশ ক'মাইল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার মুখের কাছেই টেলিগ্রাফ পোলটা,

কুউউ।

সেটাও দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সানরাইজ পাস থেকে বেরুনোর পশ্চিম সীমানা ওটা।

হাতের ব্যথাটা নতুন করে অনুভব করে চোখের সামনে তুললেন কর্নেল হাতটা। রক্তে ভিজে গেছে ব্যান্ডেজটা। সেখান থেকে গড়িয়ে পৌছে গেছে রক্ত হাতে ধরা লাগাম পর্যন্ত। চোখ তুলে সামনের দিকে তাকালেন আবার তিনি। যাক। তাড়া খাওয়া ঘোড়াগুলো ছুটছে সামনের দিকে। বাঁক নিলেন কর্নেল শুধু তিনটে ঘোড়া নিয়ে।

আবার বেড়ে গেল ট্রেনের গতি। পিছিয়ে পড়তে শুরু করল ইন্ডিয়ান দলটা। শূন্য দৃষ্টি দাওর চোখে। ব্যাপারটা কেমন হলো!

দুজন লোক বেরিয়ে এল পাইন বন থেকে। মুখে কিছু না বলে দূর থেকেই হাত উঁচিয়ে তালুটা নাড়ল এদিক ওদিক। মাথাও দোলাল একই ভঙ্গিতে। তার মানে, ঘোড়াও নেই, ঘোড়া-রক্ষকরাও নেই। মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়াল দাও। ছুটতে শুরু করল সে লাইনের উপর দিয়ে। দলটা অনুসরণ করল তাকে।

পিছনের প্লাটফর্মটার উপর দাঁড়িয়ে আছে গভর্নর, জোনাথন, মার্শাল আর হেনরী। দেখতে পাচ্ছে ওরা, ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে দাও আর তার দলবল।

মোড় নিতে শুরু করেছে ট্রেন। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ইন্ডিয়ানদের দলটা চোখের আড়ালে। ঠিক সেই সময় পরিষ্কার ভেসে এল গুলির শব্দ। পর পর দুটো। 'কোত্থেকে এল?'

'কর্নেল রুজভেল্টের কাছ থেকে।' গভর্নরের প্রশ্নের উত্তর দিল মার্শাল ভাঙা গলায়। 'জানাচ্ছে আমাদের কর্নেল, ঘোড়ার দলকে নরক পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। দাও তার বীরপুরুষদের নিয়ে পায়ে হেঁটে যখন পোর্টে পৌছুবে, গিয়ে দেখবে সেখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে মাসুদ রানা।'

'কিন্তু সিম্পসন আছে ফোর্টে!' উৎসাহিত হয়ে উঠল হঠাৎ গভর্নর।

'তার থাকা না থাকায় কি এসে যায়? কচি খোকা সে রানার সামনে। তাছাড়া, সে মদকে নয়, মদ তাকে খেয়ে ফেলেছে এতক্ষণে, আমার বিশ্বাস। সোনার ভাগ পাবার আনন্দে মদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেই না সে। তাকে চিনি আমি।'

হঠাৎ করে আরও বাড়ল ট্রেনের স্পীড।

'কি, বলেছিলাম আমি? ট্রেনের গতি বাড়াচ্ছে আরও রানা!' ঘড় ঘড়ে গলায় বলল মার্শাল।

'ভেবেছিল গতি কমালেই নেমে পড়ব আমরা,' বলল জোনাথন। 'নামিনি দেখে অন্য কোন ফন্দি এঁটেছে এখন।' সেফটি রেইলের উপর দিয়ে মাথা বাড়াল জোনাথন। সাথে সাথে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল সে। কাঁপা হাতে মাথা থেকে হ্যাটটা নামাতেই দেখল এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবাই হ্যাটটার দিকে।

গলা শুকিয়ে গেছে মার্শালের, 'কোনদিকেই মনোযোগের অভাব নেই ওর। ব্যাটা শয়তানের গুরু!'

জানালা দিয়ে সামনে তাকাল রানা। বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি। সানরাইজ পাসের প্রবেশমুখ, পশ্চিমের উপত্যকাটা— যেখানে কর্নেলের বাহিনীর থাকার কথা—আর মাত্র দুশো গজ দূরে। 'ধরো শক্ত করে,' বলল রানা। থ্রটল বন্ধ করে চেপে ধরল ব্রেকটা। কর্কশ শব্দ তুলে চাকার সাথে আটকে গেল ব্রেক।

ক্রিস্টোফারের পিস্তলটা স্বাতীর হাতে তুলে দিল রানা। দ্বিতীয় গ্রেনেডটা বের করে নিল টুল বক্স থেকে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। চেঁচিয়ে হুকুম করল রানা, 'নামো!'

ফুটপ্লেটের উপর থেকে লাফ দিল স্বাতী। পিছলে গিয়ে আছাড় খেল তুষারের উপর। ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ। ব্রেকটা ছেড়ে দিল আবার রানা। ব্যাক গিয়ার দিয়েই পুরো খুলে দিল আবার থ্রটলটা। তারপর লাফ দিয়ে নামল স্বাতীর পাশে।

ট্রেনটা যে পিছন দিকে ছুটতে শুরু করেছে, বুঝতে বেশ সময় লেগে গেল ওদের চারজনের। থতমত হয়ে প্রথমে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল জোনাথন। অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ দুটো যখন দেখল নিচে দাঁড়িয়ে ওর দিকে পিস্তল ধরে রেখেছে রানা। সবেগে নিজেকে ছুঁড়ে দিল জোনাথন এক পাশে, গুলির শব্দও হলো সেই সাথে। 'জেসাস! নেমে গেছে ওরা ট্রেন থেকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে উচ্চারণ করল জোনাথন কথাগুলো।

'কেউ নেই কন্ট্রোলে?' প্রায় কেঁদে ফেলল গভর্নর। 'দোহাই তোমাদের, লাফ দাও।'

একটা হাত তুলল জোনাথন, 'না!'

'লাইন থেকে পড়ে যাবে ট্রেন, তখন কি হবে? চিন্তা করে দেখো…!'

'ট্রেনটা দরকার আমাদের!' চিৎকার করে উঠল জোনাথন, ছুটল সামনে কোচের দরজার দিকে। 'চালাতে জানো, ডেভিড?'

মাথা দোলাল মার্শাল, জানে না।

'জানি না আমিও, তবে চেষ্টা করে দেখব,' ঝটকা মেরে আঙুল তুলে দেখাল জোনাথন। 'রানা!'

মাথা নাড়তে নাড়তে ঝুলে পড়ল মার্শাল ফুটপ্লেটের উপর। গতি বেড়ে গেছে ট্রেনের। লাফ দিয়ে পড়েই গড়াতে শুরু করল সে। বরফ ঢাকা ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে পৌঁছে গেল নিচে। খুব একটা ব্যথা লাগল না শরীরে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল চারদিকে।

গজ পঞ্চাশেক দূরে চলে গেছে ট্রেন। দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে আরও। বাম দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল রানার মাথা আর কাঁধ। স্বাতীকে ধরে রেখেছে ও।

'ব্যথা পেয়েছ কোথাও?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'হাঁটুতে সামান্য।'

'দাঁড়াতে পারবে?'

'মনে হয় পারব।'

'ঠিক আছে। বসো দেখি একটু,' রেল লাইনের পাশে বসতে সাহায্য করল রানা বাত্তীকে। অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছে রানার দিকে মেয়েটি। পলক পড়ছে না চোখে। ভক্তি, বিশ্বাস ও সমর্পণের দৃষ্টি। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেবার অবসর নেই রানার। চেয়ে আছে ও কোয়ার্টার মাইল দূরের ট্রেনটার দিকে। অতি কষ্টে ইঞ্জিনরুমে পৌঁছে গেছে জোনাথন। কিন্তু ট্রেনটাকে বাগে আনতে পারেনি এখনও।

হাত বোমাটা লাইনের নিচে রাখল রানা।

'উড়িয়ে দিতে চাও লাইনটা?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এজন্মে বোধহয় পারছ না!' পিছন থেকে উদাত্ত কণ্ঠে হাতে বলল মার্শাল। 'পিস্তলটা আস্তে ধরে বের করে আনো কোটের তলা থেকে।'

কোটের তলায় হাত ঢোকাল রানা। সন্তর্পণে বের করে আনল পিস্তলটা। এগিয়ে আসছে মার্শাল। বাত্তীকে ছাড়িয়ে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাত বাড়াতে যাবে, এমন সময় খুক করে কাশল বাত্তী।

পিছন দিকে তাকাতে যাবে মার্শাল, ফস করে বলে উঠল বাত্তী, 'আমার কাছেও পিস্তল আছে একটা, মার্শাল। মাথার উপর হাত তুলুন দয়া করে।'

ঘুরছে মার্শাল বাত্তীর দিকে। লাফিয়ে উঠল রানার হাতের পিস্তল। কিন্তু টের পেয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মার্শাল। পুরোপুরি লাগল না তার মাথায় পিস্তলের বাঁট, কিন্তু যেটুকু লাগল তাল হারিয়ে পড়ে গেল তাতেই। খসে গেছে হাতের পিস্তলটা। ডাইভ দিল সেটা ধরার জন্যে। লাথি মেরে সরিয়ে দিল সেটাকে রানা দূরে। দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল মার্শালের মাথার পিছনে। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান হারাল সে।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে বাত্তী। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি যখন ওর মাথায় বাড়ি মারলে আমি···আমি···আমি···!'

'গুলি করার জন্যে ট্রিগার টেনেছিলে তুমি, এই তো? অথচ গুলি বেরোয়নি, কেমন?' বলল রানা ভর্ৎসনার সুরে। 'গুলি বেরুবে না, জানতাম। সেজন্যেই পিছন থেকে আক্রমণ করতে হলো ওকে আমার। এবার যখন কারও দিকে পিস্তল ধরবে, সেফটি ক্যাচটা অফ করে নিয়ো!'

রানার দিক থেকে চোখ নামিয়ে হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল বাত্তী। মাথা দোলাল, 'হুঁ!' অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর। 'অন্তত একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল তোমার!'

'কি?' হাহ্ হাহ্ করে হেসে উঠল রানা। 'প্রাপ্য বুঝি তোমার? তা বেশ তো, অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ।' লাইনের দিকে তাকাল রানা। দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ট্রেন পিছন দিকে। ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল দুটো ঘোড়া পিছনে নিয়ে এগিয়ে আসছেন কর্নেল ক্লজভেল্ট। হাত তুলে থামবার নির্দেশ দিল রানা। সাথে সাথে ঘোড়ার রাশ টানলেন কর্নেল।

লাইনের উপর থেকে টেনে সরিয়ে দিল রানা মার্শালকে বিপজ্জনক সীমানার বাইরে। গ্রেনেডের ইগনিশন খুলে ক্লিপটা আটকে রেখেছিল, নিচু হয়ে ঝুঁকে ছেড়ে দিল ক্লিপটা। তারপর স্বাতীকে নিয়ে ছুট দিল ঘোড়াগুলোর দিকে। বিশ গজ এগিয়েই শুয়ে পড়ল ওরা মাটিতে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোর ঝলকানিতে। বিকট শব্দে ফাটল বোমাটা। পিছন দিকে তাকাল রানা। কালো ধোঁয়া সরে যাচ্ছে বাতাসের সাথে। বাঁকাচোরা হয়ে গেছে বাম দিকের লাইনটা। স্বাতীকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, দৌড়ল ঘোড়াগুলোর কাছে। একটার পিঠে স্বাতীকে উঠিয়ে দিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল লাগাম, আরেকটায় উঠে বসল নিজে।

কর্নেলকে মনক্ষুণ্ণ মনে হলো। বললেন, 'লাইনটা সহজেই আবার ঠিক করে নিতে পারবে ওরা। বল্টু খুলে বাঁকা লাইনটা ফেলে দেবে, তারপর পিছন থেকে আরেকটা অংশ খুলে এনে বসিয়ে দেবে।'

'জানি। কিছুটা দেরি করাতে চাই—তার বেশি কিছু নয়। ইঞ্জিনটা নষ্ট করে দিলে পায়ে হেঁটে ফোর্টে পৌঁছতে হত ওদের।'

'কি বললে?' [illegible] কর্নেল রানার কথা।

'পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না ওদের, কর্নেল।'

হঠাৎ বুঝতে পেরে ঝট করে তাকাল স্বাতী রানার দিকে। আতঙ্ক ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে, 'তার মানে সবাইকে…সবাইকে…তুমি…!'

'বুঝেছ তাহলে?' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'এছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল স্বাতী। নির্বিকার রানা, একটুও বদলাল না মুখের চেহারা। ঘোড়ার পেটে পায়ের গুঁতো মারল ও। রওনা হলো তিনজন।

নয়

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একহাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জোনাথন। ট্রেন চালানোর কায়দাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে সে। ফুটপ্লেটের উপর দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল। বড়জোর কোয়ার্টার মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে দাও আর তার দলবলকে। হাত নাড়ল দাও ট্রেনের উদ্দেশে। দু'মিনিটের ভিতর ইঞ্জিন ক্যাবটাকে ঘিরে ফেলল পিউটী ইন্ডিয়ানের দল। চেঁচিয়ে আদেশ দিল সবাইকে জোনাথন ট্রেনে উঠে পড়ার জন্যে। লাফ মেরে ফুটপ্লেটে উঠে এল দাও। এক মিনিটেই ট্রেনে উঠে পড়ল বাকি সবাই। থ্রটল খুলে দিতেই সামনে এগোতে শুরু করল ট্রেন।

'সবগুলো ঘোড়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল জোনাথন।

'সবগুলো। পাহারাদার দুজন গুলি খেয়েছে পিঠে। দীর্ঘ একটা হাঁটা থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের, মেজর মার্শাল। ডেভিড—কোথায় ও, দেখছি না যে?'

'দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। জরুরী কিছু কাজ সারবার জন্যে নেমে

কুউউ!

গেছে।'

সামনের দিকে তাকাল জোনাথন। সানরাইজ পাসের পশ্চিম দিকটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। হঠাৎ ডান করে দেখার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। লাইনের পাশে পড়ে আছে দেহটা। পরিষ্কার চিনতে পারল জোনাথন, ডেভিড। খিস্তী কয়েকটা গাল দিল সে রানার উদ্দেশে, চেপে ধরল ব্রেকটা।

ঝাঁকুনি খেয়ে থামল ট্রেন। লাফ দিয়ে নামল জোনাথন আর দাও। দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল রক্তাক্ত ডেভিডের উপর। তারপর চোখ তুলে চাইল সার্লেনের দিকে। ত্রিশ গজ দূরে বেঁকে পড়ে আছে এক পাশের গার্ডার। গর্ত হয়ে গেছে মাঝখানটায়। 'কাজটা রানার,' বলল জোনাথন দাওকে।

'যেই হোক এই লোক, মরতে হবে ওকে এরজন্যে।' রুদ্ধ আক্রোশ দাওর কণ্ঠে।

কয়েক মুহূর্ত দাওর দিকে চেয়ে থাকল জোনাথন, 'চেনো না ওকে, তাই কথাটা বলতে পারলে।'

'কোন মানুষকে ভয় করে না দাও।'

'শুধু এই একটা লোককে ভয় করতে হবে তোমার। আশ্চর্য এক লোক! শেয়ালের মত ধূর্ত আর শয়তানের মত কপট। রানার খুনের খাতায় নাম ছিল না মার্শাল ডেভিডের—বেঁচে গেছে তাই। এসো, লাইনটা রিপেয়ার করতে হবে তাড়াতাড়ি।'

জোনাথনের নির্দেশনায় বিশ মিনিট লাগল পিউভীনের লাইনটা রিপেয়ার করতে। ট্রেনের পিছন দিক থেকে লাইনের একটা অংশ খুলে এনে বসিয়ে দেয়া হলো ভাঙা জায়গাটায়। ভাঙাচোরা লাইনটা আগেই খুলে ফেলেছে কয়েকজনে। গর্তটা ভরা হলো পাথর দিয়ে। মার্শালের জ্ঞান ফিরে এসেছে লাইনের কাজ চলার সময়ই। হেনরীর সাহায্য নিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়েছে সে।

'আমাদের যেতে হবে এখন,' বলল জোনাথন। সবাই উঠে পড়ল ট্রেনের কামরায়।

থ্রটল টেনে ব্রেক ছেড়ে দিতেই গড়াতে থাকল চাকাগুলো। অত্যন্ত ধীরে ধীরে গড়িয়ে এসে ভাঙা জায়গাটায় চাকা পড়তেই কাত হয়ে গেল ইঞ্জিন। কাত হয়েই কোনমতে পার হয়ে গেল শেষ চাকাটা বিপজ্জনক জায়গা, পুরো খুলে দিল জোনাথন থ্রটলটা।

দাঁড় করান ঘোড়াগুলোকে রানা। কর্নেলের জখমি হাতটা ব্যাণ্ডেজ করতে ব্যস্ত কর্নেল আবার নিজ হাতে।

'সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, রানা। কাজটা পরে করলেও চলত।'

'রক্তটা বন্ধ করতে না পারলে ফোর্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না, কর্নেল।' ম্যাডীর দিকে চাইল রানা। বাম কব্জিটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ডান হাতে। ব্যথায় চেপে রেখেছে ঠোঁট দুটো, 'তোমার কি অবস্থা?'

'ভাল।'

স্যাডীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ব্যান্ডেজে মন দিল আবার। কাজ শেষ করে হাঁটতে শুরু করার উপক্রম করেই থেমে গেল রানা। বেকায়দাভাবে বসে আছে স্যাডী ঘোড়ার উপর, মাথাটা নুয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল সে, 'খারাপ নাকি কব্জিটার অবস্থা?'

'কব্জি নয়, হাঁটু। পাদানিতে ঢোকাতে পারছি না পা'টা।' ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল রানা। স্যাডীর বাম পা'টা ঝুলে আছে পাদানির কাছে। সামনের দিকে তাকাল রানা একবার। তুষার পড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে নীল আকাশ। আবার চাইল রানা স্যাডীর দিকে। হাত আর পায়ের ব্যথায় বসতেই পারছে না সে ঘোড়ার পিঠে। নিজের ঘোড়ায় চড়ল রানা। নিয়ে গেল স্যাডীর ঘোড়াটার কাছে। হাত বাড়িয়ে উঠিয়ে নিয়ে এল ওকে নিজের ঘোড়ায়। লাগাম দুটো ধরল একহাতে, অন্য হাতে স্যাডীকে। এগোতে শুরু করল আস্তে আস্তে। খুব একটা ভাল অবস্থা নয় কর্নেলেরও। রেল লাইনের পাশ দিয়ে আবার রওনা হলো ওরা।

নির্দিষ্ট জায়গাতেই বসে আছে সিম্পসন। কর্নেলের ডেস্কের সামনে। হুইস্কি আর মোটা চুরুট আছেই হাতে। ওর সামনে বসে আছেন ফোর্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জ্যাকসন চেয়ারের হাতলে হাত বাঁধা অবস্থায়। ওরা দুজন ছাড়া কেউ নেই কামরায়। হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন ষ্যাকাসে চেহারার লোক।

কর্তৃত্বের সুরে সিম্পসন বলল, 'ঠিক আছে সব, গার্নডী?'

'ফিক্সড। বাকি সবার সাথে তালা দিয়ে দিয়েছি টেলিগ্রাফিস্টদেরকেও। সবাইকে ঢোকানো হচ্ছে স্লিপ্স ভ্যানে দেখছে হ্যারিস।'

'চমৎকার! ওরা সবাই এসে পৌঁছানোর আগেই শেষ করে ফেলতে বলো। এক ঘণ্টাও লাগবে না আর ওদের পৌঁছতে।' কৌতুক করল সিম্পসন কর্নেল জ্যাকসনের উদ্দেশে। 'সানরাইজ পাসের যুদ্ধটা ইতিহাস বিখ্যাত হতে যাচ্ছে, কর্নেল। আমার মনে হয় অধ্যায়টার নাম দেয়া যেতে পারে, "সানরাইজ-পাস হত্যাকাণ্ড"।' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হাসল সিম্পসন।

কিছুটা সুস্থ বোধ করছে এখন ডেভিড। সাগ্রহে ওয়াগনে বসে রাইফেল আর এম্যুনিশন ভাগ করে নিচ্ছে সে ইন্ডিয়ানদের। ওদের মধ্যে এখন আর ইন্ডিয়ানদের স্বভাব-গাম্ভীর্য নেই। শিশুর মত হাসছে আর চেঁচাচ্ছে ওরা রাইফেলগুলো পেয়ে। একটা অটোমেটিক রাইফেল তুলে দিল ডেভিড দাওর হাতে।

'তোমার জন্য বৎসামান্য পুরস্কার, দাও।'

হাসল পিউটী সর্দার, 'আসলে কথা রাখতে জানো তুমি, মার্শাল ডেভিড।'

জোর করে হাসতে গিয়েই টন টন করে উঠল ডেভিডের ব্যথা পাওয়া চোয়াল, কাজেই ইচ্ছেটা ত্যাগ করল সে। তারপর বলল, 'বিশ মিনিট। আর কুডউ!

মাত্র বিশ মিনিট সময় লাগবে।'

মাত্র পনেরো মিনিট এগিয়ে আছে রানা ওদের থেকে। দাঁড়িয়ে পড়ে সামনের দিকে চাইল ও। আধ মাইলের বেশি হবে না এখান থেকে খালের উপরে রেল ব্রিজটা। ব্রিজের পর পরই শুরু হয়েছে ফোর্ট হাথোভেন কম্পাউন্ড। আস্তে করে স্বাতীর ঘোড়াটায় বসতে সাহায্য করল ওকে রানা। অনুসরণ করতে বলল। পিস্তলটা বের করে রাখল হাতে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে তিনগুণ বড় ছায়া পড়ল শুকনো খালের মাটিতে তিনজন নেমে আসতেই। বোকা, নিষ্ঠুর চেহারার গার্ড বেনসন এগিয়ে এল ওদের দিকে রাইফেল হাতে।

'কে তোমরা?' মদের গন্ধ বেরুল ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে। 'কি দরকার তোমাদের ফোর্টে?'

'তোমার কাছে কোন দরকার নেই।' স্পষ্ট কর্তৃত্বের ছাপ রানার গলায়, 'সিম্পসনকে চাই। জলদি!'

'পেছনের দুজন কে?'

'কানে শুনতে পাচ্ছ না? প্রিজনার। ট্রেন থেকে।'

'ট্রেন থেকে?' অনিশ্চিতভাবে মাথা ঝাঁকাল বেনসন। মনস্থির করে উঠতে পারছে না সে: 'এসো।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওদেরকে বেনসন। কমান্ড্যান্টের অফিসের সামনে থেমে দাঁড়াতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল সিম্পসন। দুহাতে পিস্তল। কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কাদের ধরে এনেছ তুমি, বেনসন?'

'ট্রেন থেকে এসেছে বলছে ওরা, বস্।'

পাত্তাই দিল না রানা সিম্পসন আর বেনসনকে। ক্রজভেল্ট আর স্বাতীর দিকে পিস্তলটা তাক করে বলল, 'নামো! দুজনেই!'

সিম্পসনের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি সিম্পসন? ভেতরে চলো।'

দুটো পিস্তলই একসাথে তাক করল রানার দিকে সিম্পসন। 'আহ্-হা, ব্যাপার কি, মিস্টার! আস্তে! কে তুমি?'

'মাসুদ রানা। মার্শাল ডেভিড পাঠিয়েছে আমাকে।'

'ঠিক?'

'ঠিক।' নেমে দাঁড়ানো অসুস্থ স্বাতী আর কর্নেল ক্রজভেল্টের দিকে তাকাল রানা। 'ওরা দুজন আমার পাসপোর্ট, অথবা যা খুশি বলতে পারো, ডেভিড বলেছে প্রমাণ দেবার জন্যে দুজনকে সাথে নিয়ে আসতে।'

'এর চেয়ে ভাল পাসপোর্ট দেখা আছে আমার।'

'চালাকির চেষ্টা করেছিল ওরা।' সিম্পসনের কথার ধারে কাছেও গেল না রানা। 'কর্নেল ক্রজভেল্ট। রিলিফ কমান্ডার। আর ও হলো মিস স্বাতী চৌধুরী। আশরাফ চৌধুরীর মেয়ে।'

চোখ দুটো ছোটবড় হয়ে গেল সিম্পসনের। প্রায় হাঁ হয়ে গেল মুখ। পিস্তলের নিশানা সরে গেল। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই হজম করে ফেলল আশ্চর্য ভাবটা, 'অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে। এসো।'

হাঁ করে চেয়ে থাকলেন কর্নেল জ্যাকসন দরজা খুলতেই। হাত বাঁধা অবস্থায়ই বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন চেয়ার ছেড়ে।

'কে? কর্নেল কজডেন্ট। আর মেয়েটা? চৌধুরীর মেয়ে নাকি? কি আশ্চর্য মিল বাপ আর মেয়ের চেহারায়।' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল জ্যাকসন, 'আর তুমি, তুমি কে?'

'স্যাটিসফায়েড?' সিম্পসনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু জীবনে তোমার নাম শুনিনি কখনও।'

পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল রানা কোটের পকেটে। আরও নিশ্চিন্ত হলো সিম্পসন।

'চারশো উইনচেস্টার রাইফেল আরমারী থেকে কে চুরি করেছিল বলে মনে হয় তোমার?' হঠাৎ খেপে উঠল রানা। 'আল্লার ওয়াস্তে সন্দেহটা দূর করো, সিম্পসন। অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ। তোমার মহাবীর দাও সর্দার মারা গেছে। কাজটা শিকেয় তুলেছিল প্রায়। জোনাথনও মারা গেছে। মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে ডেভিড। যদি সিপাইরা আবার দখল করে নেয় ট্রেনটা...'

'দাও, জোনাথন, ডেভিড...'

কঠোর দৃষ্টিতে চাইল রানা বেনসনের দিকে, 'ওকে বলো বাইরে যেতে।'

'বাইরে যাবে?' বিস্মিত দেখাল সিম্পসনকে।

'হ্যাঁ। কথাটা তোমাকে বলা যাবে শুধু।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে যেতে নির্দেশ দিল বেনসনকে সিম্পসন। পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল বেনসন।

সিম্পসন জিজ্ঞেস করল, 'এমন কি কথা আছে যে...'

'আছে!' লাফ দিয়ে পিস্তলটা বেরিয়ে এল রানার হাতে। নলটা ঢুকে গেল সিম্পসনের হাঁ করা মুখের ফাঁকে। থাবা মেরে ছিনিয়ে নিল সিম্পসনের কোমর থেকে পিস্তল দুটো। এগিয়ে দিল কর্নেল কজডেন্টের দিকে। বিনা-বাক্য-ব্যয়ে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিলেন কর্নেল কজডেন্ট হতভম্ব জ্যাকসনের বাঁধা হাতে, অপরটা তাক করে ধরলেন সোজা সিম্পসনের বুকের দিকে। সিম্পসনের মুখের ভিতর থেকে নলটা সরিয়ে নিল রানা। পকেট থেকে ছুরি বের করে কর্নেল জ্যাকসনের বাঁধন কেটে দিল। জ্যাকসনের চোখে মুখে সিম্পসনের মতই বিস্ময়। জিজ্ঞেস করল রানা জ্যাকসনকে, 'বেনসন ছাড়া সিম্পসনের দলে কজন লোক আছে আর?'

'কে তুমি? কেমন করে...'

'কজন লোক আছে?'

'দুজন। ফার্মডী আর হ্যারিস।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভয়ানক ভাবে পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা মারল রানা সিম্পসনের কিডনিতে। ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল সিম্পসন। আবার মারল রানা ওকে। মৃদু হেসে বলল, 'ডজন ডজন মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী তুমি, সিম্পসন। বিশ্বাস করো, বিন্দুমাত্র সুযোগ দিলেই খুন করব আমি তোমাকে।'

সিম্পসনের মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল বিশ্বাস করেছে ও রানার কথা। 'বেনসনকে বলো, ফার্মডী আর হ্যারিসকে চাও তুমি এক্ষুণি।'
দরজাটা একটু ফাঁক করে সিম্পসনকে ঠেলে দিল রানা দরজার ফাঁকে। মাত্র কয়েক ফুট দূরে পাহারা দিচ্ছে বেনসন।
কর্কশ ভাবে সিম্পসন বলল, 'ফার্মডী আর হ্যারিসকে ডাকো। তুমিও এসো। এক্ষুণি।'
'হয়েছে কি, বস? মড়ার মত দেখাচ্ছে তোমার মুখ?'
'কোন কথা নয়, বেনসন। জলদি।'
এক মুহূর্ত দ্বিধা করে দৌড় দিল বেনসন।
দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আদেশ দিল রানা সিম্পসনকে, 'ঘুরে দাঁড়াও।'
আদেশ পালন করল সিম্পসন। প্রচণ্ড জোরে মারল রানা পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর কানের পাশে। মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল অজ্ঞান দেহটা। স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে বাণী।
জ্যাকসনের দিকে ফিরে জানতে চাইল রানা, 'ক'জন লোক বেঁচে আছে আপনার দলের?'
'মাত্র দশজন হারিয়েছি আমি— তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি গেছে ওদের,' এখনও হাত ডলছেন কর্নেল। 'বাকিরা ধরা পড়েছে সিম্পসনের হাতে ঘুমন্ত অবস্থায়। রাতে কম্পাউণ্ডে ঢুকে গেট খুলে দিয়েছিল সিম্পসন ইণ্ডিয়ানদের।'
'কেমন বোধ করছেন এখন?'
'ভাল। মি. রানা? কি করতে হবে আমাকে?'
'আরমারী থেকে কিছু টি.এন.টি. এনে দেবেন। তাড়াতাড়ি করবেন, প্লেনগুলো কোথায়?'
আঙুল দিয়ে দেখালেন কর্নেল জ্যাকসন, 'কম্পাউণ্ডের কোণার দিকে। ওখানে।'
'চাবি?'
ডেস্কের পিছনের বোর্ড থেকে একটা চাবি পেড়ে নিয়ে তুলে দিলেন রানার হাতে জ্যাকসন। ক্যারাল দিয়ে এগিয়ে গেল রানা জানালার দিকে। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন জ্যাকসন।
কয়েক সেকেণ্ড দেখল রানা জানালা দিয়ে। দৌড়ে ছুটে আসছে বেনসন, ফার্মডী আর হ্যারিস কম্পাউণ্ড দিয়ে। রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে টেনে এক কোণে নিয়ে গেলেন সিম্পসনকে কর্নেল রুজভেল্ট। ঠিক সেই সময় খুলে গেল দরজাটা। ঘরে ঢুকেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বেনসন, ফার্মডী আর হ্যারিস। রানা আর রুজভেল্টের হাতের পিস্তল দুটো তাক করা ওদের দিকে। কর্কশ গলায় ওদের নির্দেশ দিল রানা ঘুরে দাঁড়াবার। পিস্তল দেখিয়ে নিয়ে গেল তিনজনকে সেলের কাছে। পকেট থেকে চাবি বের করে দিল রুজভেল্টের হাতে। তিনজনকে সেলে ঢুকিয়ে তালা আটকে দিল। ফিরে এসে হাত-পা করে বাঁধল অজ্ঞান সিম্পসনের। ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন জ্যাকসন টি.এন.টি

র বাক্স নিয়ে। টিউবগুলো পকেটে ঢুকিয়ে হাতে ইগনিশন বক্স নিয়ে বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল স্টোর্সের গেট, দিয়ে ব্রিজটার উদ্দেশে। ইঞ্জিনকক্ষের বাঁ দিকের দরজা দিয়ে উঁকি দিল মার্শাল ডেভিড। রাইফেল বিতরণ শেষ হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ট্রেন থামিয়ে সাপ্লাই ওয়াগন থেকে ইঞ্জিনকক্ষে চলে এসেছে মার্শাল আর দাও।

'পৌঁছে গেছি,' খুশির আমেজ মার্শালের গলায়। 'প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা।'

এগিয়ে এল দরজার কাছে দাওও। ব্রিজটা এখন এক মাইলের চেয়েও কাছে। আদর করে টোকা দিল দাও উইনচেস্টারটার গায়ে। হাত বুলাতে লাগল স্টকটায়।

মাঝখানের খামের গোড়ায় টি.এন.টিগুলো ফিট করা শেষ করেছে ইতোমধ্যে রানা। মাথা তুলতেই দেখল, প্রায় পৌঁছে গেছে ট্রেনটা। ইগনিশন অয়্যার দুটো লাগাল ব্যস্ত হাতে। ছুটল তারপর সুইচটার দিকে।

ব্রিজের কাছে রানার ছুটন্ত দেহটা পরিষ্কার দেখতে পেল মার্শাল আর দাও ফুটপ্লেটের উপর থেকে। পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওরা কয়েক সেকেন্ড। তারপর একযোগে দুজনেই তুলে নিল দুটো রাইফেল।

রানার আশপাশে পড়তে লাগল শিলাবৃষ্টির মত বুলেটগুলো। ছুটন্ত লোকোমোটিভের দোদুল্যমান পাদানি থেকে লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না ওরা, কিন্তু খুব বেশিদূর দিয়েও যাচ্ছে না গুলিগুলো।

ঝাঁপ দিল রানা, অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের আড়ালে।

কর্নেল জ্যাকসন ও কন্ডাক্টর রানার কাছ থেকে দুশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন দৃশ্যটা। ওদের পাশেই রয়েছে বাতী। ব্রিজের উপর উঠে গেছে ইঞ্জিনের অর্ধেকটা। এখনও ফাটছে না কেন ডিনামাইট?

ইগনিশন সুইচটার কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে পড়ে আছে রানা। এগোতে পারছে না সুইচটার কাছে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। ভুলটা খানিক পরই টের পেয়ে গেল জোনাথন। বুঝতে পারল, গুলির ভয়ে সুইচটার কাছে যেতে পারছে না রানা। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে থ্রটলটা পুরো খুলে ব্রেকটা ছেড়ে দিল আবার। দিয়েই বুঝল, আর একটা ভুল করে ফেলেছে।

জোনাথনের পাশ থেকেই গুলি করতে শুরু করেছে আবার দাও আর ডেভিড। তার মানে, আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। কিন্তু বুঝেও কিছু করার নেই এখন আর জোনাথনের। আলোর ঝিলিকটা যখন দেখা গেল ব্রিজ পেরিয়ে এসেছে তখন ইঞ্জিন। তিনটে বগী ব্রিজের উপর। বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথেই লাফ দিল ডেভিড, জোনাথন আর দাও। শক্ত পাথুরে মাটিতে গড়ান খেতে খেতে নেমে যেতে লাগল দেহগুলো। তিনটে বগীসহ ভেঙে পড়ে গেল ব্রিজটা। সাথে টেনে নিয়ে গেল ইঞ্জিনটাকে। খানিকক্ষণ ধরে কাঠ আর লোহালক্কড় ভাঙার আওয়াজ হতে লাগল। একটার

বুউউ!

পর একটা ফাটতে লাগল সাপ্লাই ওয়াগনের ভিতরের শেলগুলো।

উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা তিনজন টলতে টলতে। তিনটে রাইফেলের নল স্থির করার চেষ্টা করছে ইগনিশন সুইচটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসা রানার উপর।

ডাইভ দিয়ে সরে গেল রানা। ধ্যাবড়া একটা পাথরের উপর পড়ল বুকটা। বুকের হাড় ক'খানা গুঁড়ো হয়ে গেল যেন। ব্যথাটা বেশিক্ষণ অনুভব করল না রানা। জ্ঞান হারাল ও। কিন্তু জ্ঞান ফিরে এল দশ সেকেন্ড পরই। চোখ মেলে চাইল। সামনের কিছুই পরিষ্কার হলো না। দু'হাত দিয়ে মাথাটা ঝাঁকাল জোরে জোরে। ধমক দিচ্ছে ও নিজেকে। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে সামনে থেকে ধূসর পর্দাটা।

এগিয়ে আসছে দ্রুত তিনটে রাইফেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা। নির্জীব হয়ে গেল হাতটা, বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে বাইরে। খালি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফেলে এসেছে ওর পিস্তলটা কমান্ড্যান্টের অফিসে।

মাত্র আড়াই হাত দূরে তিনটে রাইফেল। মার্শালের ব্যান্ডেজ বাঁধা বীভৎস মুখটা ভরে গেছে কুৎসিত হাসিতে। 'ওদের মার শেষ রাতে!' ভুরু জোড়া কত রকম বিচিত্র ভঙ্গিতে ওঠানামা, নাচানাচি করছে তার। মার্শালকে ঠিক যেন চেনা চেনা লাগছে না, আগে এ লোকটাকে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না যেন রানা। কিন্তু এর বর্তমান চেহারা দেখে আসল পরিচয় জানতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওর। সাক্ষাৎ মৃত্যুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুর চেহারা এই রকমই বীভৎস হবার কথা, জানা আছে যেন রানার।

হেরে গেছি! হেরে গেছি! হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল তিনটের নলের দিকে অপলক চোখ রেখে ভাবছে রানা, এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়াল ও ধীরে ধীরে। কিছুই ঘটছে না, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে দ্রুত ঘটে যাচ্ছে কত কিছু ঘটনা। আরও একটা ঘটনা এগুলোর সাথে এক্ষুণি ঘটে যাবে। মরতেই যদি হয়, চেষ্টা করে ঘটনাটা ঘটিয়ে মরাই ভাল।

খট্ করে শব্দ হলো এক যোগে তিনটে রাইফেল কক্ করার। আওয়াজটা বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই মাথা নিচু করে ডাইভ দিল রানা। গর্জে উঠল রাইফেলগুলো এক সাথে।

ছিটকে পড়ল দাও মাটিতে রানার মাথার গুঁতো পেটে লাগতেই। দাওর রাইফেলটা পর মুহূর্তে দেখা গেল রানার হাতে শোভা পাচ্ছে। দাও ধরাশায়ী হতে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল মার্শাল আর জোনাথনকে। সেই মূল্যবান মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করল রানা। দু'হাত দিয়ে রাইফেল ধরে বিদ্যুৎবেগে চালাল সেটা। জোনাথনের হাতের রাইফেল পাখি হয়ে উড়ে গেল দূরে। মার্শালের রাইফেলের নল অন্য দিকে ফেরানো।

'সাবধান! তুলো না ওটা!' কঠিন কণ্ঠে বলল রানা। 'ফেলে দাও।' তবু মার্শাল বিদ্যুৎবেগে রাইফেল তুলছে দেখে গুলি করল রানা, কথা শেষ করেই। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মার্শাল। হাত দুটো দু'পাশে

ঝুলছে। ঝাঁকুনির সাথেই খসে পড়েছে রাইফেলটা হাত থেকে। বুকের গর্তটা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই যেন মার্শালের। বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে বিস্ফারিত দু'চোখ, চেয়ে রইল রানার দিকে সাড়ে তিন সেকেন্ড। বিশ্রী একটা শব্দ তুলে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসছে বুক থেকে। পড়ে গেল মার্শাল রানার পায়ের কাছে।

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে তখনও জোনাথন। রানার রাইফেলের বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে তার ডান হাতের চারটে আঙুল, তালুর উল্টো দিকের চামড়া মাংস নিয়ে উড়ে গেছে। 'আমাকে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করালে তোমরা, তাই মনে হচ্ছে না?'

কথা বলল না জোনাথন। তাকাল না রানার দিকে ভয়ে। দাও উঠে দাঁড়িয়েছে টলতে টলতে। হাবাগোবা দেখাচ্ছে তাকে। এদিক ওদিক চাইছে গাধার মত। ছুটে পালানো যায় কিনা ভাবছে সম্ভবত।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন কর্নেল জ্যাকসন ও রুজভেল্ট। খাঁতী সরাসরি চলে এল ওর সামনে। 'কোথায় লেগেছে?'

কর্নেল রুজভেল্ট ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিলেন রানার কাছ থেকে রাইফেলটা। তাক করলেন দাও আর জোনাথনের দিকে, 'কুইক মার্চ!' খ্যানখ্যান করে উঠল তাঁর গম্ভীর আদেশ।

ঘুরে দাঁড়াল ওরা। খাঁতীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাতে রানা দেখল রাইফেল তুলে লক্ষ্যস্থির করেছেন বৃদ্ধ কর্নেল জোনাথন আর দাওর পিঠের দিকে। ধীরে ধীরে কোর্টের দিকে এগোচ্ছে দলটা। অত্যন্ত জাঁদরেল দেখাচ্ছে কর্নেলকে। কাজ দেখাবার সুযোগ পেয়ে বীরদর্পে ফেলছেন পা। হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল কর্নেলের শিরদাঁড়া, রাইফেল থেকে নেমে এল একটা হাত কোমরে, দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। পিছন ফিরে তাকাতে দেখলেন রানা হাসছে ওঁর দিকে চেয়ে। ব্যথার বিকৃত মুখটা সরল করে তুললেন সাথে সাথে, জলদগম্ভীর স্বরে হাঁক ছাড়লেন, 'খবরদার! আমাকে দেখে হাসবে না! দেখছ না, ওস্তাদের মার কেমন দেখাচ্ছি শেষ রাতে?'

রাইফেল দিয়ে গুঁতো মারলেন তিনি দাওর পিঠে।

কোন প্রতিক্রিয়া নেই বন্দীদের। মাথায় পরাজয়ের ভারী বোঝা নিয়ে দেহ দুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে ওরা দুর্গের দিকে।

ব্রিজের উপর উঠে এল ওরা সবাই ঘন্টাখানেক পর। কর্নেল রুজভেল্ট কোর্টে আছেন। রানার সাথে এসেছেন আশরাফ চৌধুরী, কর্নেল জ্যাকসন। খাঁতী তো একদণ্ডও কাছ ছাড়া করেনি রানাকে।

উল্টেপাল্টে পড়ে আছে ভাঙাচোরা বগিগুলো। ধ্বংসস্তূপের উপর বসে আছে তোবড়ানো ইঞ্জিনটা। আশপাশে এতটুকু স্পন্দন নেই। বগিগুলোর ভিতর বেঁচে নেই কেউ।

রুক্ষ কণ্ঠটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন কর্নেল জ্যাকসন। বললেন, 'শুধু একজনের কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে আমার, রানা...'

কুউউ!

কর্নেলের দিকে ফিরল রানা, 'আপনার বন্ধু···জনসন···জানতেন আপনি ব্যাপারটা?'

'জানতাম না কিছুই,' বললেন কর্নেল জ্যাকসন। 'কিন্তু সব সময় সন্দেহ ছিল আমার। ও-ই কি রিও লীডার ছিল?'

'না,' বলল রানা। 'জোনাথন। লোভ আর দুর্বল চরিত্রই খেয়েছে আপনার বন্ধুকে।'

'কিন্তু লোভ মানুষের কি পরিণতি এনে দেয় তা যদি জানত ও।' চেকনো খাড়ির দিকে তাকালেন কর্নেল জ্যাকসন। 'তাহলে ওখানে ওভাবে পড়ে থাকতে হত না ওকে।' প্রায় কেঁদে ফেললেন তিনি। 'ওর আত্মার জন্যে প্রার্থনা করব কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন ছিল ও।'

বন্ধুকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে কথা বলতে বলতে সরে গেলেন ড. আশরাফ চৌধুরী রিজের কাছ থেকে অন্য দিকে।

'কি হবে এখন, রানা?' কান্নিভপর চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল বার্টী, একটা হাত রাখল রানার বুকে। 'এখনও ব্যথাটা কমেনি তোমার?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'তবে না কমাই ভাল, ব্যথাটা থাকলে তবু তো আরও হাতের স্পর্শ পাই!'

দুষ্টু হাসল বার্টী, 'দেখাব মজা?'

কাছের কথা শুরু করল রানা, 'কি হবে জিজ্ঞেস করছিলে, না? কি আর হবে! লোক পাঠিয়ে টেলিগ্রাফের তার রিপেয়ার করাবেন কর্নেল, ব্যস। ডেকে পাঠাব আমরা এক ট্রেন ভর্তি সৈন্য আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের দলকে। ব্রিজটা ঠিক করে ফেলবে ওরা।'

'এখন কি তুমি রিভ সিটিতে ফিরে যাবে?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?' বলল রানা। 'ফিরে যেতে দেরি হবে আমার। ব্রিজ রিপেয়ার হোক, সোনার চালগুলো স্পেশাল ট্রেন এসে নিয়ে যাক ফোর্ট হ্যানকক থেকে, তারপর ফিরে যাবার কথা।'

'ওহ্ হো! সোনা! ভুলেই গিয়েছিলাম!' কেউ আশেপাশে না থাকলেও গলা খাদে নামাল বার্টী। 'রানা, আমরা কি···মানে, আমাদের কোন লাভ হলো না, না?'

'একেবারে হলো না বলি কি করে? একশো কোটি টাকা কি কম হলো?'

'একশো কোটি টাকা?'

'সোনার দামের বিনিময় মূল্য। বাংলাদেশ সরকারের কাছে চেকটা পৌঁছে যাবে। কি জানো, তোমার বাবা খুঁজে পেলেও সোনাটা তিনি দেশে নিয়ে যেতে পারতেন না আমেরিকা থেকে।'

'টাকাটা আমরা পাচ্ছি কেন তাহলে?'

'উপার্জন করে নিয়েছি আমি বাংলাদেশের তরফ থেকে।'

'বুঝলাম না!'

রানা বলল, 'বহুদিন ধরে রিভ সিটি থেকে ভার্জিনিয়া সিটি পর্যন্ত জঘন্য

সব কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল জোনাথন, ডেভিড, দাও আর সিম্পসন। এই চতুঃশক্তিকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল এখানকার সরকার। তারা দাও আর সিম্পসনকে চিনে ফেলেছিল। ধরতেও পারত ইচ্ছা করলে। কিন্তু নাটের গুরু ডেভিড আর জোনাথনকে ঘুণাক্ষরেও চিনতে পারেনি কেউ। ব্রিজ সিটির মার্শাল আর ইউ.এস.সি-র মেজরকে সন্দেহ করতে যাবে কে?'

'কিন্তু তুমি এসবের মধ্যে জড়ালে কিভাবে?'

'ডেভিড আর জোনাথন আগে থেকেই আঁচ করতে পারে, সি.আই. এ লোক পাঠাবে সোনা উদ্ধারের জন্যে। তারা হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু দেশী লোক আসবে, এটাই ভেবেছিল তারা। সি.আই.এ-র ডিপার্টমেন্টাল চীফ উইলিয়াম ডাফ্‌র ঘুঘু লোক, দেশী মানুষ না পাঠিয়ে বিদেশী কাউকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে শত্রু পক্ষ তাকে দেখামাত্র সন্দেহ করতে না পারে। বিদেশী লোক—কাকে বেছে নেয়া যায়? মাসুদ রানাকে।'

'কেন?'

'বাংলাদেশী একজনের সন্ধান রয়েছে সোনার খনি আবিষ্কারে, এক। দুই, আমি এর আগেও এদের একাধিক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। তিন, ঠিক উপযুক্ত সময়ে ছুটি কাটাচ্ছিলাম আমি এদেশে।'

'বুঝেছি। তারপর?'

'তারপর আর কি. দলটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে বা ধ্বংস করে দিতে পারলে সোনার ভার উদ্ধার হবে, বাংলাদেশ পাবে সমুদয় সোনার ন্যায্য অংশ। এই শর্তে প্রস্তাব দেয়া হয় আমার বসকে। এমনিতেই সোনা খুঁজে বের করেছেন যে চারজন তার মধ্যে একজন বাংলাদেশী। তোমার বাবা। এক চতুর্থাংশ পাওনা হয় ওঁর। কথা হয়েছে, অতিরিক্ত এক কোটি টাকা জমা করে দেবে আমেরিকা সরকার তোমার বাবার একাউন্টে।'

চুপ করে রইল বার্ডী। সোনা বা টাকার কথা ভাবছে না ও। বলল, 'কিন্তু ব্রিজটা শেষ হতে কতদিন লাগবে? সময় লাগবে অনেক, না?'

'নাতো।'

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল বার্ডীর মুখ, 'মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক শীত পড়বে এবার।'

মুচকি হাসল রানা, 'পড়ুক।'

'আচ্ছা রানা, ব্রিজ সিটি থেকে ফিরে যাবে না তুমি বাংলাদেশে?'

'ঠিক নেই,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যে আর কোথাও যদি বিপদে জড়িয়ে না পড়ি।'

'বিপদ?'

'বিপদকে নিয়েই আমার কাজ, কাজ মানেই বিপদ।'

'যদি দেশে ফেরো, ফিরবেই তো একসময়, দেখা হবে তোমার সাথে?'

'না। নিয়ম নেই।'

দপ করে নিভে গেল বার্ডীর উজ্জ্বল হাসি।

খানিক চুপ করে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে আবার হাসি ফুটল ওর

বুড্ডা!

ঠোঁটে।

'এ একদিক থেকে ভালই হলো, মানা। চলার পথে হঠাৎ পরিচয়, বিদায় নিলেই শেষ। পিছু টান নেই কোন। দাবি নেই। [illegible] যা পাও হাত পেতে নাও…'

হাত পাতল মানা।

'দাও।'

এপাশ-ওপাশ চাইল স্বাতী। সরে এল মানার বুকের কাছে। মুখটা তুলল উপরে। সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে ঠোঁট দুটো। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র এক টুকরো হাসি।

* * *

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০